প্রথম প্রকাশ
পৌষ, ১৩৭৫

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক,
প্রকাশন, মুদ্রণ ও বিক্রয় পরিদপ্তর,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুদ্রণ
আলতাফ প্রেস
১১, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোড.
মাহুতটুলী, ঢাকা—১

বিষয়সূচী

ভূমিকা

তুহফঃ-এ-নসাঈ'হ

শায়খ ইউসুফ গদা

'তুহফ:-এ-নসাঈ'হ রচয়িতা শায়খ ইউসুফ গদা খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ সেখানেই তিনি হাদীস, তফসীর এবং ইসলামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আলেম হিসাবে তিনি তেমন বিচক্ষণ ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ তাঁর পুস্তিকায় এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা করেছেন, যা মূলতঃ ইসলামের বিধি বহির্ভূত। এ ব্যাপারে তাঁর মত ও পথের বৈশিষ্ট্যই তাঁকে উৎসাহিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অধ্যাত্মপন্থী—দরবেশ শ্রেণীর লোক।

ফকির হলেও তিনি গৃহী ছিলেন; দাম্পত্যজীবনও যাপন করেছেন। আবুল ফতেহ নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। বস্তুতঃ তাকে উপদেশ দানের উদ্দেশ্যেই তিনি এ পুস্তিকা রচনা করেন।

তিনি শায়খ নাসির উদ্দীন মাহমুদ 'চেরাগে দিল্লী'র শিষ্য ছিলেন। স্বীয় পুস্তিকায় পীর প্রশস্তিতে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

তিনি কবি নন, পদ্যকার। মধ্যযুগীয় পদ্যে প্রবন্ধ রচনার রীতিকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। যতদূর জানা যায় এটিই তাঁর একমাত্র রচনা। অনেক দিন ধরে বহু সাধনার পর তিনি এটি সমাপ্ত করেন। তিনি বলেন:

> কষ্ট সহ্য করেছি, দুঃখ পেয়েছি প্রসব ব্যথার, তারপর জন্ম দিয়েছি এই এতটুকু 'তোহফা'—সমুজ্জ্বল, সুপ্রসিদ্ধ।

তুহফ:-এ-নসাঈ'হ

'তুহফ:এ-নসাঈ'হ' শাস্ত্র পুস্তিকা। দৈনন্দিন পালনীয় নানা প্রকার বিধিনিষেধ এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পুস্তিকার ভাষা ফারসী এবং পদ্যে রচিত।

রচয়িতা বিভিন্ন আরবী-ফারসী শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে এর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। প্রসংগক্রমে তাঁর পুস্তিকায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ বিদ্যমান।

হেদায়া, খানী, খোলাসা, সিরাজী, মাশারিক দবীরিস্তান।

কবি আলাওল তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন:

কল্পনাবচন নহে সাক্ষী ফোরকান।
ইমাম সবের কথা হাদীস প্রমাণ।
হেদায়া, নেহায়া, কঞ্জ, দবীরের কথা।
খানি আদি ফতোআর যথেক ব্যবস্থা।।

আরবী কিতাব হন্তে ফারসী ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইসুফ গদাএ।।

এতে আরও দু'টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। অবশ্য অনেক বিষয় তিনি অশাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও সংগ্রহ করেছেন।

সাধারণভাবে 'তুহফ:-এ-নসাঈ'হ' এর বিষয়বস্তুকে আমরা চার শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি:

ক) কুরআন, হাদীস এবং প্রসিদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থানুমোদিত বিষয়াদি; যেমন, ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ঈদ, কোরবানি ইত্যাদি।

খ) অধ্যাত্মপন্থীদের পালনীয় বিশেষ নিয়মাবলী; যেমন, সংগীত শ্রবণ, নৃত্য, নামজপ ইত্যাদি।

গ) লৌকিক ও সামাজিক রীতিনীতি; যেমন, পানাহার, আদব-কায়দা, কৃপণতা, ষড়রিপু, সদাচার ইত্যাদি।

ঘ) লোক-সংস্কার জাত বিবিধ করণীয়; যেমন, সময়ের শুভাশুভ, লক্ষ্মীবর্ধক বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি।

বস্তুত: লেখক বহু বিচিত্র বিষয় একত্র সন্নিবেশ করতে চেয়েছেন। বিষয় বর্ণনায় তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাপকতা তেমন না থাকলেও প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শনের সহজ পন্থায় তিনি এগুলিকে সাধারণ লোকের গ্রহণযোগ্য করে বলতে চেষ্টা করেছেন। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তা অতিরঞ্জিত হয়েছে।

পুস্তিকাটির ভাষা সহজ। বর্ণনা সংক্ষেপধর্মী হলেও কোথাও অস্পষ্টতা নেই। বিষয়বস্তু পরিবেশনে লেখকের জ্ঞান ও অন্তরের যোগাযোগ সুস্পষ্ট। কোন কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাপ বিদ্যমান। সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে বার্ধক্য ও যৌবনের বর্ণনাটি এ প্রসংগ উল্লেখযোগ্য।

শাস্ত্র পুস্তিকা হিসাবে 'তুহফ:-এ-নসাঈ'হ' খুব উচ্চাংগের নয়। এ ধরনের পুস্তিকা বর্তমানেও সুলভ এবং ধর্মতত্ত্বান্বেষী সাধারণ পাঠকের নিকট এর চাহিদাও খুব বেশী। প্রসংগত: আমরা 'মকসুদুল মোমেনীন' 'ও 'নিয়ামুল কুরআন' পুস্তকদ্বয়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। এগুলির মতই 'তুহফ:এ নসাঈ'হ' জনসাধারণের নিকট প্রিয় ছিল। সম্ভবত: এ কারণেই সুদূর দিল্লী থেকে আরাকানে পৌঁছা এর পক্ষে সম্ভব হয় এবং বিদ্যোৎসাহী অমাত্য শ্রীযুত সোলায়মান কবি আলাওলকে এর অনুবাদ করতে বলেন।

'তুহফঃ এ নসাঈ'হ' এর হস্ত লিখিত কোন পাণ্ডুলিপি আমরা পাইনি। লাহোরের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'মালিক সিরাজুদ্দীন এ্যাণ্ড সন্স' প্রকাশিত একটি পুস্তিকা তোহফার পাঠ বিচার ও আলোচনার জন্য ব্যবহার করেছি। প্রকাশের বেলায় পুস্তিকাটি সুসম্পাদিত হয়নি বলে এতে বহু ভুলভ্রান্তি বিদ্যমান; প্রক্ষেপের সংখ্যাও নগণ্য নয়। আলাওল অনুবাদের জন্য যে পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহার করেছিলেন তাতেও প্রক্ষেপ ছিল বলে মনে করি। কারণ এ পুস্তিকার মোট বয়েত সংখ্যা সাতশ' ছিয়াত্তর। ইউসুফ গদা তা উল্লেখ করেছেন:

আবয়াত গুফতম্ জুমলেগী হফ্সদ হফ্তাদ ব্ শশ্
আবব্াবে উ পঞ্জব্ চেহল আন্দর হিসাব ব্ হম্ হসর
বয়েত বলেছি মোট সাতশ' ছিয়াত্তরটি,
অধ্যায় হলো পঁয়তাল্লিশটি, সংখ্যায় ও গণনায়।

আলাওল লিখেছেন:

'সপ্ত শত একাশি বয়েত কৈলা সার।'

[উপসংহার]

এতে মূল পুস্তিকার বয়েত সংখ্যার সংগে পাঁচটি বয়েতের গোলযোগ ঘটে। আমরা অনুমান করি আলাওলের অবলম্বিত মূল পাণ্ডুলিপিটিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি বয়েত প্রক্ষিপ্ত ছিল:

বর বাদশাহাঁ হীচ গহ্ বের্ক মিয়াঁ তেগে মকশ্
বকুনন্দ যুলমে গরচেহ্ শাঁ সদ জুর বীনী য়া জবর—
গযব্ে বকুন বা বাগীআঁ যেরে 'আলমে সুলতানে খোদ
বাগী চুঁ বীনী শুদ কসে উরা বকুশ্ ত'জীলতর—
রুখসত বদাঁ আন্দর সফর ইফতার আফযল সওমে দাঁ
জাই'য নহ্ গুই'ম দর সফর আন্দর নামায ইল্লা কসর—
বায়দ গুযারী জুম'আঃরা পস হর কেহ্ বাশদা নেক ব্ বদ
মসহে বকুন বর মোযেহা বাশী বখানহ য়া সফর—

গদ্যানুবাদ:

বাদশার বিরুদ্ধে কোথাও তরবারি কোষমুক্ত করো না—যদিও তারা অত্যাচার করে; শত অবিচার ও অন্যায় দেখ। নিজ বাদ্শার ছত্রচ্ছায়াতলে থেকে বিদ্রোহী দমনে যুদ্ধ কর; যদি কাউকে বিদ্রোহ করতে দেখ, যথাশীঘ্র হত্যা কর।

বিদেশ ভ্রমণে গেলে রোযা ভঙ্গ বৈধ, অবশ্য রোযা রাখা ভাল; কিন্তু নামাযের বেলায় 'কসর' অবশ্যই পড়তে হবে। ভাল হোক, মন্দ হোক—সকলের পিছনে জুম্মার নামায আদায় করা উচিত; ঘরেই থাক আর বিদেশেই থাক, মোজার উপর মসেহ করবে।

আলাওল এ চারটি বয়েতের অনুবাদ করেছেন:

যদি ছল বল করে আপনে নৃপতি।
মুখ ফিরি না যুঝিব তাহান সঙ্গতি।।
আর কেহ মুখ ফিরাইলে নৃপ হন্তে।
তাহাকে মারিবা পুনি পার যেই মতে।।
কিবা অঙ্গ পীড়া হএ কিবা মুসাফির।
রোজার হুকুম নাই হৈলে বিনু-স্থির।।
সফরের ফর্জ চারি রাকাত যথাএ।
দুই গুজারিলে দুই ক্ষেমিব খোদাএ।।
কিবা ভাল কিবা মন্দ ইমাম যে আছে।।
জুম্মা আদি নামাজ পড়িবা তান পাছে।।
মসেহ করিবা অজু যেই মোজা পর।
পঞ্চ রাত তিন দিন রহ মুসাফির।।

[তৃতীয় বাব]

মূল পুস্তিকার তৃতীয় অধ্যায়ে নানাবিধ বিশ্বাসের বিষয় ও কবরের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাঝখানে এ চারটি বয়েতের বিষয় টেনে আনার কোন সংগত কারণ নেই। স্পষ্টই বুঝা যায়, তথাকথিত বাদশা ও পেশ-ইমামদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কথা নামায-রোযার ফাঁক দিয়ে কৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অবশিষ্ট একটি বয়েত:

আয় বহরে আহলে মুরদহ্ রা ত' আমে বকুন আয জান ব্ দিল
পস হর দেরম য়াবী জযা' জানাঁ বদেহ দীনার ব্ যর—

গদ্যানুবাদ:

মৃতদের উদ্দেশ্যে খানাপিনার বন্দোবস্ত কর আন্তরিকতার সংগে; তা'হলে প্রতিটি দেরমের পুণ্য পাবে; সোনা-রূপা দাও, হে প্রিয়।

আলাওল এ বয়েতের প্রথমাংশের অনুবাদ না করে অন্য একটি বয়েতের সংগে মিলিয়ে লিখেছেন :

তিন সপ্ত চল্লিশ অবধি অন্ন দান।
ফকিরেরে ভুজাইলে অধিক কল্যাণ।।
এক সিকি দান কৈলে মও তার লাগি।
হেম তঙ্কা দান সম হএ পুণ্যভাগী।

[সপ্তত্রিংশ বাব]

মূল পুস্তিকার ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে এর অব্যবহিত পূর্বের বয়েতটির অর্থ নিম্নরূপ :

কবর জিয়ারত করা সুন্নত, দিবারাত্রি জিয়ারত কর ; তৃতীয় বা সপ্তম দিবসের 'ফাতেহা' শাস্ত্র বহির্ভূত, ত্যাগ কর।

এর পরেই মৃতদের উদ্দেশ্যে খানাপিনার বন্দোবস্ত করতে পুণ্যের প্রলোভন দেখান সম্পূর্ণ অসংগত বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য, এটিও তথাকথিত একশ্রেণীর লোকের কীর্তি।

ইউসুফ গদা তাঁর পুস্তিকায় বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশ করলেও, কোথাও পরস্পর বিরোধিতা বা বক্তব্যের অসংগতি নেই। তা'ছাড়া তিনি কোন বিশেষ মতের প্রতি অহেতুক আনুগত্য দেখাননি। শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয় সকল বিষয় তিনি সমান দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত: 'তুহফ:-এ-নসাঈ'হ' পাঠ করলে আমরা তৎকালীন মুসলিম সমাজের বিচিত্র ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। বুঝতে পারি, ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ কত গভীর ভাবে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। লেখকরাও সেসব বিষয়কে ইসলামী বিধিনিষেধের সংগে মিলিয়ে পুস্তকাদি লিখেছেন। আর এ ধরনের বইপুস্তক পড়ে আমাদের সমাজ-জীবন নানাদিক থেকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ; যার জের আজও সম্পূর্ণ কাটেনি।

শায়খ ইউসুফ গদা তাঁর পুস্তিকা সমাপ্ত করেন ৭৯৫ হিজরী বা ১৩৯৩ খ্রীস্টাব্দে। পুস্তিকার সর্বশেষ বয়েতটিতে তিনি সমাপ্তির দিনক্ষণের উল্লেখ করেছেন।

হফসদ নব্দ পঞ্জ ব্ দিগর হিজরতে মুহম্মদ মুস্তফা
'আশির রবী' আখিরী বকতে যুহা রোযে কমর

সাতশ' পঁচানব্বই হিজরীতে, রবিউল আখের
মাসের দশ তারিখে, সোমবারে দ্বিপ্রহরে।

আলাওল ও তোহফা

আরাকান-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মা (১৬২৫—৮৪ খ্রীস্টাব্দ)-র রাজত্বকালে তাঁর মহা-মাত্য শ্রীযুত সোলায়মানের আদেশে কবি আলাওল 'তুহফ:-এ-নসাঈ'হ' এর অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। কবি তাঁর অনুবাদ 'তোহফা' বা 'তত্ত্ব উপদেশ' এর সমাপ্তি তারিখ উল্লেখ করেছেন:

পুস্তক সমাপ্ত সংখ্যা শুন মুসলমানী
রাম সিন্ধু নবধিক নও পরিমাণি।

এতে 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়মে ১০৭৩ হিজরী পাওয়া যায়। কাল নির্দেশক শব্দগুলির ব্যাখ্যা নিম্নরূপে:

রাম=৩, সিন্ধু=৭, নবধিক (নব+অধিক) =১০।

এর পরেই কবি মঘী সনের কথাও বলেছেন:

মঘদের সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণয়।
ঋতু যোগে অভ্র এক বসন্ত সময়।

এর শব্দ ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

ঋতু=৬, যোগ=২, অভ্র=০, এক ১। এতে ১০২৬ মঘী সন পাওয়া যায়। এ মোতাবেক ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে আলাওল তাঁর অনুবাদ সমাপ্ত করেন।

এর কয়েক বৎসর পূর্বে শাহ শুজা আরাকানে আশ্রয় নিয়ে নিহত হন। খুব সম্ভব তাঁর সহগামীদের সংগে মূল ফারসী পুস্তিকাটি আরাকানে পৌঁছায় এবং মহামাত্য সোলায়-মানের দরবারে এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়। কবি বলেছেন:

আলিম সকলে তথা, নানা কিতাবের কথা।
সর্ব অর্থ বাখানি কহিতে।
তোহফা কিতাব শুনি, মনেত যৌতুক মানি,
মোক আজ্ঞা কৈল হরষেতে।।

দেখ এই স্থকিতাব, পড়িলে অনেক লাভ
কেহ বুঝে কেহ হএ ধন্দ।
যদি হএ দেশী ভাষা, পুরএ মনের আশা,
রচ তাবে পয়ার প্রবন্ধ।।

অবশ্য শুধু এটিই নয়, কবি তাঁর অন্যান্য রচনাও কারো না কারো আদেশে করেছেন। আদেষ্টারা শুধু আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তাঁদের ইচ্ছাকেও কবির রচনার মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কবিকে অনেক কিছু যোগ বিয়োগ করতে হয়েছে। তোহফা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হয়েও এর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। মূল পুস্তিকার বিষয়বস্তু গ্রহণ বর্জন ও সংযোজনের মধ্যেও এ সত্যটি বিদ্যমান। কারণ—

তান পোষ্য হীন আলাওল জীর্ণকায়।
রচিল শাস্ত্রের কথা পয়ার ভাষাএ।।
তান দান স্মরিআ যে জল বরিসএ।।
তে কারণে মূঢ়া প্রায় বাক্য নিঃস্বরএ।।

তবু বলতে হয়, আদেষ্টাদের ইচ্ছার অনুপ্রবেশ তাঁর বাক্যমুক্তার জৌলুস অনেকটুকু কমিয়ে দিয়েছে। সৃষ্টিকর্মে তার কবি-সত্তা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেনি। ফলে কবি আলাওল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন—পোষ্য আলাওল ও কবি আলাওল।

পণ্ডিত সমাজে তাঁর জন্মভূমি, এমন কি নাম নিয়েও মতবিরোধ বিদ্যমান। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর বা চট্টগ্রাম—যে স্থানেই হোকনা কেন, কবি হিসাবে তাঁর বাসস্থান যে কাব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ-ক্ষেত্রেও তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা স্বিকৃত হয়নি। এর কারণ হিসাবে একদিকে রয়েছে চরম অবহেলা আর অন্যদিকে অতি প্রশংসা।

কবির নাম 'আল আব্বাল' না 'আলাউল হক'? বাংলা হরফে লেখা পুথিগুলিতে তাঁর নামের যে বিভিন্ন বানান পাওয়া গেছে, তা এই:

আলাঅল, আলায়ল, আলাউল, আলাওল'

আরবী হরফে লেখা পুথিতে তাঁর নাম الاول—এ কয়টি হরফে পেয়েছি। আবার মৌলবী হামিদুল্লাহ্ খান বাহাদুর কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত—'আহাদীসুল খব্বানীন' নামক চট্টগ্রামের একটি ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর নামের বানান 'علاول'-এ

কয়াটি হরফে লেখা রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, আরবী বানানের এহেন তারতম্যের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আলাওল নামেই তিনি আমাদের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যেমন, তাঁর 'তুহফ:-এ-নসাঈ'হ'-এর অনুবাদের নাম 'তত্ত্বউপদেশ' হওয়া সত্ত্বেও 'তোহফা' নামেই আমাদের নিকট পরিচিত। কারণ তিনি একাধিকবার মূল গ্রন্থকে তোহফা নামে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীযুত ইস্থফ গদা পুরুষ মহন্ত।
কিতাব তোহফা নামে রচিলা স্থছন্দ।।
আবুল ফতেহ নামে পুত্র গুণবান।
রচিলা তোহফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান।।
কিতাব তোহফা জান শরীয়ত ঘর।
এথেক তোহফা নাম থুইল বাছিআ।
তোহফা কিতাব শুনি, মনেত কৌতুক মানি,
মোক আজ্ঞা কৈলা হরষেতে।।

[ভূমিকা]

গ্রন্থের শেষ ভাগে তিনি লিখেছেন:

তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম

[উপসংহার]

তোহফা ও 'তুহফঃ এ-নসাঈ'হ'

'তুহফ:-এ-নসাঈ'হ' রচিত হওয়ার দু 'শ' আটাত্তর চন্দ্র-বছর পরে কবি আলাওল এর অনুবাদ করেন। তখন কবির বৃদ্ধাবস্থা। তিনি বলেছেন:

মুঞি আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন,
বিধি বিড়ম্বিত বৃদ্ধ কাল [আদেষ্টা প্রশস্তি]

তান পোষ্য হীন আলাওল জীর্ণকায়।
রচিল শাস্ত্রের কথা পয়ার ভাষাএ।।

[উপসংহার]

এ সকল বাক্যে বিনয়ের সংগে তাঁর অবস্থার কথাও প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য প্রতিভাধরদের বেলায় শারীরিক দুর্বলতা ধর্তব্য নয়। কারণ আলাওল তোহফার পরও

'সয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল'-এর শেষাংশ (১৬৬৯ খ্রীঃ) এবং 'সেকান্দর নামা' (১৩ খ্রীঃ) নামে একটি সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করেছেন। তবু কবির কথা খুবই সত্য—

'শক্তি টুটি আসে যথা কাল হএ অন্ত'।

[গ্রন্থসূচনা]

তদুপরি পদ্মাবতী তথা অন্যান্য কাহিনী-কাব্যগুলিতে ভাব ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবি যতটা স্বাধীনতা পেয়েছেন, তোহফায় তা সম্ভব হয়নি। প্রথমতঃ মূল পুস্তিকাটি শাস্ত্রকথা ; এতে মনের মত এদিক ওদিক করে বলার অবকাশ নেই। কবি নিজেই সে কথা উল্লেখ করেছেন:

কাব্যরস বাক্য নহে নীতিশাস্ত্র কথা।
তেকারণে ভাবিআ না কৈলুঁ বহুলতা।

[গ্রন্থসূচনা]

কারণ নির্দিষ্ট শাস্ত্র পরিভাষার পরিবর্তে ছন্দ বা লালিত্য—কোন প্রয়োজনেই অন্য শব্দ ব্যবহার করা চলে না। অবশ্য আলাওল সে চেষ্টাও স্থানে স্থানে করেছেন। এর ফলে কয়েকটি নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। যেমনঃ

গৃহীত আরবী ফারসী শব্দ	আলাওলের নিজস্ব প্রয়োগ
জিয়ারত	গোর-সম্ভাষণ
ওয়াদা	নিয়য়-বচন
বেরোজাদার	মুক্ত-মুখ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ মূল পুস্তিকার বস্তু-সংক্ষেপ ; যার বাইরে কিছু বলতে গেলে বা টেনে বাড়াতে গেলে যথানিয়মে শাস্ত্রসীমার মধ্যে থেকে তা করতে হবে। আলাওল সাধারণ-ভাবে সে চেষ্টা করেননি ; বরং তিনি আরও সংক্ষেপের দিকে এগিয়ে গেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর স্বীকাক্তি বিদ্যমানঃ

তান পদে ভক্তি করি হৈআ পৃষ্ঠগামী।
ঘোল অবশেষ ঘৃত ছাঁকি লৈলুঁ আমি।।

[উপসংহার]

এ স্বীকারোক্তি যে অমূলক নয়, তা মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি রেখে বিচার করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা এখানে উভয়ের সামান্য উদ্ধৃতি পেশ করছি।

মূলের অনুলিখন:

.... দানদ খুদা বেশক য়কে জুযে উ নশায়েদ কস্ দিগর—
বেচঁূ বদাঁ হযরতে খুদা মিস্‌লে নদারদ শির্‌হে হম্
হরগিয নযাদহ্ কস আযূ নয় মাদর উরা নয় পেদর—
উরা ত'আম ব্ আব ব্ যন হরগিয্ নবাশদ হাজতে
খ্বাবে নহ্ উরা গফলতে নয় সহবে্ রা বর্‌ব্য় গুযর—
পশ্‌তী ন খ্বাহদ আয্ কসে নয় মুশব্‌বিরত বাকস্ কুনদ
জুমলঃ জহাঁ মুহতাজে উ আয কস নখ্বাহদ উ নসর—

গদ্যানুবাদ:

.... খোদাকে সন্দেহাতীতভাবে এক জানবে, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে নয়। অদ্বিতীয় জানবে খোদাকে, তার সমতুল্য নেই, সমকক্ষও নেই। তাঁর থেকে কখনো কেউ জন্ম নেয়নি, তাঁর মাতা নেই, পিতা নেই। আহার্য, পানীয় এবং স্ত্রীর প্রয়োজন কখনো তাঁর হয় না। তাঁর নিদ্রা নেই, আলস্য নাই এবং ভুল হওয়ার অবকাশ নাই। তিনি কারো নিকট সাহায্য চান না, কারো সংগে পরামর্শ করেন না। সমস্ত জগৎ তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো সাহায্যপ্রার্থী নন।

আলাওলের অনুবাদ:

দৃঢ় চিত্তে ভাব সত্য এক নিরাঞ্জন।।
সমান নাহিক কেহ দোসর সোদর।
মাতা পিতা দারা পুত্র বর্জিত ঈশ্বর।।
ভোজন পিয়ন নিদ্রা সম্ভোগ বিস্মৃতি।
নাহিক কাহারে ছল কার সঙ্গে যুক্তি।।
সেই বিনু আর্তি জগ তাহার যাচক।
রক্ষক বিহীন আপে সভান রক্ষক।

[প্রথম বাব্]

কবি আলাওলের এ প্রকার সংক্ষিপ্ত ভাষণ অনুবাদের স্থানে স্থানে অস্পষ্টতা দোষের সৃষ্টি করেছে। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই এর উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। মূলে আছে:

আহার্য, পনীয় এবং স্ত্রীর প্রয়োজন কখনও তাঁর হয় না। তাঁর নিদ্রা নেই, আলস্য নেই এবং ভুল হওয়ার অবকাশ নেই। তিনি কারো নিকট সাহায্য চান না, কারও সংগে পরামর্শ করেন না।

আলাওল এ অংশটির অনুবাদ দিয়েছেন মাত্র দু'টি ছত্রে:

ভোজন পিয়ন নিদ্রা সম্ভোগ বিস্মৃতি।
নাহিক কাহারে ছল কার সঙ্গে যুক্তি।।

প্রথম ছত্রে পরপর কতকগুলি ক্রিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এদের হেতু নির্দেশক কোন বিশেষণ বা ক্রিয়াপদ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় ছত্রে, 'নাহিক কাহারে ছল' মূলের 'তিনি কারো নিকট সাহায্য চান না' এর অনুবাদ হতে পারে না। 'ছল' শব্দটির পাঠান্তরে আছে 'বল'। তাতে এ অংশটির অর্থ আরো দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

বস্তুতঃ তোহফায় এ ধরনের গরমিল আরো বহু স্থানেই ঘটেছে। কয়েকটি স্থানে সম্পূর্ণ ভুল অনুবাদ পেয়েছি। অবশ্য আমাদের অবলম্বিত পুথিগুলি থেকে যে পাঠ আমরা সংগ্রহ করেছি, তার উপর ভিত্তি করেই একথা বলছি। এখানে গুটিকয়েক উদাহরণ পেশ করছি। মূলে আছেঃ

> দারন্দ চুঁ 'আরযে দু'আ মরু আয মুসাফিরব্ রহমতে' অর্থাৎ কেউ যদি দীর্ঘ দোয়া করতে থাকে, তবে মুসাফির হওয়া বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে ছেড়ে চলে যেয়ো না।

তোহফায় পেয়েছিঃ

> মুসাফির জন হৈলে পীড়াএ কাতর।
> প্রভুস্থানে মাগ দোয়া ফলিব সত্বর।।
>
> [দশম বাব]

মূলে আছেঃ

> আশগালে শহ্ বেশক বর্দা হমচুঁ ববাতে জামহ্ আঁকসকেহ্ পুশদ 'আরিয়ত উ বা নদানীমু'তবর—' অর্থাৎ বাদশাদের কাজকে জানবে, সে যেন উত্তম পোশাক, তা যদি কেউ ধার করে পরে, তবে তাকে বিশিষ্ট ভাবা যায় না।

তোহফায় পেয়েছিঃ

> কষ্টতা আচরি মাত্র গোঞাইব কাল,
> উত্তম বসন হস্তে পরি নেত ভাল।।
>
> [উনবিংশ বাব]

মুলে আছেঃ

> জাই'কেহ্ খসমে বদ বুব্দ কুশতন হঁমী খ্বা হদ।
> ছিল্মে মকুন গরদদ যিয়াঁ মীকুন খ্বাবশ সখতে তর—

অর্থাৎ—

> যদি কোথাও শত্রু এমনি মন্দ হয় যে, তোমাকে হত্যা করতে চায়, তবে ধৈর্য ধরো না, বিপদ হবে; বরং তার নিদ্রাকে গাঢ়তর করে দাও।

তোহফায় পেয়েছি---

যদি কেহ ক্রোধ করি প্রাণ লৈতে চাহে।
ক্ষেমা ধরি রৈলে দাদ প্রভুদেন্ত তাহে।।

[ত্রিংশ বাব]

তোহফায় একদিকে যেমন অতি সংক্ষেপ, তজ্জনিত অস্পষ্টতা এবং অনুবাদের গোলযোগ বিদ্যমান ; অন্যদিকে তেমনি আলাওল নিজস্ব সংযোজন দ্বারা বহু স্থানেই মূলকে সহজবোধ্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছেন। অবশ্য তাঁর সকল সংযোজন একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি এবং অনেকগুলি প্রক্ষেপ বলে অনুমান করারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সাধারণভাবে মূলের বহির্ভূত যাবতীয় সংযোজনকেই আমরা তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা চিহ্নিত করে দিয়েছি।

এ সকল সংযোজনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, মূল বিষয়ের অনুসারী ; প্রায় প্রতি বাবেই এর উদাহরণ বিদ্যমান। এর দ্বারা অনুবাদক মূলের বিষয়বস্তুকে পর্ণতর এবং আরও আকর্ষণীয় করতে চেয়েছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

তাহান সৃজন জল স্থল পশু নর।
সেই এক স্বামী বিনু নাহিক দোসর।।
সহ হন্তে মনুষ্যে মহিমা পাইছে বড়।
নিজ দরশন দিব কহিআছে দৃঢ়।।

[হামদ]

চারিমিত্র নবীর পাতক নাশ গুরু।
দীন হীন জন প্রতি মহা কল্পতরু।।
তা সবার কীর্তি গুণ জগতে প্রচার।
লক্ষে এক শক্তি নাই কহিতে আমার।।

[নাত]

তয়ম্মুম করিআ নামাজ গুজারিব।
জল দরশনে তয়ম্মুম না রহিব।।
যেই যেই কর্ম হন্তে অজু ভঙ্গ হএ।
তয়ম্মুম ভঙ্গ হএ জানিঅ নিশ্চয়।।

[পঞ্চম বাব]

দ্বিতীয়, কোন বিশেষ শব্দ বা পরিভাষার ব্যাখ্যা মূলক। মাত্র কয়েকটি স্থানে এ

ধবনের সংযোজন বিদ্যমান। এখানে দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

শব্দ— পাএত পবন ধূলি ঘন পড়ি থাকে।
আরবের ভাষেত 'নাকআ' বোলে তাকে।।'

[[illegible] বাব]

প্রাতঃকাল ভক্ষ্য শেষে মধ্যাহ্ন সময়।
শুতিলে আরবী ভাষে কৈলুলা বোলয়।

[সপ্তদশ বাব

পরিভাষা— আগের ইমান জান দুই মত হএ।
একে মুকল্লিদ মু'তবর নাম কএ।।
আর ইমাঁ মুকল্লিদ ফাসিদ যে বোলে।।
দোহার সর্তরা কহি শুন কুতূহলে।।......

[দ্বিতীয় বাব]

তৃতীয়, মূল বিষয়ের অযৌক্তিক পরিবর্তন ধর্মী; এতে কোথাও মূল বর্ণনার সহজ সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে। যেমন, মূলে আছে:

প্রায় একশ' জন দরবেশ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। তাঁরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন; মাত্র একজনের নিকট পানি ছিল। তাঁরা একে অন্যকে সে পানি দান করলেন এবং সকলই তৃষ্ণায় মারা গেলেন। সে পানি এমন অবস্থায় পড়ে ছিল যে, সেখানে কেউ ছিল না।

অনুবাদে আছে:

শতাধিক মহাজন সমবেত ছিল।
পন্থক্রমে সবে অধিক তৃষ্ণাকুল হৈল।।
একজন স্থানে মাত্র ছিল অল্প পানি।
আপনে না খাইআ অন্যেরে দিল আনি।।
সেই দিল অন্যেরে অন্যেএ দিল আনে।
এহি মতে প্রতি হস্তে গেল দানে দানে।।
তৃষ্ণাএ শরীর দহি মৈল সর্বজন।
অবশেষে যে পাইল করিল ভক্ষণ।।
দানপাত্র নাহি দেখি কৈল জলপান।
বহুল আক্ষেপ করি রাখিল পরাণ।।
সবে পুণ্য পাইল বঞ্চিত আমি মাত্র।
আয়ু লেশ আছিল না ছিল দানপাত্র।।

দেওনে লওনে ফলাফল এই জান।
মরণ ইচ্ছিল না ইচ্ছিল জল পান।।

[অষ্টাবিংশ বাব]

শেষ ছত্রটির অর্থ বিচার করলে এ সংযোজনের দুর্বলতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আবার কোথাও শাস্ত্রীয় বিধানের অপব্যাখ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। যেমন, মূলে আছে:

ঘোড়া দৌড়ানো বা উট; তীর নিক্ষেপ বা দৌড় দেওয়া---এসব বিষয়ে বাজি ধরা বৈধ। যদি দু'দিক থেকে শর্ত থাকে, তবে অবশ্যই নিষিদ্ধ। শুধু একদিক থেকে বৈধ জানবে---যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি মধ্যস্থ হয়ে তা ধরে।

অনুবাদে আছে:

অশ্ব ধাবাইতে কিবা তীর চালাইতে।
কিবা পদব্রজে দোহে চাহএ ধাইতে।।
এহি সব কর্মে বাদ ধরিতে পারএ।
কৈতর উড়ানে বাদ উচিত না হএ।।
দুই দিগে বাদ ধরে হারাম নিশ্চিতে।
তিন মাত্র হালাল জানিঅ তিন রীতে।।
একে বন্দী আন হএ মাগিঅ না পাএ।
আপনারে বন্ধ হেন জানিআ খেলাএ।।
সঙ্গে করি রক্ষকে যদি সে খেলা খেলে।
প্রাণ রক্ষা পাএ যদি জিনি ধন পাইলে।।
দ্বিতীয় যাহার পরিবারে উপবাস।
কোন হেতু ভক্ষণেব নাহি তার আশ।।
খেলা খেলি জিনিলে যদি সে কিছু পাএ।
তার পরিজনের জীবন রক্ষা হএ।।
তৃতীয় জালিমে যদি তাড়না করএ।।
না দিলে তার না পাত্র বন্ধনে পড়এ।।
সর্বস্ব শরীর কিছু নাহিক উপায়।
খেলা খেলি জিনি ধন বন্ধন এড়াএ।।
এহি তিন জনের হালাল খেলা বাদ।
অন্যে বাদ ধরিলে পশ্চাতে পরমাদ।।

এতে মূলের একটি মাত্র শব্দ 'তৃতীয় ব্যক্তি'র স্থলে অনুবাদক তিন জনকে এনে দাঁড় করিয়েছেন। সুখের বিষয় যে, এ ধরনের সংযোজন খুব বেশী নেই।

এ ছাড়াও কবি আলাওল মূলের বহু অংশ যথেচ্ছা ভাবে বর্জন করেছেন। মূলের একবিংশ অধ্যায়টির কোনপ্রকার অনুবাদ তোহফায় নেই। এতে শায়খ ইউসুফ গদা পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বর্ণনা করেছেন। এ প্রসংগে হযরতের সাহাবী আলকামা (রাঃ)-র মাতার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা এবং তজ্জনিত তাঁর অন্তিমকালীন যন্ত্রণা ভোগের কাহিনীটিও বর্ণিত হয়েছে। মূলের নবম-অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত'জেহাদ' সম্বন্ধীয় কয়েকটি বয়েতের অনুবাদ আলাওল করেননি। এছাড়া অন্যান্য ছোটখাট বর্জনের উল্লেখ করেছি 'পাঠান্তর ও টীকা' অংশে।

মূলের অধ্যায় বিন্যাসের ধারাও তোহফায় যথাযথ অনুসৃত হয়নি। আমাদের অবলম্বিত মূল পুস্তিকার সংগে তোহফার গৃহীত অধ্যায় বিন্যাসের নিম্নরূপ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি:

মূল	অনুবাদ
ক) দ্বাবিংশ অধ্যায় থেকে ত্রিংশ অধ্যায়	ক) একবিংশ অধ্যায় থেকে উনত্রিংশ অধ্যায়
খ) ত্রিংশ অধ্যায়ের অংশ বিশেষ ও একত্রিংশ অধ্যায়	খ) ত্রিংশ অধ্যায়
গ) চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অংশ বিশেষ ও পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়	গ) চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়
ঘ) সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ও অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়	ঘ) ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়
ঙ) পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়	ঙ) ত্রিচত্বারিংশ, চতুশ্চত্বারিংশ ও পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অবলম্বিত পুথি সমূহের বিবরণ

ক) বাংলা একাডেমী সংগৃহীত পুথিঃ ক্রমিক সংখ্যা ৮/ আ ৮/ তো—১৮½×৭´´ পরিমিত তুলট কাগজের পুথি। পত্রাংগ বিদ্যমান। সম্পূর্ণ আছে। লিপিকর—আবুল হোসেন। লিপিকাল নেই। আনুমানিক ষাট বৎসরের পুরাতন।

আরম্ভঃ প্রভুর মহিমা আগে কহম অপার।
নর অপচরা আদি শ্রিজন জাহার।।
শৈন্য পরে আকাশ স্থাপীছে রৈক্ষ্য বিণু।
ক ত তাহাতে নৈক্ষত্র শশী ভানু।।
[হামদ]

শেষঃ মগদের সন সঙ্কা বুজহ নিন্যএ।
রিতু জোগ আগ্রত জে বশন্ত সমএ।।
ফাল্গুন মাশেতে জান চতুতবিংশ্ব সম।
সমাপ্ত হইল পোস্তক মনুবম।।

খ) বাংলা একাডেমী সংগৃহীত পুথিঃ ক্রমিক সংখ্যা ১০/আ ১০/ তো—৩ ১২´´ × ৮´´ পরিমিত তুলট কাগজের পুথি। পত্রাঙ্ক বিদ্যমান। আদ্যন্ত খণ্ডিত। লিপিকার—উমেদালী ওরফে ডোমন পণ্ডিত। লিপি-কাল—'ইতিমত ভানুশত বিংশ অষ্ট সন' অর্থাৎ ১২০৮ মঘী বা ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দ।

আরম্ভঃ হেটি উর্দ্ধ নাহিক দক্ষিণ কিবা বাম।
নাহিক সম্মুখ পিষ্ট বিব্রজিত টাম।।
সদাএ জিবি বিনু লৈর্ক্ষ কর্ণ্য বিনু মুনে।
স্তম যুতি আদি সব শ্রিজিল কল্পনো।।
[প্রথম বাব]

শেষঃ শ্রীযুত ছৈদ গদা মোহাসত্য য়লি।
রচিছে বএত ছন্দে মনেত আকলি।।
সপ্তসত এক আসি বএতে তৈআর।
রবিউল আউলাল দস দিবস মাজার।।
তান পদ ভক্তি করি মুক্তি পিষ্ট গামি।
সবচি পযাব ছন্দে বচিলাম আমি।।
[উপসংহার]

গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত ১৮৫ সংখ্যক পুথিঃ ৮´´ × ৭´´ পরিমিত কলের কাগজের পুথি। আরবী হরফে লেখা। পত্রাংগ বিহীন। আদ্যন্ত খণ্ডিত। লিপিকর অজ্ঞাত। লিপিকাল—নেই। আনুমানিক ষাট সত্তর বৎসরের পুরাতন।

আরম্ভঃ বেহেস্ত যাইব কিবা না যাইব ফরি।
আবু হানিফাএ না কহিল দড় করি।।
আল্লা হস্তে কফির নৈরাশ নিতরাস।
প্রত্যএ কুফুর জান বচন যুতিস।।
[তৃতীয় বাব]

শেষঃ তান পদ ভক্তি করি হৈয়া পৃষ্ঠাগামি।
ঘৃত অবশেষ ঘোল ছাকি লৈলু আমি।।

বিশেষ মহন্ত আজ্ঞা না জাএ লঙ্ঘন।
এ কারণে কষ্ট পন্থে করিলু গমন।।
শ্রীযুত সোলায়মান সুপণ্ডিত দাতা।.......

[উপসংহার]

ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত ১৮৬ সংখ্যক পুথি: ১২´×৮´ পরিমিত তুলট কাগজের পুথি। পত্রাংগ বিদ্যমান। আদ্য খণ্ডিত। মধ্যে আরও কয়েক পত্র নেই। শেষ পত্রাংগ বত্রিশ। লিপিকর—ভোলা গাজি দরজী। লিপিকাল নেই। প্রায় আশি বছরের পুরাতন।

আরম্ভ: আপন ইশ্চাএ চলি জাএ আন ঘরে।
স্বামীর অধিত্তি মন্দ কহে জারে তারে।।
কেশেত না দেএ ফণি ময়লা সর্বগাএ।
অতিতিকে শত্রু সম দেখএ সদাএ।।

[দ্বাদশ বাব]

শেষ: তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই জাম।
তত্ত উপদেশ এহি পুস্তকের নাম।।
মগদের সন সক্ষ বুঝহ নিন্যএ।
রিতু ভোগ অগ্র এক বসন্ত সমএ।।

[উপসংহার]

ঙ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত ১৮৭ সংখ্যক পুথি: ১২´×৮´´ পরিমিত তুলট কাগজের পুথি। পত্রাংগ নেই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। লিপিকর—আচমত আলী। লিপিকাল—১১৭২ মঘী বা ১৮১০ খ্রীস্টাব্দ।

আরম্ভ: জথেক গটন পত্র আদি অলঙ্কার।
জদি দিল জকাত কণ্টক নাহি তার।।

[সপ্তম বাব]

শেষ: ফকিরে রাখিলে ধন মনুশ্য না হএ।
দিনের তস্কর প্রাএ সমান নিশ্চএ।।
সহজে দুনিআ ফানি ধিক ভাব পাপ।
অর্জিতে বহুল দুক্ষ রাখিলে সন্তান।।

[সপ্তবিংশ বাব]

চ) অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত পাঠ: তিনি ছয়টি পুথি থেকে তোহফার একটি যৌগিক পাঠ সম্পাদনা করেন। তাঁর অবলম্বিত পুথি সমূহের

মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত তিনটি পুথি আমি ব্যবহার করেছি। অন্য তিনটি :

১) ডাঃ এনামুল হক সংগৃহীত পুথিঃ ১২´´×৮´´ পরিমিত কাগজের বহি। পত্রাংক নেই। সম্পূর্ণ আছে। লিপিকাল—১১৭৬ মঘী বা ১৮১৪ খৃীষ্টাব্দে।

আরম্ভ : পির মুর্শিদ গুরুজন পদে লাগি।
গুণিগণ চরণেত পরিহার মাগি।।
বিচারি পাইলে দোষ ক্ষেমিবা বিদ্যান।
তাতে মাত্র না দুসিবা বিনি অবধান।।

[ভূমিকা]

শেষ : তান পুস্য হিন আলাঅল জিন্নকাএ।
রচিল কিতাব কথা পয়ার ভাষাএ।।
এ পুস্তক কথা জেই রাখে সুদ্ধ ভাব।
না থাকে আপদ তার হএ স্বর্গলাভ।।

[উপসংহার]

২) অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সংগৃহীত পুথিঃ ১২´´×৮´ পরিমিত কাগজের বহি। ১—৫০ পত্রে সমাপ্ত। প্রথম পত্রের শিরোভাগে 'ইং সন ১২০২ মঘি মাহে ১২ পৌস সিদ্ধি গুরু। ইতি সন ১৮৪১ ইং লেখা রয়েছে। লিপিকর আবদুল হোচন।

আরম্ভ : আল্লার ফ্রমান বহু নানা সাস্ত্র কথা।
তেকারণে ভারিয়া না কৈলুম বহুলতা।।
ইচুপ গদা পদ্ধে করি পরিহার।
হিন আলাওলে কহে রচিআ পত্র আর।।

[ভূমিকা]

শেষ : তান পুস্যা হিন আলায়ল জিন্নকাএ।
রচিল কিতাব কথা পত্র আর ভাসাএ।।
এ পোস্তক কথা জেই রাখে সুদ্ধভাব।
না থাকে আপদ তার হএ স্বর্গ লাভ।

[উপসংহার]

৩) মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক লিপিকৃত পুথিঃ পুথিটি খণ্ডিত। 'সাহিত্য বিশারদ হয়তো এ দুর্লভ পুথিটি মালিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে না পেরে নকল করে রেখেছিলেন। এটি আমাদের

বড় কাজে লেগেছে। কেননা খণ্ডিত হলেও 'নাত' থেকে 'গ্রন্থ সূচনা' অবধি শুধু এ পাণ্ডুলিপিতেই পাওয়া গেছে।'

আরম্ভ: শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদ অমূল।
ডাকুআ সমান সঙ্গে যথেক রসুল।
যাবতে না যাবে নবী ভেহেস্ত মাজারে।
যথে রসুল নবী থাকিবেক দারে।।

[নাত]

শেষ: ?

উপরোক্ত তিনটি পুথির পাঠালোচনা নানা কারণে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত পাঠটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার ১৩৬৪ সনের শীত সংখ্যায় ছাপা হয়। পাঠটি অসম্পূর্ণ। মূল গ্রন্থের 'হামদ' অংশের সম্পূর্ণ এবং 'নাত' অংশের প্রথম কয়টি ছত্রের অনুবাদ এতে নেই।

আরম্ভ: শিরেতে লৌলাক, ছত্র প্রসাদ অমূল।
ডাকুআ সমান সঙ্গে যথেক রসুল।।
যাবতে না যাবে নবী ভেহেস্ত মাঝারে।।
যথেক রসুল নবী থাকিবেক দ্বারে।।

[নাত]

শেষ: মঘদের সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণএ।
ঋতু যোগ অভ্র এক বসন্ত সমএ।।
ফাল্গুন মাসেত জান চতুর্বিংশ সোম।
সমাপ্ত হৈল এহি পুস্তক মরোরম।।

[উপসংহার]

পাঠ বিচার

এ পর্যন্ত কবি আলাওল বিরচিত তোহফা কাব্যের আটটি হস্ত লিখিত পুথি সংগৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে বাংলা একাডেমী সংগৃহীত মাত্র একটি পুথি সম্পূর্ণ। এটিতে 'হামদ' থেকে 'গ্রন্থসূচনা' অবধি অংশটির পূর্ণ পাঠ পেয়েছি। কিন্তু নানা কারণে

উক্ত পুথির পাঠকে মূল পাঠ হিসাবে গ্রহণ করা যায়নি। ফলে আমরা অবলম্বিত পুথিগুলি থেকে পাঠ সংগ্রহ করে মূল পুস্তিকার সংগে মিলিয়ে একটি যৌগিক পাঠ তৈরী করেছি।

আমাদের অবলম্বিত পুথিগুলির মধ্যে একটিমাত্র পুথি আরবী হরফে লিখিত। এ পুথিটির পাঠে একদিকে যেমন বাংলা হরফে লিখিত পুথি সমূহে প্রাপ্তি সংস্কৃত শব্দের স্থলে আরবী প্রতিশব্দ বিদ্যমান, অন্যদিকে তেমনি তুলনা মূলকভাবে পাঠের শুদ্ধতা অধিক। আমরা উক্ত পুথির পাঠের শুদ্ধতাকে গ্রহণ করেছি; কিন্তু আরবী শব্দাবলী গ্রহণ করতে পারিনে। কারণ সংস্কৃত শব্দবিশিষ্ট পাঠের সংখ্যাধিক্যতা আমাদের এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে।

মূল পুস্তিকার সংগে মিলিয়ে পাঠ নির্ণয় করার ফলে পাঠান্তরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। শুদ্ধ পাঠ স্থির করার পর মাত্র সমার্থক কিছু সংখ্যক পাঠান্তর উদ্ধৃত করেছি। এর অধিকাংশই (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি। নানা দিক থেকে এ পাঠটি আমাদেরকে সাহায্য করেছে। অবশ্য এতে সংগৃহীত অনেক পাঠই আলাওলের রচনা নয় বলে মনে হয়েছে। এর কারণঃ

ক) এ সকল পাঠ আমাদের অবলম্বিত পুথিসমূহে পাইনি।
খ) একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি।
গ) ভাষা ও ছন্দের দুর্বলতা।

প্রক্ষিপ্ত পাঠগুলি সর্বত্রই মূল অনুবাদের সংযোজন হিসাবে বিদ্যমান। 'পাঠান্তর ও টীকা' অংশে আমরা এর প্রত্যেকটি যথারীতি উল্লেখ করেছি।

তোহফায় 'ভণিতা' ও আদেষ্টার নামোল্লেখ প্রায় প্রতিবারেই ছিল বলে মনে হয়। লিপিকাররা বাহুল্য বোধে অনেক স্থলেই সেগুলি বাদ দিয়েছে। আমাদের সংগৃহীত ভণিতা ও আদেষ্টার নামোল্লেখ কোন পুথিতে এককভাবে পাইনি। এগুলি বিভিন্ন পুথি ও (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি।

তোহফা

হামদ

প্রভুর মহিমা আগে কহম অপার।
নর অপ্সরা আদি সৃজন যাহার।।
শূন্য পরে আকাশ স্থাপিছে রক্ষা বিনু।
প্রকাশিত তাহাতে নক্ষত্র শশী ভানু।।
নিজ গ্রহ আকাশে মহত্ব যথ দিছে।
কহিতে না পারে কেহ অন্ত না পাইছে।।
এক 'কাঙ্গুরাতে থাকি যদি পক্ষীবর।[১]
নিশিদিশি অবিশ্রাম ভ্রমে নিরন্তর।।
বিদ্যুতের গতিতুল্য অতি শীঘ্র যাএ।।
চারিশত বৎসরে কাঙ্গুরা লাগ পাএ।। [১০]
বেহেস্ত নির্মিছে প্রভু অতি চারুকায।
সপ্তমহী আকাশ ঢালের চাকি প্রায।।
[সৃজিল আকাশ মহী ডিম্বের আকার।
করিছে পবন পরে গ্রহের সঞ্চার।।]
সিন্ধু আদি নদনদী পৃথিবী উপর।
বৃক্ষ হন্তে সৃজে ফল শহদ শক্কর।।[২]
জল বিন্দু জীআএন্ত মৃতকল্প তরু।
তিলে হএ শুষ্ক মহী রঙ্গীম সুচারু।।
দীপ জ্যোতি সমান সৃজিছে তারাগণ।
তাহাতে শোভিত শশী ভানুর স্থাপন।। [২০]
যথ কিছু সৃজিআছে সংসাব ভিতরে।
পাষাণ মৃত্তিকা আদি তান নাম স্মরে।।
সদাএ দেঅন্ত ভক্ষ্য নাহিক অন্যথা।
কিবা ভাল মন্দ যথ নর ভক্ষ্য দাতা।।
[তাহান সৃজন জল স্থল পশু নর।
সেই এক স্বামী বিনু নাহিক দোসর।।
সহ হন্তে মনুষ্যে মহিমা পাইছে বড়।
নিজ দরশন দিব কহিআছে দৃঢ়।।]

আপনারে সর্ব সৃষ্টে জানাইতে কারণ।
মিত্র এক সৃজিলেক সভার ভাজন।। [৩০]
আপনায় ঈশ্বরতা প্রচার লাগিআ
নির্মল সৃজিল মিত্র পুণ্য রত্ন দিআ ।।
অলখ লখিতে নারে বিনু দিব্য আঁখি।
তে কারণে নিজ জ্যোতি মিত্র রূপে রাখি ।।[৩]

নাত

দরুদ অনেক কহোঁ যেন মুক্তাবৃষ্টি।
পাপ সব খণ্ডিবেক যেন মেঘ বৃষ্টি।।
আরশ কুরসী যথ ভুবন 'ছাপান'।[৪]
যথ নবী ওলী সভানের পূজ্যমান।।
শিরেত 'লৌলাক' ছত্র প্রসাদ অমূল।[৫]
'ডাকুআ' সমান সঙ্গে যথেক রসুল।।[৬] [৪০]
যাবত না যাবে নবী বেহেস্ত মাঝারে।
যথেক রসুল নবী থাকিবেন্ত দ্বারে।।
হেন নবী মোহম্মদ সংসারের সার।
স্বর্গ মর্ত পাতালে সমান নাই যার।।
পাতকী তরান হেতু অবতার পুণ্য।
গিরি সম পাতক স্মরণে হএ শূন্য।।
নবীকূল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড।
আকাশের শশীকে করিলা দুই খণ্ড।।
ক্ষিতি তন্যে যখনে নবীর জন্ম হৈল।
পজ্যমান মূর্তি সব ভাঙ্গিআ পড়িল।। [৫০]
তান দ্বীন প্রচারে কুফুরি হৈল নাশ।
বালচন্দ্র প্রায় নিত্য মহিমা প্রকাশ।।
[চারি মিত্র নবীর পাতক নাশ গুরু।
দীন হীন জন প্রতি মহা কল্পতরু।।
তাসবান কীর্তিগুণ জগতে প্রচার।
লক্ষে এক শক্তি নাই কহিতে আমার।।]

ভূমিকা

মূল কবি ও কাব্য পরিচয়

শ্রীযুত ইস্থফ গদা পুরুষ মহন্ত।
কিতাব 'তোহফা' নামে রচিলা স্থছন্দ।।
মহন্ত পণ্ডিত গুরু কেরামত ধারী।
তাহার মহিমা কথা কহিবাবে পারি।। [৬০]
'শেখ মাহমুদ' নামে জান তান পীর।
কহিছেন্ত কিতাবে মহিমা স্থরুচির।।
'আবুল ফতেহ' নামে পুত্র গুণবান।
রচিলা 'তোহফা' গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান।।
আর যেবা পড়ে শুনে তার হিত লাগি।
শাস্ত্র-পন্থ জানাই হইলা পুণ্য ভাগী।।
চারিদশ পঞ্চবার আছে ভিন্নভিন।
শরীয়ত, তরীকত, ইস্‌লামী দ্বীন।।
হকীকত, তৌহিদ. ইমান মহারত্ন।
সকল আছ্এ যদি বুঝে করি যত্ন।। [৭০]
দ্বারকে বোলএ 'বাব' আরবী ভাষাএ।
বিনু দ্বারে গৃহে প্রবেশন নাহি যাএ।।
কিতাব তোহফা জান শরীয়ত-ঘর।
চল্লিশ উপর পঞ্চ দ্বার মনোহর।।
কিবা দ্বীনী, কিবা দুনি কিবা ধর্মকর্ম।
ভোজন, পিয়ন, রতি, বাহ্য শৌচকর্ম।।
গৃহস্থির কার্য কিবা লক্ষী বাড়ে টুটে।
কোন কর্মে নরকে পড়এ, স্বর্গে উঠে।।
নামাজ, জাকাত, রোজা, ফরজ, নফল।
অজু, তয়ম্মুম আদি যথেক গোসল।। [৮০]
গোরের স্যোয়াল আদ্যে যথেক কথন।
কোন কর্ম কৈলে হএ পাপ বিমোচন।
আর বহু নীতিশাস্ত্র, নানা কথা আছে।
বিবরিআ সকল কহিমু আগে পাছে।।

কল্পনা বচন নহে, সাক্ষী ফোরকান।
ইমাম সবের কথা হাদীস প্রমাণ।।
'হেদায়া', 'নেহায়া', 'কন্ধ', 'দবীরের' কথা।
'খানি' আদি ফতোআর যথেক ব্যবস্থা।।[১]
আরবী কিতাব হস্তে ফারসী ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইসুফ গদাএ।। [৯০]
ভক্তিভাবে একচিত্তে যেজন পড়এ।
জ্ঞান বৃদ্ধি হএ অতি, পাতক নাশএ।।
যদি অল্প পড়িআ বহুল হএ জ্ঞান।।
কোথা আর বস্তু আছে এহার সমান।।
অল্প দ্রব্য হস্তে যবে হএ ধিক কাম।
'তোহফা নসাই'ই' করি বাছি থুইলা নাম।।
হাদিআকে তোহফা আরবী ভাষে বোলে।
মহতেরে দেএ ডালি ভাল বস্তু হৈলে।।
এথেক তোহফা নাম থুইল বাছিআ।
বহু জ্ঞান উপার্জএ অল্প পড়িআ।। [১০০]
সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন নানাধিক।
রচিলা ইসুফ গদা তোহফা মানিক।।
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম 'আমে' না পাইল।।[২]
এবে সব আমলোকে গ্রন্থ বুঝিবার।
শুন কহি উপদেশ হৈল যে প্রকার।।

আদেষ্টা প্রশস্তি

রাগ দীর্ঘ ছন্দ

সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ,
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা তাত রাজা।
কি ধিক মহিমা আর, দৈবের নির্বন্ধ যার,
নৃপ কূলে আসি করে পূজা।।
তান পাএ দিব্য-জ্ঞান, শ্রীযুত সোলায়মান,
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা।

নানা শাস্ত্র অবধান, দৌত্য-সত্য-শক্তিমান,
ধৈর্যমন্ত, গুণবন্ত, জ্ঞাতা।। [১১০]
ক্ষমাশীল দয়ামন্ত, রসসিন্ধু ভাগ্যবন্ত,
বাদ্যসঙ্গীতাদি সুগায়ক।
পর উপকার লাগি, নিজ কর্ম পরিত্যাগী,
হীনজনে মহিমা দায়ক।।
আলিম সভান মেলা, শাস্ত্রতত্ত্ব নিত্য খেলা,
রাগ রঙ্গে বিনোদ সদাএ।
বৈভব অধিক মাপ, সর্বমতে সমদাপ,
গর্বহীন সুপবিত্র কায়।।
সরস হৃদয় পটু, বাক্যামৃত হীন-কটু,
অতিথি ভকতি অনুক্ষণ।
সংসার অসার জানি, মনে তত্ত্ব অনুমানি,
প্রভু ভাবে দ্রবিত লোচন।
ইষ্ট মিত্র বন্ধুজন, জ্ঞাতি পালে অনুক্ষণ,
পরদেশী সন্তোবেন্ত নিত।
মহিমা তাহান যথ, আমি বা কহিব কথ,
শান্তমতি উদার চরিত।।
আলিম সকল তথা, নানা কিতাবের কথা,
সর্ব অর্থ বাখানি কহিতে।
তোহফা কিতাব শুনি, মনেত কৌতুক মানি,
মোক আজ্ঞা কৈলা হরষেতে।। [১২০]
দেখ এই সুকিতাব, পড়িলে অনেক ভাল,
কেহ বুঝে কেহ হএ ধন্ধ।
যদি হএ দেশী ভাষা, পূরএ মনের আশা,
রচ তাক পয়ার প্রবন্ধ।।
হইলে মহন্ত আজ্ঞা, না আইসে কার শংকা,
অন্নদাতা সমান পিতার।
তান আজ্ঞা শিরে ধরি, হৃদয়ে সাহস করি,
রচিতে করিলুঁ অঙ্গীকার।।
মুঝি আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন,
বিধি বিড়ম্বিত বৃদ্ধকাল।

পাইতে ঈশ্বর মর্ম, না করিলুঁ কোন কর্ম,
বৃদ্ধা কর্মে গোঞাইলঁ কাল।।
আজিকালি হৈব ভাল, এহি মতে গেল কাল,
না পুরিল মনের বাঞ্ছিত।
আছে প্রভু কৃপাময়, সে পুনি অন্যথা নয়,
ধর্ম লক্ষ্যে নিবারেন্ত চিত।।
দেখ কাল বহি যাএ, নিশ্চিন্ত তরণী প্রায়,
মিছা কাজে বৃথা উতরোল।।
যথেক কৌতুক রস, তিলে সব হৈব ভস্ম,
যবে যমে আসি দিব কোল।। [১৩০]
নিদ্রাতুল্য জাগরণ, না শুনএ তেকারণ,
অর্ধমৃত নিদ্রার অধিক।
সহস্র সহস্র সাক্ষী, শতবার দেখে আঁখি,
না হইল প্রত্যয় খানিক।।
'মোর মোর' সবে কএ, ভাবি দেখ কার নএ,
সব মিথ্যা জগৎ জঞ্জাল।
শুধু পাপ পুণ্য কর্ম, জগতে কীরিতি ধর্ম,
নিশ্চল রহিব চিরকাল।।
অন্তে রহে যার কীর্তি, তাকে বলি সাধু ব্যক্তি,
তার মৃত্যু জীবন সমান।।
হীন আলাওল ভান, শ্রীযুত সোলায়মান,
পুণ্য স্মৃতি রসের সুজান।।

গ্রন্থ-সূচনা

জমক ছন্দ

শুন কহি গুণিগণ কর অবধান।
অপরাধ মাগি আমি গুণীনের স্থান।।
পীর মুরশিদ যথ গুরুপদে লাগি।
গুণিগণ চরণেত পরিহার মাগি।। [১৪০]
বিচারি পাইলে দোষ ক্ষেমিবা বিদ্বান।
তত মাত্র এ দুষিবা বিনি অবধান।।

ছোট শক্তি নহে জ্ঞান গ্রন্থনের কর্ম।
মহাজন সকলে জানএ তার মর্ম।।
মহাজন পাই ক্ষেমে শব্দ না করএ।
সুপণ্ডিত পুরুষের ক্ষতি নাহি হএ।।
পুরুষ প্রবীণ বাক্য দেশে দেশে ঘোষে।
কেআমত অবধি সুনাম রহে শেষে।।
অপরাধ না প্রচারে গুণিগণে শুনি।
আঞ্চলে ঢাকিআ রাখে, ভণ্ডে কহে পুনি।। [১৫০]
মহাজন যেই বাক্য কহে. মিথ্যা নহে।
বুঝাইলে সভান কে 'সত্য সত্য' কহে।।
দোষ পাই অজ্ঞানে না ক্ষেমে কদাচন।
ক্ষুদ্র সিন্ধু টলমল তরণী-নিধন।।
কিঙ্করের বাক্য পুনি সদাএ তর্জন।
নির্ধনী পাইলে ধন ক্রোধে ভাঙ্গে পণ।।
ক্ষিতি কুলে জন্ম যার জ্ঞান হএ অল্প।
ঢোঁড়া অহি ক্রুদ্ধ হৈলে তেজে কাল সর্প।।
ভাবেত জন্মিলে ভাব, জ্ঞানেত মহন্ত।
ভেদ হৈলে কিবা হীন গুণ নাই অন্ত।। [১৬০]
পবনের ত্রাসে নহে গিরি মতি ভঙ্গ।
বড়হি অপার নদী মারুতে তরঙ্গ।।
রাজশোভা যেবা থাকে সদাএ বঙ্গীন।
নৃপ সভা যেবা না দেখিছে তনু ক্ষীণ।।
তেনমত অজ্ঞান পুরুষ রাত্র দিন।
গুণিগণ পদে অপরাধ মাগি হীন।।
দোষ দেখি দোষ ক্ষেমে যে হএ সুধীর।
উস্তাদ মুর্শীদ গুরু বন্দিএ যে পীর।।[৩]
আছিলেক পূর্ব কবি মহা বুদ্ধিবন্ত।
শক্তি টুটি আসে যথ কাল হএ অন্ত।।[৪] [১৭০]
সে সফল যে করিছে পরকাল বুদ্ধি।
পরিশ্রমে শিখিলে অখনে পাত্র শুদ্ধি।।
অখনেহ গুণী বিচারিলে জ্ঞান পাএ।
গ্রাহক থাকিলে মোতি সমূলে বিকাএ।।

ক্ষুদ্র বুদ্ধি হই মোর আশা গুরুতর।
শিশু হস্ত বাড়াএ ধরিতে শশধর।।
সাধিতে অসাধ্য কর্ম গুরু কৃপাময়।
আদেশকারীর ভাগ্য প্রবল আছএ।।[৫]
যে বোলে বলৌক কর্ণ পন্থে না করিআ।
নির্দোষী ঈশ্বর মাত্র মনেত ভাবিআ।। [১৮০]
সাহসেত সিদ্ধি কহিআছে মহাজন।
চলিলুঁ বিকট পন্থে তাহার কারণ।।
অঙ্গীকার করিলুঁ যে সাধুর সাক্ষাত।
আগু হই পাছু হৈলে লজ্জা আছে তাত।।
ঘোর পন্থে গুরু ভাবি করিলুঁ গমন।
কঠিন কিতাব কথা করিতে রচন।।
কাব্যরস বাক্য নহে নীতিশাস্ত্র কথা।[৬]
তেকারণে ভাবিআ না কৈলুঁ বহুলতা।।
ইস্তুফ গদার পদে করি পরিহার।
হীন আলাওল কহে রচিআ পয়ার।। [১৯০]

প্রথম বাব—তৌহিদের কথা

খর্ব ছন্দ

আদ্যে তৌহিদের কথা শুন মহাজন।
দৃঢ় চিত্তে ভাব সত্য এক নিরঞ্জন।।
সমান নাহিক কেহ দোসর সোদর।[১]
মাতা পিতা দারা পুত্র বর্জিত ঈশ্বর।।
ভোজন পিযন নিদ্রা সম্ভোগ বিস্মৃতি।
কাহারে নাহিক ছল কার সঙ্গে যুক্তি।।
সেই বিনু আতি, জগ তাহার যাচক।
রক্ষক বিহীন আপে সভার রক্ষক।।
নহেক শরীর বস্তু দীঘাল পাথাল।[২]
নহে খণ্ড, অর্ধ, বর্ণ—শ্বেত পীত লাল।। [২০০]
স্বাদ নাহি, গন্ধ নাহি, নাহিক মূরতি।
নিয়ম নাহিক স্থানে স্থিতি।।

উর্ধ্ব অধঃ নাহিক দক্ষিণ কিবা বাম।
নাহিক সম্মুখ পৃষ্ঠ, বিবর্জিত ঠাম।।
সদা জীবী, বিনু অক্ষি কর্ণ দেখে শুনে।[৩]
তমঃ জ্যোতি আদি যথ সৃজিল কল্পনে।।
চিন্তাএ কাতর নহে, ভাবে নাহি সম।[৪]
ত্রিজগ সৃজিতে তিল নাহি পরিশ্রম।।
সর্বজগ নবীন সে আপনি পুরান।
সকল বাখান, তিল নাহিক দোষান।। [২১০]
পূর্বে এক বাক্যে কৈল জগত প্রচার।
কর্তব্যাকর্তব্য ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার।।
প্রভুর বচন নহে মাত্রাক্ষর শব্দ।
বুদ্ধি উক্তি প্রায় বিনু গুরু হএ স্তব্ধ।।
বেহেস্তের সুখ শেষে প্রভুর দর্শন।
পাইব মুমিন সবে হরষিত-মন।।
দুনিয়ার যত দুঃখ, বেহেস্তের সুখ।
সর্ব পাশরিব পাই দর্শন কৌতুক।।
এক জ্যোতি দেখি জ্ঞানে বুদ্ধি হারাইআ।
রহিবেন্ত আনন্দে আপনা পাশরিআ।। [২২০]
[একঠামে নিবাস না করে নিরঞ্জন।
তনু-সূক্ষ্ম রূপেত পূর্ণিত ত্রিভুবন।।]
প্রভুর দর্শন মাত্র লক্ষণেত পাএ।
স্থূল দীর্ঘ আকার বিকার নাহি তাএ।।
স্বপনে দর্শন পাএ শাস্ত্রে হেন কএ।
কিন্তু সত্যবাদী হৈলে করিয়া প্রত্যয়।।
[শাস্ত্রে লেখে আল্লাএ স্বপনে দেখা করে।
মহাসত্যবাদী হৈলে দেখে সেই নরে।।
প্রভুরে স্বপনে দেখে মহাকর্ম ফলে।
মহাশুদ্ধ আলিম যে ফকির সকলে।। [২৩০]
প্রভুভাবে একচিত্তে মহাভক্ত জন।
সে সবে স্বপনে দেখা পাএ নিরঞ্জন।।
যে সাধু প্রভুর দেখা নিদ্রাত পাইব।
নির্মল পণ্ডিত যোগী নিতান্ত হইব।।

সংসারের মিছা কর্ম সকল তেজিআ।
ক্ষেমা মূলে প্রভু ভাবে একচিত্ত হৈআ।।
সংসারের সুখ ভোগে না বান্ধিব মন।
সবর শোকর পালি থাকে সর্বক্ষণ।।
নিদ্রাত প্রভুর দেখা যেই জনে পাএ।
লক্ষ মুখে সে মহিমা কহন না যাএ।।[৫] [২৪০]
শৈশবতা খণ্ডি এবে বুদ্ধি হৈল যদি।
জানিতে উচিত ফর্জ তৌহিদ অবধি।।[৬]

দ্বিতীয় বাব—ইমানের বয়ান

দ্বিতীয় বাবেত শুন ইমান বয়ান।
[পুণ্যে কর্মে ফল নাহি বেগর ইমান।।]
পয়গাম্বর সকাল না হৈত অবতার।
কেহ না পারিত নিরঞ্জন চিনিবার।।
এক স্বামী সত্য চিত্তে প্রত্যয় করিবা।
যেই মত দিলে, সেই মুখেত কহিবা।।
মনে যেই দৃঢ় জানে, মুখেত অস্থির।
মুমিন 'খালেক' পাশে 'খলকে' কাফির।।[১] [২৫০]
[লোকলাজে মুখে কহে অপ্রত্যয়-চিত।[২]
আদ্যপদে যে কহিলুঁ তার বিপরীত।।]
বুদ্ধিমন্ত হই যদি না শুনে না করে।
অকর্ম জাহিলি কার্যে নরকেত পড়ে।।[৩]
ইমাঁ আনি না বুঝিলে মহান্ত খবর।
আমের ইমান 'মুকল্লিদ মু'তবর'।।[৪]
[আমের ইমান জান দুই মত হএ
একে মুকল্লিদ মু'তবর নাম কএ।।
আর ইমাঁ মুকল্লিদ ফাসিদ' যে বোলে।
দোহার মর্তবা কহি শুন কুতূহলে।। [২৬০]
ইমাঁ মুকল্লিদ মু'তবর বোলে তারে।
কলেমা সিফতে ইমাঁ কহিবারে পারে।।
না বুঝে তাহার যদি অর্থের বাখান।
এহা জানে এই পড়ি হএ মুসলমান।।

তাকে বোলে ইমাঁ মুকল্লিদ মু'তবর।
মুকল্লিদ ফাসিদের শুনহ উত্তর॥
কলেমা সিফতে ইমাঁ অর্থ না জানএ।
না জানি এহারে পড়ি মুসলমান হএ॥
উপকথা দৃষ্টান্ত কবিত্য সমতুল।[৫]
এই ইমাঁ মুকল্লিদ ফাসিদ আমূল॥ [২৭০]
তথাপিহ ইমা রত্ন সবার পূজিত।
অবশ্য উদ্ধার হৈব থাকিলে কিঞ্চিৎ॥]
যদিবা মুমিনে পাপ করি থাকে অতি।
অবশ্য দোজখ হন্তে পাইব অব্যাহতি॥
মেঘ বৃষ্টি তুল্য হৈলে কাফেরের পুণ্য।
উদ্ধার নাহিক যাব মন ইমাঁ শূন্য॥
ভ্রম মন না হইঅ, বুঝহ প্রত্যক্ষ।[৬]
অবশ্য সবার কর্তা আছ জান এক॥
দোজখে মুমিন না থাকিব চিরকাল।
পাপ ভোগ ভুঞ্জিলে পশ্চাতে হৈব ভাল॥ [২৮০]
যদি সে মমিনে পাপ করি থাকে অতি।
তওবা করিলে শীঘ্র পাইব মুকতি॥[৭]
করিম রহিম কৃপাময় করতার।
তওবাএ ক্ষেমে পাপ না করিলে আর॥
শ্রীযুত সোলায়মান গুণী সুচরিত।
রচাইলা পুস্তক লোকের হিতাহিত॥
গুণিগুণ গ্রন্থ নাই সমান দুনিয়া।
নির্গুণীহ যোগ্যতম গুণবন্ত প্রিয়া॥
বোসাঙ্গ শহরে এক মহা গুণী আছে।
অল্প পড়ি মূর্খ সব ভুত কাছে কাছে॥ [২৯০]
বান্দাএ মোহন্তে সবে করে ফুসাফুসি।[৮]
এই স্থানে সকলে সমানে থাকে বসি॥
সর্বস্থানে সত্য মিথ্যা কহে ইতিহাস।
কাজীর দেওয়ানে গেলে ভূতের প্রকাশ॥
তথাপিহ যথ কিছু মনে না ধরিআ।
যোগ্য দানে তোষেন্ত প্রচার না করিআ॥

তৃতীয় বাব—গোর সওয়ালের কথা

তৃতীয় বাবেত গোর সওয়ালের কথা।
আর বহু শাস্ত্র নীতি আছএ ব্যবস্থা।।
[অর্থ বিচারিলে দুগ্ধ রস সমভোগ।
মথিতে মথিতে শেষে পাএ ঘৃত যোগ।।[১]] [৩০০]
গোরেত পুছার আছে জানিঅ নিশ্চয়।[২]
কিবা বৃদ্ধ, যুবক, বালক যেবা হএ।।
'মন্‌কির নকীর' ফেরেস্তা দুইজন।
শীঘ্র আইসে মাটি দিআ গেলে নরগণ।।
কিবা অগ্নি কিবা জল কিবা ব্যাঘ্রে ধরে।
অবশ্য পুছার আছে যে যেখানে মরে।।
ঝাঁকিআ নাড়িআ কষ্টে জিজ্ঞাসিব কথা।
কিন্তু পুণ্য বস্তুরে না দিব ঠিক ব্যথা।।
জিজ্ঞাসিব পাপিষ্ঠেরে চাপি অতিশয়।
যেমত দলনে চিবি ইক্ষুরস লএ।।[৩] [৩১০]
মোশরেক শিশুর হিসাব অল্প হৈব।[৪]
বেহেস্তেত মুমিনের সেবাএ থাকিব।।
উম্মত চেরাগ-খুবী আবু হানিফাএ।[৫]
এইমত কহিছেন্ত নিজ ফতোয়াএ।।
মুমিন পাপীর গোরে দুঃখ অল্পকাল।
কেয়ামত অবধি কাফের দুঃখ-জাল।।
যে মুমিন শুদ্ধমতি গোরের ভিতর।
প্রভুর কৃপার দান পাএ নিরন্তর।।
জীবন সমান গোরে থাকএ চেতনে।
চটক পড়িলে গোরে নর যাদী চিনে।। [৩২০]
দুঃখ সুখ যথ কিছু গোরের ভিতর।
সর্বজীবে জান পাএ বিনু পরী নর।।
এক পদে ইস্রাফিল শিঙ্গা যে বয়ানে।
হস্তে লহ আছে, আজ্ঞা হএ যতক্ষণে।।
প্রথম ফুঁকেত সর্ব জীব মরিবেক।
দ্বিতীয় ফুঁকেত গোর হস্তে উঠিবেক।।
[দুই ফুঁক মধ্যে জান চল্লিশ বৎসর।
গজাইব নর তৃণাঙ্কুর সমসর।।[৬]]

যথ অঙ্গধারী শিশু, সুবুদ্ধি, পাগল।
দেও পরী, পশু পক্ষী উঠিব সকল।। [৩৩০]
সাক্ষাতে আসিআ সবে দিবেক বিচার।
নিয়মের শাস্তি বিনু না হইব আর।।
টাঙ্গিবেক তরাজু 'মিযান' যার নাম।
তৌলাইব যথ কিছু পাপ পুণ্য কাম।।
পুণ্যের দিকেত পাল্লা ভার হৈব যার।
আনন্দে রহিব কোন ক্লেশ নাহি তার।।
যার ভার হইব পাপের দিকে পাল্লা।
মহা দুঃখ ভাগী সেই, লাজে মুখ কালা।।
'কেরামুন কাতেবীন' দুই ফেরেস্তাএ।[৭]
পাপ পুণ্য যথ কিছু লিখিছে এথাএ।। [৩৪০]
সে সব কাগজ উড়ি সাক্ষাতে আসিব।
মুমিন দক্ষিণ হস্তে ধরিআ লইব।।
কাফের দক্ষিণ হস্তে ধরিতে চাহিব।
পৃষ্ঠ চিরি নিবালিআ বাম হস্তে দিব।।[৮]
নরক-পৃষ্ঠে জান সাঁকো পুলসেরাত।
সর্ব লোক পার হৈতে উঠিব তথাত।।
খড়গ হস্তে তীক্ষ্ণ ধার কেশেত চিকন।
যাইব বিদ্যুতগতি যথ পুণ্য জন।।
কেহ অশ্ব গতি, কেহ ধাবকের প্রায়।[৯]
পিপীলিকা সম কেহ বুকে হাঁটি যাএ।। [৩৫০]
কার মুখ-জ্যোতি হৈব পূর্ণচন্দ্র সম।
কার মুখ অমাবশ্যা নিশির অধম।।
তবে অঙ্গ হস্তপদ সবে সাক্ষী দিব।
স্তব্ধ হই সর্বজন ত্রাসিত রহিব।।
[দেখ ভাই নিজ অঙ্গ নহে আপনার।
কি করিব ইষ্ট মিত্র দারা পুত্র আর।।
তখনে বান্ধব দান-পুণ্য, গুরু-ভক্তি।
সংসারেত কীর্তি রহে, পরলোকে মুক্তি।।]
'হাউযে কওসর' সত্য জানিব কারণ।[১০]
বেহেস্তের চারি নদী বহে অনুক্ষণ।। [৩৬০]

নীর, ক্ষীর, মধু, সুরা, প্রতি দ্বারে বহে।
'মখলুক' স্বর্গ নর্ক মাত্র ফানী নহে।।[১১]
'মালিক' নরকে কাষ্ঠ বহে নিরন্তর।
'রিযোয়ান' বেহেস্তেত তোলে রত্ন ঘর।।[১২]
বেহেস্তেত মুমিন সবাএ নাহি রোগ।
কাফের দোজখে অবিরত দুঃখ শোক।।
পাপ অনুরূপ শাস্তি পাইআ মুমিন।
হেম গৃহে স্বর্গেত থাকিব অনুদিন।।
দোজখে মুমিন যদি যাএ কদাচিতে।
অনল না আইসে পাশে ইমানের ভীতে।। [৩৭০]
পড়িব কাফের পাপী নরকে নিশ্চয়।
স্বর্গেত যাইব চলি মুমিন যে হএ।।
ইমাম মালেক আর ইসুফ মোহন্ত।
বেহেস্তে যাইব পরী দোঁহ কহিছন্ত।।
বেহেস্তে যাইব কিবা না যাইব পরী।
আবু হানিফাএ না কহিলা দৃঢ় করি।।
প্রভুহস্তে কাফের নিরাশ নিতরাস।
প্রত্যয় কুফরি জান বচন জ্যোতিষ।।
ওলী হন্তে নবীর মহিমা গুরুতর।
ফেরেস্তার গতি নহে ওলী সমসর।। [৩৮০]
মুকর্রব' চারিমাত্র ওলীধিক হএ।[১৩]
আর কোন ফেরেস্তা ওলীর সম নএ।।
নবীগণ পাছে আবু বকর সিদ্দিক।
তাহান মহিমা জান সবাত অধিক।।
তান পাছে উমর উসমান তান পাছে।
ক্ষিতি-তলে আলীর সমান কেবা আছে।।
স্ত্রীকুল মধ্যে শ্রেষ্ঠ খদিজা সুচরিতা।
তান পাছে অধিক আয়েশা পতিব্রতা।।[১৪]
কন্যা মধ্যে মর্তবা ফাতেমা যোহরার।
পৃথিবীতে তাহান সমান নহি আর।। [৩৯০]
'আসবা' সবারে না করিঅ অবজ্ঞান।[১৫]
পন্থ দর্শাইবেত সব নক্ষত্র সমান।।

সাক্ষি দিব দশ জন স্বর্গবাসী বলি।
সিদ্দিক, উমর, উসমান আর আলী।।
সাদ, 'সাঈদ', তালহা' 'যোবের' সুজন।
'আবু উবায়েদা' আর 'আব্দুর্রহমান'।।
'মিছাফের' রোজ হক ভাব নিজ মন।[১৬]
আত্মাকুল সৃজি প্রভু কৈলা জিজ্ঞাসন।।
'মুঞি নি ঈশ্বর সত্য হঁউ তো সবার।'
'অস্তু' বলি রুহ কুলে কৈল নমস্কার।।[১৭] [৪০০]
স্বর্গ, নর্ক, আরশ, কুর্সী, লৌহ, কলম।
এ ছয় না হৈব ক্ষানি বুঝহ নিভ্রম।[১৮]
যথ কিছু লৌহেত লিখিছে শুক্ত হৈল।
সেই বিনু অন্য নাহি, নিশ্চয় কহিল।।
যদি ছল বল করে আপনে নৃপতি।
মুখ ফিরি না যুঝিব তাহান সংগতি।।
আর কেহ মুখ ফিরাইলে নৃপ হস্তে।
তাহাকে মারিবা পুণি পাব যেই মতে।।
কিবা অঙ্গ পীড়া হএ কিবা মুসাফির।
রোজার হুকুম নাই হৈলে বিনু-স্থির।। [৪১০]
[যদি ভাঙ্গে ফর্জ রোজা মনে কবি সাধ।
এক দাসী কিনি তবে করিব আজাদ।।
এমত করিতে যদি যোগ্যতা না ধরে।
পূর্ণ রসে ভুঞ্জাইব ষাট ফকিরেরে।।
এথেক না পাবে যদি হএ শক্তিহীন।
অনুক্রমে রোজা রাখিবেক ষাট দিন।।
ইচ্ছাএ ভাঙ্গিলে রোজা 'কাফ্ফারা' এ-রীত।
সফর, পীড়াএ রোজা না হএ উচিত।।]
সফরেত ফর্জ চারি রাকাত যথাএ।
দুই গুজারিলে দুই ক্ষেমিব খোদাএ।। [৪২০]
[নিষ্ঠাধিক কষ্ট করি যে পড়িতে চাএ।
আজ্ঞা লঙ্ঘিব ঈশ্বরের প্রসাদ ফিরাএ।।]
কিবা ভাল কিবা মন্দ ইমাম যে আছে।
জুম্মা আদি নামাজ পড়িবা তান পাছে।।
মোসেহ করিবা, অজু যেই মোজা পর।
পঞ্চ রাত তিন দিন রহ মসাফির।।[১৯]

মৃতের লাগিআ পড়াইলে দিলে দান।
সংকট খণ্ডএ তথা বাড়এ কল্যাণ।।
সংকট পড়িলে দোয়া পড়িঅ পড়াইঅ।
বন্দেগীর মুখ্য দোয়া নিশ্চয় জানিঅ।। [৪৩০]
কেয়ামত নিকটেত দজ্জাল আসিব।
ইসা নবী নামিআ সে দজ্জাল মারিব।।
ইয়াজুজ মাআজুজে ভরিবেক ক্ষিতি।
বিঘত প্রমাণ কেহ, কেহ দীর্ঘ অতি।।
পশ্চিমে উগিব ভানু হই জ্যোতিহীন।
তৌবার দ্বার বন্ধ হইব সেই দিন।।
নারীকুল বিস্তর, পুরুষ অল্প হৈব।
অশ্বে চড়ি রামাগণ নিশ্চিন্তে ভ্রমিব।।
পড়িআ বিস্তর পাপ কর্ম আচরিব।
মসজিদ বিস্তর, নামাজী অল্প হৈব।। [৪৪০]
আহমদ, মোহাম্মদ আর তাজুদ্দিন।
এসব নামের লোক হৈব অতিহীন।।
সাদিআ, কবুলা, জিয়াকিআ যার নাম।
সে সব বসিতে পাইব উপরেত ঠাম।।
গ্রামবাসী, জঙ্গলী, গোপাল, হলধর।
নাহিক পাদুকা পায়, জরাজীর্ণ ঘর।।
সে সব শহরে আসি মহত্ত্ব পাইব।
অবধাবধি অশঙ্কিত কুটি আরম্ভিব।।[২০]
সেকালেত বুধজন মৃত্যু অতি ভাল।
প্রভুতে মাগিব নিত্য জীবন জঞ্জাল।। [৪৫০]
শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানী সুচরিত।
জগমিত পরহিত কৃত চিত্ত নিত।।
সুমহান্ত কৃপামন্ত পুণ্যবন্ত মন।
শান্ত মূর্তি সাধু বৃত্তি সুকৃতি ভাজন।।
সদাশয় গুণালয় রসময় নিধি।
দানে মানে গুণে জ্ঞানে রহুক অবধি
আয়ু যশ কীর্তি গুণ বাড়ুক সদাএ।
ভক্তি স্তুতি বাঞ্ছাসিদ্ধি আলাওলে গাএ।।

চতুর্থ বাব—এলমের প্রবন্ধ

চতুর্থ বাবেত শুন এলম প্রবন্ধ।
[যাহা বিনু থাকিতে যুগল আঁখি অন্ধ।। [৪৬০]
যত্নে পড় সর্ব বিদ্যা অন্তে হৈব ভাল।
না পড়িলে অনুশোচে গোঁআইবা কাল।।]
শিশুকালে পাঠ যেন পাষাণের রেখা।
যুবাকালে পাঠ যেন জলধারে লেখা।।
সর্ব শাস্ত্র শিখ আদ্যে পড়িআ কোরান।
সংসারে মহিমা, শেষে স্বর্গেত পয়ান।।
জ্ঞান, মুক্তি, ঈশ্বর চিনিতে মনে ভাব।
এই অনু শিখিলে পড়িলে মহা লাভ।।[১]
[ঈশ্বর চিনিতে বিদ্যাপঠ জন্য ভর।
বিদ্যার নির্মল জ্যোতে চিনিব ঈশ্বর।। [৪৭০]
সংসারের কর্ম যথ তেজিআ সকল।
সার যোগে সাধ বিদ্যা রতা নির্মল।।
সার সত্য যোগ বিদ্যা পড়িব সদাএ।
ঈশ্বর চিনিতে পঠ যথ গুরু পাএ।।
কোরান পুরাণ শাস্ত্র যথেক সংসারে।
সর্ব শাস্ত্রে সাক্ষী দিছে তত্ত্ব চিনিবারে।।
সত্যভাবে পঠ বিদ্যা জীবন সফল।
আন ভাবে পঠে পাঠ সকল নিষ্ফল।।][২]
কাজী মুফতী হইব কিবা উপরে বসিব।
দান কালে অন্যের অধিক কিছু পাইব।।[৩] [৪৮০]
কিবা ধন উপার্জিব লেখনে পড়নে।
আলিম হইআ যদি গর্ব করে মনে।।
পড়িলে এসব ভাবে বৃথা গেল কাল।
পাঠ ছাড়ি অন্য বিদ্যা শিখিলে সে ভাল।।
পড়িব ঈশ্বর ভাবে হৈতে দিব্য জ্ঞান।
সংসারেত বস্তু নাহি এলম সমান।।
উম্মী মুমিনের গুণা করিমে বকিসব।
আলিম অশুদ্ধ হৈলে শীঘ্র শাস্তি পাইব।।
[প্রভু ভক্তি ক্ষমা শান্তি পণ্ডিত ব্যাভার।
অন্যভাবে আলিমের জীবন অসার।।] [৪৯০]

আলিমকে দয়া যদি কর শুদ্ধভাবে।
জন্মাবধি পাপ কৃত খণ্ডিবেক তবে।।
তালেব এলম দেখি আদর করিবা।
কার্য হেতু যথ পার সহায় হইবা।।[৪]
যদি কর ভগ্ন কলমো কাষ্ঠ দান।
আখেরে পাইবা স্বর্গ, সংসারে কল্যাণ।।
যদিবা আলিমে করে অল্প এবাদত।
আবিদ অধিক প্রভু নিকটে মহৎ।।
এক আলিমের যথ গুণের বাখান।[৫]
হাজার আবিদ নহে তাহান সমান।। [৫০০]
[ইব্লিস আলিম কাছে ডরে নাহি যাএ।
বহুল জাহিদ এক শ'তানে ভুলাএ।।
নারদে ভুলাএ শীঘ্র বহুল দর্বেশ।
না পারে পণ্ডিত কাছে কবিতে প্রবেশ।।
এলমের বহু গুণ আলিম বিচারে।
ব্যবস্থার ভালমন্দ কেতাব ভিতরে।।
ভাল মন্দ যথ কর্ম আলিমে সে জানে।
সে ডরে আলিম পাশে না যাএ শ'তানে।।][৬]
কহিছেন্ত পয়গম্বর হাদীসে খবর।
'মোহর মর্তবা যেন উম্মত উপর।। [৫১০]
তেহেন আবিদ হন্তে আলিম মহৎ।'
আলিমের নিদ্রা জাগিলের এবাদত।।
[আর হাদীসেত কহিছেন্ত পয়গম্বরে।
সপ্ত দিন আলিমে যে জন সেবা করে।।
প্রভু সেবা কৈল সপ্ত হাজার বৎসর।[৭]
হাজার শহীদ পুন্য পাএ সেই নর।।]
জাহিদে সারিব মাত্র আপনার অঙ্গ।
শতজন মুক্ত হৈব আলিমের সঙ্গ।।
অতেব আলিম সেবা কর ভক্তি ভাবে।
জাহান্নাম তরিআ বেহেস্ত পাইবা তবে।। [৫২০]
[তালেব এলম দেখি হেন জ্ঞান করে।
ইমান না যাইব তার সঙ্গেতে আখেরে।।
উস্তাদ শিশুরে যদি বিসমিল্লা পড়াএ।
শিশু মাতাপিতা গুরু বেহেস্তেত যাএ।।

পড়িতে যাইতে যদি ধূলা লাগে পাএ।
দোজখ হারাম তার করএ খোদাএ।।
যদি দ্বীন মাগএ করৌক এবাদত।
যদি দুনি' মাগএ করৌক তেজারত।।
যদি দ্বীন দুনিয়া মাগএ কোন জন।
পড়িলে পাইব দোহে জানিঅ কারণ।। [৫৩০]
কোনে বা কহিতে পারে এলম বাখান।
যথ কিছু কহিলুম হাদীস প্রমাণ।।]
জাহিলের নিকটে না যাঅ কদাচিত।
পড়িবা নরক ঘোরে, তাহার সহিত।।
পড়িলে নাহিক ফল 'নেআমল' বিনু।
আমল বিহীন পাঠ গুণহীন ধনু।।
প্রভু ত্রাসে এবাদত, দ্বীনে মতি ভোর।
যে আলিম জানিঅ দ্বীনের ঘটে চোর।।
শ্রীযুত সোলায়মান আলিমের ভক্ত
শাস্ত্র কথা নীতি ধর্মে সদা অনুরক্ত। [৫৪০]
আয়ু বুদ্ধি কীর্তি বৃদ্ধি হৌক নিত্যনিত।
ঈশ্বর ভাবেত মন রহে অতুলিত।।
আলাওল পাই তান আজ্ঞা পূজ্যমান।
রচিল চতুর্থ বাব এলম বয়ান।।

পঞ্চম বাব—শাস্ত্রের ব্যবস্থা

পঞ্চম বাবেত কহি শাস্ত্রের ব্যবস্থা।
বাহ্য, শৌচ, তয়ম্মুম, অজু, স্নান কথা।।
বাম পদে ভর দিবা বাহ্যেত বসিতে।
না করিবা মুখ পৃষ্ঠ মক্কা গৃহে ভিতে।।
বাম পদ প্রথমে বাড়াই বাহ্যে যাইবা।
আসিতে দক্ষিণ পদ আগে বাড়াইবা।। [৫৫০]
না ফেলিব ছেপ শ্লেষ্মা বাহ্য-কার্য বেলা।
কাষ্ট হস্তে ভূমি অঙ্গে না করিব খেলা।।
কাগজ থাকএ যদি না রাখিব সাথে।
অশৌচ অঙ্গুলি-বামে ধুইব ভাল মতে।।

মলমূত্র চাপি কভু না রাখ তিলেক।
এই দোষে ব্যাধি জন্মে জানিঅ প্রত্যেক।।
বিনি অজু না থাকিব বস্ত্র অপচিত্র।
এথেক জানিঅ সাধু সুজন চরিত্র।।
শীঘ্র গতি কর অজু যদি অজু ভাঙ্গে।
বিনি অজু না হেরিঅ কোরানের অঙ্গে।। [৫৬০]
না চাহিঅ আকাশ, নক্ষত্র, শশী, ভানু।
না হেরিঅ পশ্চিমে, আলিম মুখ তনু।।
না পড়িঅ সবক, জিকির না করিঅ।
মাতাপিতা গুরুজন মুখ না হেরিঅ।।
মসজিদে প্রবেশ, সালাম পদুত্তর।
নিদ্রা, ভক্ষ্য, মওতার কাফন, সফর।।
বিনি অজু এসব করিতে না জুআএ।
'আদব' করিআ তারে শাস্ত্রেত বোলএ।।
এ নিয়মে পাইবা খোদার রহমত।
আগে অজু তয়ম্মুম, পাছে এবাদত।। [৫৭০]
'বেগর' গোসল অজু যে জন থাকএ।
পাপ বাড়ে, লক্ষী টুটে জানিঅ নিশ্চয়।।
মত্ত ভাব হৈআ যদি বীর্য নিঃসরএ।
কিবা লিঙ্গ-মস্তক অন্তরে প্রবেশএ।।
বীর্যস্খল অস্খলনে স্নান ফর্জ জান।
পশু মৃতে রতিকর্ম করিলে অজ্ঞান।।
স্খলন হইলে হএ গোসল উচিত।
নারীর গোসল ফর্জ জান তিন রীত।।
রতিরণ, রজস্বলা, শিশু প্রসবিলে।
পবিত্র না হএ বিনু গোসল করিলে।। [৫৮০]
জুম্মা, দুই ঈদ আর আরফা সিনান।
এই চারি গোসল সুন্নত হএ জান।।
মওতার গোসল জানিঅ ওয়াজিব।
হাজত নিয়তে স্নান জান মোস্তাহিব।।
কাফের আসিআ যদি মুসলমান হএ।
সে গোসল মোস্তাহাব জানিঅ নিশ্চয়।।

স্নানে তিনবার প্রতি অঙ্গ পাখালিব।
প্রতিবারে শাহাদত কলেমা পড়িব।।
খণ্ডিব সকল পাপ পাইব জান্নাত।
মিছোআক অজুত করিব অবিরত।। [৫৯০]
রোজাকালে মিছোআক করিতে উচিত।
রোজা ভঙ্গ ভীত না রাখিব কদাচিত।।[১]
যথ পার সুগন্ধি পরিবা পৈরাইবা।
সুগন্ধির পুণ্য তবে আখেরে পাইবা।।
অজু করি গোঁফ দাড়ি ফণি ফিরাইবা।
প্রভুর কৃপাএ কর্জ হস্তে মুক্তি পাইবা।।[২]
ভুরুযুগ, কপালের উপরেত বুকে।
খণ্ডিব পাতক স্বর্গে থাকিবেক সুখে।।[৩]
কিবা অজু কিবা হএ জনাবত স্নান।
তয়ম্মুমে পবিত্র, করহ অবধান।। [৬০০]
কিবা জল দূরে থাকে কিবা পন্থে ভয়।
কিবা জল পরশনে ব্যাধি উপজএ।।
[তয়ম্মুম করিআ নামাজ গুজারিব।
জল দরশনে তয়ম্মুম না রহিব।।
যেই যেই কর্ম হস্তে অজু ভঙ্গ হএ।
তয়ম্মুম ভঙ্গ হএ, জানিঅ নিশ্চয়।।]
পবিত্র মৃত্তিকা কিবা শিলা পাটিকেল।
নতুবা নবীন ভাণ্ড যদি হএ ভাল।।
কিবা বালু সুরমা 'নাকআ' হএ ভারী।[৪]
এই সবে তয়ম্মুম করিবারে পারি।। [৬১০]
[পাত্রেত পবন ধূলি ঘন পড়ি থাকে।
আরবের ভাষেত 'নাকআ' বোলে তাকে।।
একবার দুই হস্ত তাহাতে ক্ষেপিবা।
অজুর সীমাত মুখ মুছি নামাইবা।।
আর বার ক্ষেপি কর-সীমা মুছিবেক।
আঙ্গুলের সন্ধিএ আঙ্গুল নাড়িবেক।।]
স্নান অজু কালে কিছু না দিবা উত্তর।
শেষে পড় তিন বার সুরত কদর।।
কথা না কহিআ 'শুকরানা' গুজারিবা।[৫]
একচিত্তে প্রভু স্থানে যে মাগ সে পাইবা।। [৬২০]

ষষ্ঠ বাব—নামাজের বিবরণ

ষষ্ঠম বাবের কথা শুন দিআ মন।
জুম্মা আদি যথেক নামাজ বিবরণ।।
শীঘ্র গুজারিব হৈলে নামাজ সময়।
নামাজ তরক আদি অন্তে ভাল নএ।।
নামাজ না করিলে আখেবে ছিরি টুটে।[১]
নরকে পড়এ, লক্ষী না আসে নিকটে।।
যদি মনে ভাবএ এখন না পড়িব।
নিশি দিশি নামাজ একত্রে গুজারিব।।
এইভাবে নরকে থাকিব চিরকাল।
সংসারে অসুখ, পড়ে নানান জঞ্জাল।। [৬৩০]
ইচ্ছাগতে পঞ্চ অক্ত নামাজ তরকে।
চিরকাল দুঃখ ভোগ ভুঞ্জিব নরকে।।
ফজর গুজারি কোন কথা না কহিবা।
সূর্যের উদয়ে দোআ পড়িআ থাকিবা।।
প্রভু স্থানে মহিমা বাড়িব নিত্যানিত।
মহান্ত পুরুষ হৈব সিদ্ধি-সমাহিত।।
শুনিলে নামাজ 'বাঙ্গ' নিঃশব্দে রহিবা।[২]
সর্ব কর্ম ত্যাগি তবে পদুত্তর দিবা।।
পদুত্তর না দিআ কহিলে আন কথা।
নানান সংকট আসি পড়িব সর্বথা।। [৬৪০]
হাদীসে এমত কহিছেন্ত পয়গম্বর।
বাঙ্গ শুনি মুমিনে না দিলে পদুত্তর।।
মরণের কালে তার জিহ্বা ভারী হৈব।
শাহাদত কলেমা মুখেত না আসিব।।
দুই দণ্ড বেলা যদি হইল উদিত।
'এশ্‌রাক' নামাজ পড়িবা প্রতিনিত।।
ছয় দণ্ড বেলা উদে 'চাস্ত' গুজারিবা।[৩]
সম্পদ বাড়িব নিত্য, বেহেস্ত পাইবা।।
অর্ধ নিশি 'তাহাজ্জুদ' গুজারিলে নিত।
প্রভুর দর্শন পাএ, খণ্ডে সর্ব ভীত।। [৬৫০]
মহান্তের কর্ম এই নিশি শেষে জাগি।
করএ নামাজ অজু সর্ব কর্ম ত্যাগি।।

নিত্যানিত হএ সেই প্রভুর নিকট।
বাড়এ সম্পদ ছিরি, না পড়ে সংকট।।
প্রাতঃকাল জান ভক্ত লোকের সময়।
ভক্তি বিণু মুক্তি নাহি জানিঅ নিশ্চয়।।
বিনু এশা গুজারিআ না শুত সর্বথা।
'বিতর' গুজারি পুন না কহিব কথা।।
[দোআ পড়ি প্রভুত বাঞ্ছিআ নিজ মন।
ঈশ্বর ভাবিআ চিত্তে করিবা শয়ন।। [৬৬০]
'ফরিজা' আদাএ কর হই এক মতি।[৪]
দৃঢ়ভাবে প্রভুত মাগিবা অব্যাহতি।।)
নামাজ হইলে সাঙ্গ না কহিঅ কথা।
'আয়তুল কুর্সী' দোআ পড়িবা সর্বথা।।[৫]
এ নিয়মে নবীর নামাজ সমতুল।
বেহেস্ত মাগিব তারে হইআ ব্যাকুল।।
মুমিনের ওফাত শুনিলে ততক্ষণ।
হাজির হইবা আসি জানাজা দাফন।।
প্রভু স্থানে ভালাই পাইবা অতিশয়।
শুনিআ না গেলে পাপ বহুল আদৃত।। [৬৭০]
জুম্মা তরক না কবিব কদাচিত।
নৃপ খল হএ কিবা হএ সুচরিত।।
বহু পুণ্য পঞ্চ অক্ত আজান কহিলে।
ততোধিক পুণ্য হএ কিছু না লইলে।।
এথা কিছু না লৈলে আখেরে ধিক্ পাএ।
বাঙ্গ, ইমামতি কিবা শিশুরে পড়াএ।।[৬]
[নামাজেত খাড়া হৈলে ভাবিঅ অন্তরে।
যেন দাণ্ডাইছ 'পুল-সিরাত' উপরে।।
দক্ষিণে বেহেস্ত, বামে, দোজখ জানিবা।
পৃষ্ঠে আছে আজ্রাইল মনেত ভাবিবা।। [৬৮০]
যাহাকে 'সজিদা' কর, ভাবিঅ বিদিত।
কদাচিত মন না রাখিবা আন ভিত।।[৭]
যদি প্রভু সাক্ষাতে না পার ভাবিবারে।
ভাবিঅ যাহারে সেবি, যে দেখে আমারে।।

বন্দেগির মূল এই দৃঢ় মনে ভাব।
ভাব স্থির নহে যদি গুরু পদ সেব।।
ভ্রমে ভুলি না থাকিঅ মনে করি হেলা।
মনুষ্য হইছে, তরিবার এই বেলা।।
ভাবি দেখ জীবন স্বপন পরিমাণ।
মিছা ধান্ধা ভুবনেত নাহৈঅ অজ্ঞান।। [৬৯০]
বুদ্ধি রত্ন পাইছ দিআছে আর শক্তি।[৮]
হেলা ভ্রমে কার্য নষ্ট, ভাবে হএ মুক্তি।।)
শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানী সুচরিত।
যদ্যাপি সংসারে ভোর প্রভুগত চিত।।
সৎকর্মে নীতি ধর্মে পারগ সুচারু।
গুণে জ্ঞানে দানে মানে ভূমি কল্পতরু।।
তাহান আদেশ মাল্য শিরেত ধরিআ।
হীন আলাওল কহে পাঞ্চালী রচিআ।।
কহিলুঁ সহস্র কথা এক না করিলুঁ।
মিছা মায়াজালে বাজি আপনা নাশিলুঁ। [৭০০]
লোকে করে ভরম, শরীর হীন পুণ্য।
যেন্ মিছা বাজে ডঙ্কা অভ্যন্তর শূন্য।।[৯]
না করিআ সেবা ভক্তি অপরাধী হৈলুঁ।
তাহার উচিত ফল হাতে হাতে পাইলুঁ।।
শতকর্ম অযুক্ত পাপের নাহি অন্ত।[১০]
কি মুখে বসিব মুঞি হই লজ্জা বন্ত।।
তথাপিহ মাগিবারে নাহি অন্যদ্বার।
বিনু বাঞ্ছা, কৃপাময় এক করতার।।
তরিতে উপায় মাত্র নবীর চরণ।
আখিজল বিনু বল না দেখে নয়ন।।[১১] [৭১০]

সপ্তম বাব—যাকাতের কথা

সপ্তম বাবেত শুন জাকাতের কথা।
কোরানেত কহিআছে যেমত ব্যবস্থা।।
[জাকাত জানিঅ ফর্জ হুকুম অল্লার।
যেন রোজা, নামাজ, কলেমা, হ'জ্জ আর।।

এ পঞ্চ 'অসুল' মনে জানিঅ নিশ্চয়।[১]
জাকাত না দিলে জান মহাপাপ হএ।।]
বিধাতা যাহারে দিছে বৈভব সম্পদ।
যদি চাহে সে ধন করিতে নিরাপদ।।
থাকিবেক চিরকাল পুত্র-পৌত্র খাইব।
চল্লিশ তঙ্কাএ এক ফকিরেরে দিব।। [১২০]
ঋণহীন, ব্যযাধিক ধন হএ যবে।
চল্লিশ হইলে পূর্ণ এক দিব তবে।।
সুবর্ণের জাকাত শুনহ তার ভাতি।
কুড়ি মাষা সঞ্চিলে দিবেক ছয় রতি।।[২]
যথেক গঠন পত্র আদি অলংকার।
যদি দিল জাকাত কণ্টক নাহি আর।।
পবিত্র হইআ ধন রহে চিরদিন।
উড়িতে না পারে পক্ষী হৈলে পাখাহীন।।
ভাগ্যবন্ত হৈলে অশ্ব উষ্ট্র থাকে যার।
প্রতি মুণ্ডে দান দিব একেক দীনার।। [১৩০]
ত্রিশে এক গোধন, চল্লিশে এক ছাগ।
শস্যের জাকাত দিব দশে এক ভাগ।।[৩]
চিরদিন থাকে ধন বংশে অংশ পাএ।
অগ্নি, পানি, চোর, ঘাট, জঞ্জাল এড়াএ।।
জাকাত না দেএ যেনা করএ নামাজ।
না পাইব রত্ন টঙ্গি বেহেস্তের মাঝ।।
খয়রাত করিব পবিত্র নিজ ধনে।
পারিতে জাকাত-ধন না লৈব সুজনে।।
অপবিত্র ধনে দান পুণ্য নাহি রতি।
যদি পুণ্য আশা করে পাপ বাড়ে অতি।। [১৪০]
নিজ উপার্জিত শুচি ধন দিব দান।
অপবিত্র ধন দান যেন সুরা পান।।
যেই জনে অপবিত্র ধন দান লএ।
'তকবির বিস্‌মিল্লা' পড়িলে পাপ হএ।।[৪]
অপবিত্র ধন দিতে বিসমিল্লা যে পড়ে।
কাফের হইআ সেই নরকেত পড়ে।।

আমার বচন মনে অপ্রত্যয় যবে।
কিতাব ফতোআ' 'খানী' বিচারহ তবে।।[৫]
গুপ্তদানে আয়ু বৃদ্ধি, হএ নিরাপদ।
খোদাএ হইব রাজি, বাড়ির সম্পদ।। [৭৫০]
খোদা রাজি হইতে দিবেক মাত্র দান।
নাম-কার্য, মুখ চাহি দিলে অকল্যাণ।।
দুঃখীজন দেখিআ তোষিব যোগ্য দানে।
'মুঞি তাক দিল' হেন না বাসিব মনে।।
মনে দুঃখ না দিব বিলম্ব কটু বাকে।[৬]
ভাবিব যে মোকে দিছে, সেই দিল তাকে।।
নিজ হস্ত হেটে রাখ ভাতি করিআ।
যেন দান লই যাএ উপরে থাকিআ।।
রোজার ঈদের দান শুন তার ভাতি।
তণ্ডুল আড়াই সের দিব জন প্রতি।। [৭৬০]
বক্‌রী ঈদে কোরবানি করিব যতনে।
উট, বৃষ, মেষ, ছাগ কিনি পটু ধনে।।
দিবেক ছাগল মেষ প্রতি জনে জনে।
উট গাভী সপ্ত ভাগে দিব শক্তিহীনে।।
[না দিবেক কানা খোঁড়া, কর্ণ-পুচ্ছহীন।
দুর্বল, পাগল, অঙ্গে হৈলে ব্যাধি চিন।।]
পুন-সেরাতেত আসি বাহন হইব।
বিদ্যুতের গতি যেন সাঁকো তরাইব।।
কিবা পীড়া হএ কিবা সঙ্কট বিষম।
শীঘ্র দান দিলে প্রভু করিব সুসম।। [৭৭০]
দুঃখিত কুটুম্ব দেখি শীঘ্র দিবা দান।
আখেরে বেহেস্ত পাইবা সংসারে কল্যাণ।।
দানে ব্যাধি নাশ হএ, খণ্ডে বিঘ্ন দোষ।
ঈশ্বরের রোষ খণ্ডি জন্মে এ সন্তোষ।।

অষ্টম বাব—রোজার বয়ান

অষ্টম বাবেত শুন করি অবধান।
ফরজ নফল আদি রোজার বয়ান।।

প্রথম মনের মাঝে নিয়ত করিবা।
রমজান রোজা শুদ্ধ শরীরে ধরিবা।।
না করিবা নিন্দা চর্চা, মনে কাম ভাব।
না করিবা পরহানি যদি হএ লাভ।। [৭৮০]
না করিবা মিথ্যা দিব্য, না কহিবা মিথ্যা।
পরিহাস্য তেজিআ কহিবা পুণ্য কথা।।
উষ্ণকাল হইলে ইপ্তার কর জলে।
শীতল সময় হৈলে আদা কিবা ফলে।।
ইপ্তার করিআ মাগিবেক প্রভু স্থান।
সঙ্কট খণ্ডিব শীঘ্র, হইব কল্যাণ।।
নামাজ শেষেত যেন পড়ে মোনাজাত।
রোজা শেষে তেন মত মাগ জুড়ি হাত।।
শুদ্ধ মতে রাখ রোজা অন্তে হৈব ভাল।
নাম চর্চা, দেখা দেখি কপট জঞ্জাল।। [৭৯০]
সমান ভক্ষিবা নিশি ইপ্তারের কালে।
মুখের বন্ধন খণ্ডে সূর্য অস্ত গেলে।।[১]
রাখিলে নফল রোজা অন্তে মহাসুখ।।
সতত মুমিন না থাকিব মুক্ত-মুখ।।
রাখিব 'আয়্যাম' রোজা যতনে বিশেষ।
রজবের তিন রোজা—আদ্য, মধ্য, শেষ।।
জিলহজ্জে অষ্ট নব দশ—অর্ধ দিন।
কোরবানি পর্যন্ত থাকিব ভক্ষ্য হীন।।
শাওয়ালের ছয় রোজা মহা পুণ্যমান।
পুণ্যাধিক পুণ্য হএ যদি দেস্ত দান।। [৮০০]
প্রতি সপ্তা' মধ্যেত নফল রোজা তিন।
সোম বৃহস্পতি শুক্রে রাখিব মুমিন।।
মুসাফির হএ যেবা ভ্রমে প্রতিনিত।
না রাখি নফল রোজা ইপ্তার উচিত।।
রোজা মুখে নিশি ভক্ষ্য অম্বুলের রঙ্গ।
ব্যক্ত হৈলে 'মকরূহ', যেন অর্ধ-ভঙ্গ।।[২]
রোজাকালে সেহরী খাইব প্রতিনিত।
খাইলে সোয়াব, না খাইলে অনুচিত।।

রোজা সে খোদার ছিরি যতনে পালিব।
মুক্তি রোজাদার বুলি খাকে না কহিব।। [৮১০]
গোপ্তে রোজা রাখিলে পুণ্যের নাহি সীমা।
প্রভুর নিকটে তার বহুল মহিমা।।
মোহন্ত পুরুষে রোজা গোপতে রাখএ।
কিবা অন্য জন, নারী পুত্র না জানএ।।
নিন্দাচর্চা যে যাবে করএ ছলবল।
কেয়ামতে তার পুণ্য পাইব সকল।।
জালেমের যত পুণ্য মজলুমে নিব।
কেবল রোজার পুণ্য নিতে না পারিব।।
রমজান চান্দে ত্রিশ নিশির ভিতর।
লুকাই রহিছে 'লাএ লাতুল-কদর'।। [৮২০]
যার ইচ্ছা থাকে নিশি কদর পাইতে।
মসজিদে জাগ শেষ দশ রজনীতে।।
[বেজোড়া রাত্রিতে লও কদর উদ্দেশ।
একুইশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ।।
কিবা উনত্রিশে জাগ প্রভাত অবধি।
কদর পাইলে হএ বাণ্ছা কার্য সিদ্ধি।।[৩]
আর এক রেওয়ায়েতে কহিছে যেমন।
কদর নিশির কথা শুন গুণিগণ।।
রমজান চান্দের প্রথম দিন লএ।
কোন বারে চন্দ্র হৈলে কোন দিনে হএ।। [৮৩০]
চন্দ্রের প্রথম যদি রবিবার পাএ।
উনত্রিশ দিবসে কদর সর্বথাএ।।
সোমবারে চন্দ্র যদি হইল উদিত।
একবিংশ দিনে হৈব কদর নিশ্চিত।।
রমজান চন্দ্র যদি মঙ্গলে উদয়।
সপ্তবিংশ কদরের হইবে বোলএ।।
রমজান চন্দ্র সে বুধেত উগিলে।
উনবিংশ নিশিতে কদর হৈতে বোলে।।
গুরুবারে চন্দ্র যদি প্রথমে উগিব।
পঞ্চবিংশ রমজানে কদর হইব।। [৮৪০]

শুক্রবারে যদি চন্দ্র উদিত প্রথমে।
কদর হইবে সপ্ত দশ নিশি সমে।।
উদিত যদি সে চন্দ্র হএ শনিবারে।
ত্রয়োবিংশে কদর সে কভু নাহি নড়ে।।
এবে শুন কদরের নিশি আলামত।
মহাবৃষ্টি, অন্ধকার হৈব জগত।।
ঘোর মেঘ, তুফান সে রাত্রি বহু হৈব।
কুকুর কি পশু পক্ষী শব্দ না কহিব।।
সূর্য জ্যোতি মন্দ মন্দ হৈব সেই দিনে।
চন্দ্র তারা জ্যোতি মন্দ হইব গগনে।। [৮৬০]
সে নিশিতে চন্দ্র তারা সর্ব লুকাইব।
নর পরী জীবকুল নিদ্রাগত হৈব।
বৃক্ষ তরু সেদিন করিব নমস্কার।
ভূমিগতে সেজদা করিব একবার।।
সেই ক্ষণে যেজনে সেজদা করি মাগে।
যে মাগে তুরিতে প্রভু দিব অনুরাগে।।
কদরেত নুর বৃষ্টি হইব সংসারে।
সকলের কপালেত সে ফল না ধরে।।
অধিক মহিমা প্রভু সে সবেরে দিব।
যে সব জাগিব, নিশি কদর পাইব।। [৮৬৫]
যেক্ষণে কদর হৈব, বৃক্ষ দণ্ডবৎ।
মহা জ্যোতির্ময় হৈব সমস্ত জগৎ।।
বিলম্ব না হৈব অতি কদর হইতে।
হইআ যাইব শীঘ্র চপলার মতে।।][৪]
শ্রীযুত সোলায়মান ধর্মে কর্মে লীন।
রোজা নামাজেত মনে যত্ন অনুদিন।।
অবিরত রোজ ধরি করেন্ত নামাজ।
তাহান ঘরেত নিত্য ভরিআ সমাজ।।
ভক্তি ভাবে সে সবেরে তোষে যোগ্যদানে।
পুণ্যবন্ত ভক্তি পুণ্য বাড়ে দিনে দিনে।। [৮৭০]
তাহান আরতি হীন আলাওলে গাএ।
যে পড়ে, যে শুনে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাএ।।

নবম বাব—মুসাফিরের বয়ান

নবম বাবেত শুন বুদ্ধিমন্ত ধীর।
কোন মতে গৃহ ত্যাজি হৈরা মুসাফির।।
গৃহেত বসিআ নিত্য ঈশ্বর সেবিবা।
পারিতে যে গৃহ হন্তে বাহির না হৈবা।।
বাহিরে জঞ্জাল বহু, ঘরেত আনন্দ।
কিবা জুম্মা, জামাত কি কার্য অনুবন্ধ।।
কর্ম হেতু মাত্র নিঃসরিবা ত্যাজি ঘর।
সফর ইচ্ছিলে কর মক্কাতে সফর।। [৮৮০]
প্রদক্ষিণ করি আগে ঈশ্বরের ঘরে।
ধাইব চুম্বিআ শিলা 'সাফা মারোআরে'।।[১]
হজ্জেত মাওন ফর্জ হুকুম আল্লার।
পন্থের সম্বল শক্তি আছএ যাহার।।
বৎসরের ভক্ষ্য দিবা পরিজন প্রতি।
যার মাতাপিতা থাকে, লৈব অনুমতি।।
হজ্জ আদা' করিলে অপাপ হএ অঙ্গ।
পাইব বেহেস্তে টঙ্গি হুরগণ সঙ্গ।।
মদিনা অবশ্য যাইব রসুলের গোরে।
তান জেয়ারত কৈলে সর্ব পাপ হরে।। [৮৯০]
সাধু সঙ্গ বিনুণা চলিব একেশ্বর।
সুপড়শী চাহিআ কিনিআ বৈর ঘর।।
মুসাফির হৈব সোমে কিবা বৃহস্পতি।
কিবা পন্থে কিবা স্থানে লভ্য হএ অতি।।
কিবা শনিবারে নিঃসরিব গৃহ হন্তে।
তুরিতে আসিব ফিরি নিষ্কণ্টক পন্থে।।
কর্কটে থাকিতে চন্দ্র যাত্রা না করিব।
চৌদিগে উলটা বার বুঝিআ চলিব।।
না যাও আদিত্য শুক্রে পশ্চিমের ভিতে।
সোম শনি পূর্বে না যাইঅ কদাচিত।। [৯০০]
উত্তরে মঙ্গল বুধে বড় অমঙ্গল।
বৃহস্পতি দক্ষিণেত নাহিক কুশল।।
[রহিতে না পার যদি যাইবা অবশ্য।
মন দিআ শুন তবে ঔষধ-রহস্য।।

শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিবা রাই।
বৃহস্পতি দক্ষিণে যাইবা গুড় খাই।।
উত্তরেত মঙ্গলে ধনিআ মুখে দিবা।
দর্পণ হেরিআ সোমে পূর্বেত চলিবা।।
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিবা মুখে।
বাহাঙ্গ ভক্ষিআ শনি পূর্বে চল সুখে।।[২] [৯১০]
দধি ভক্ষি উত্তরে চলিঅ বুধবারে।
কোন বিঘ্ন না হইব কহিলু সবারে।।]
নির্জন বণেত পন্থ যদি বা হারাএ।
উচচ স্বরে বাঙ্গ দিলে শীঘ্র পন্থ পাএ।।
[আজানের কথেক মহিমা গুণধরে।
ভূত দেও বহুল সঙ্কট ধাএ দূরে।।
বাঙ্গ নামাজের গুণ মহিমা অপার।
উজ্জ্বল যাহার জ্যোতে সকল সংসার।।][৩]

দশম বাব—কোরাণ ও দোআ পাঠ

দশম বাবেত শুন কর অবগতি।
পড়িব কোরাণ দোআ যেই যেই ভাতি।। [৯২০]
কোরাণ পড়িতে তথা চিত্ত ডুবাইবা।
যেই অর্থ জান সেই বুঝিআ পড়িবা।।
যথেক কায়দা আছে, যথেক মহল।
একনা এড়িব সুধী পড়িব সকল।।
পড়িতে এমত ভাবিবেক নিজ মনে।
প্রভু সঙ্গে কথা কহে, প্রভু বাক্য শুনে।।
সেইভাবে বিভোর হইআ আনন্দিত।
না কহিব আন কথা, না নাড়িব চিত।।
কোরাণ জানিঅ সত্য রাজ রাজ্যেশ্বর।
লুকাইছে শত অন্তস্পটের ভিতর।। [৯৩০]
ভকত ভাবকে যদি বিচারিআ চাএ।
সেইভাবে মত্ত হৈলে তার লাগ পাএ।।
ঠেকি, বাজি, করি ভুল পড়ে যে সকলে।
'দর্সের' পড়ন প্রায়, ধিক নাহি ফলে।।[১]

যেই ছিদ্র পাইতে মাগে দর্শন লাভ।
চিত্ত হস্তে মারিআ ফেলাএ অন্য ভাব।।
সুরত 'ইয়াসীন' পড় ফজর সময়।
জোহরে সুরত 'নুহু' পড়িবা নিশ্চয়।।
আসরেত 'আসসুরা ও' কেআ, মাগ্‌রিবে।
'তবারক' এশাএ পড়িবা ভক্তি ভাবে।।[২] [৯৪০]
পাপক্ষয় হৈব নিত্য বাড়িব সম্পদ।
সংসারেত সতত থাকিব নিরাপদ।।
পড়িব সুরত 'তাহা হৈলে' জুম্মারাতি।
ঈশ্বর প্রসাদ পাইব খণ্ডিব দুর্গতি।।
সুরত 'কাহাফ' পড়িবেক জুম্মা আগে।
নিষ্কণ্টক সপ্ত দিন পাপ নাহি লাগে।।[৩]
সুরত 'ইসুফ' যেই পড়ে নিত্যনিত।
তাহার মহিমা না খণ্ডিব কদাচিত।।
'তাগাবুন' সুরত পড়হ সর্বদাএ।
দেও পরী যক্ষ প্রেত কাছে না যাএ।। [৯৫০]
পঞ্চ অক্ত নামাজ জিকির অবিশ্রাম।
যেন শির-কেল লএ ঈশ্বরের নাম।।
বন্দিতে পড়িলে শীঘ্র পাইব খালাস।
অবিরত পড়িলে সুরত 'এখলাস'।।
বিস্‌মিল্লা সহিত মনে ভক্তি করি সার।
'আল্‌হামদু' পড়িব চল্লিশ একবার।
প্রতিবার ফুকুঁ দিব অঙ্গে, মুখে, মুণ্ডে।
জ্বর আদি শিরঃপীড়া নানা ব্যাধি খণ্ডে।।
তুমি যদি জিকির করহ অনুক্ষণ।
সতত তোমারে প্রভু করিব স্মরণ।। [৯৬০]
[কোরাণে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম।
আমি তোর জপনা করিমু অবিশ্রাম।।]
প্রতি প্রভাতেত উঠি মন করি স্থির।
পাইবা ওলীর পদ করিলে জিকির।।
গোপতে জিকির কহ, ব্যক্ত না করিবা।
একচিত্তে ভক্তিভাবে দিদার পাইবা।।

এবাদত্ সজ্জা দোআ জানিঅ প্রকট।
পড়িআ মাগিলে বর খণ্ডিব সঙ্কট।।
ভক্ষ্য বস্তু শুদ্ধ হৈব, মিথ্যা না কহিবা।
নিন্দা চর্চা, ভাণ্ড বাক্যে রসনা বান্ধিবা।। [৯৭০]
তবে দোআ পড়িআ মাগিলে পাত্র বর।
বাক্য সিদ্ধি পক্ষীরূপ ধরে দুই পর।।
মিথ্যা, অপচিত্র ভক্ষ্য লক্ষি উড়িযাএ।[৪]
ভাঙ্গিলে যে দুই পাখা যে মাগে সে পাএ।।
যদি দোআ কবুল হইত সহসাত্।
আগে পাছে দোআর পড়িব 'সালাআত্'।।[৫]
অবধান কর এবে শুন মহাজন।
দোআ হএ কবুল পড়িলে যেই ক্ষণ।।
জুম্মার বাঙ্গের অন্তে, প্রতি বাঙ্গ শেষ।
জুম্মার নামাজ পড়ি মাগিব বিশেষ।। [৯৮০]
'একামত' শুনিলে মাগিব জুড়ি হাত।
কিবা অর্ধ রাত্রি কিবা সময় প্রভাত।।
বুধবারে জোহর আসর মধ্য ভাগে।
প্রাপ্তি হএ দোআ পড়ি যেই বর মাগে।।
জুম্মা রাত্রি, দুই ঈদে মাগিবেক বর।
মাগিবেক যে কালেত হইছে বাদর।।[৬]
রোজা ধরি মুক্ত হৈলে ইপ্তারের কালে।
কোরাণ খতম করি যেই মাগে মিলে।।
রজবের অগ্র-নিশি, রজনী 'ববাত'।[৭]
মাগিবা প্রভুর স্থানে জুড়ি দুই হাত।। [৯৯০]
ফরজ নামাজ পড়ি মাগ প্রভু স্থানে।
হজ্জে যাইতে মক্কা দৃষ্টি পড়এ যখনে।।
মুসাফির জন হৈলে পীড়াএ কাতর।
প্রভু স্থানে মাগ দোআ, ফলিব, সত্বর।।
মা বাপের দোআএ অবশ্য ধরে ফল।
[মনেত রাখিঅ বাক্য কহিলুঁ সকল।।
সেযে প্রভু দাতা বড় কৃপার সাগর।
কাতরে স্মরণ কৈলে তরাএ সত্বর।

মাতা-পিতা দোআএ বহুল ধরে ফল।
বাঞ্ছা সিদ্ধি দো-জাহানে আনন্দ কুলল।। [১০০০]
মাতা-পিতা গুরু বাক্য মহা তীক্ষ্ণ ধার।
মাবাপ বরকতে সুখ অনন্ত অপার।।]৮

একাদশ বাব—কসবের নীতি

একাদশ বাবে শুন কসবেব নীতি।[১]
বিদ্যা গুণ উপাজএ মাগনে দুর্গতি।।
নানা বিদ্যা পাঠ শিখ, কব দুঃখ কাজ।
লজ্জা না করিঅ তাহে, মাগিলে সে লাজ।।
বিদ্যা গুণ না জানিলে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।
গর্দভ বলদ সম আলস্য যে কবে।।
সেই সে পুরুষ ভুজার্জিত যে ভক্ষএ।
শক্তি হৈলে দেএ কিছু, আপনে না লএ।। [১০১০]
পৃষ্ঠে মুণ্ডে আনিব পর্বত কাষ্ঠ শিলা।
পর গৃহ অন্ন হন্তে শত গুণে ভালা।।
শাক-অন্ন রুক্ষ শুষ্ক যেই মিলে খাএ।
স্বাদ হেতু নৃপতির গৃহেত না যাএ।।
মনেত করিআ আশা কতক্ষণে খাএ।
পর গৃহে না থাকিব কুকুরেব প্রায।।
পরের গরাস আশা ধরি থাকে মনে।
কুকুর সমান তাবে দেখে সর্বজনে।।
না মাগিব পিতৃস্থানে যেবা মহাজন।
উপার্জিত খাইব সবুব ধরি মন।। [১০২০]
ভিক্ষা কৈলে মান হানি 'মাগনিআ' নাম।
যদি দিতে পারে সদা পূরে মনস্কাম।।
না মাগিঅ, মন দুঃখ না কহিঅ কারে।
এক সন্ধ্যা রুক্ষ শুষ্ক যদি থাকে ঘরে।।
না খাই না দিআ যদি নিতি মঞ্চে মাল।
জ্বলন্ত অনল সম হৈব প্রাণ কাল।।

যথেক বিদ্যায় হএ ধন উপার্জিত।
তার মধ্যে কৃষিকর্ম সবার পূজিত।।
ধনুর্বাণ, খড়গ বিদ্যা, অশ্ব-আরোহণ।
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা এই শুন মহাজন।। [১০৩০]

দ্বাদশ বাব—বিবাহের রীতি

দ্বাদশ বাবের কথা শুনহ্ পণ্ডিত।
বিবাহ নিকাহ করিবেক যেই রীত।।
প্রথম বয়সে নারী না কর তৎকাল।
যথ দিন বিলম্ব করিতে পার ভাল।।
বিনে নারী রহিতে না পার যদি ভাই।
করিবা সুরূপ ভার্যা আজ্ঞা পাশ চাই।।[১]
না হএ কুলটা, হএ প্রিয় সত্যবাদী।[২]
প্রভুভক্তি মনে ত্রাস থাকে নিরবধি।।[৩]
করিতে পতির কর্ম না করে আলস্য।
না দেএ মনেত দুঃখ, বুঝএ রহস্য।।[৪] [১০৪০]
খোদা এসে থাকে নিত্য, আদবে রহএ।
সরস হৃদযে সুখ, ক্রোধ মুখী নএ।।[৫]
পাইলে এমত প্রিয়া কর গৃহবাস।
না করিবা যেন মত শুনহ প্রকাশ।।
অধিক বয়স, ধনী, অতি উচ্চ গোত্র।
অতি দীর্ঘ খর্ব কিবা সঙ্গে কন্যাপুত্র।।
অতি স্থূল, পুষ্ট কায়া, অধিক দুর্বল।
কর পদে লোমাবলী থাকে যে সকল।।
না ঢাকএ মস্তক, সাক্ষাতে দেএ গালি।
অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ না জ্বালি।। [১০৫০]
কেলি রস হেতু যদি ডাকে প্রিয় ভাষে।
কম্পিতা পীড়ার ছল নিকটে না আসে।।
স্বামীএ কহিলে ধীরে কার্যের অন্তর।
উচ্চ স্বরে করএ উলটা পদুত্তর।।
আপনা ইচ্ছাএ চলি যাএ আন ঘরে।
স্বামীর অকীর্তি মন্দ কহে যারে তারে।।

কেশে ফণী না দেএ, কদর্ম সর্ব গাএ।
অতিথিকে শত্রু সম দেখএ সদাএ।।
পুরুষ অধিক ভক্ষে, হএ অগ্র ভক্ষ্যা।
পতিগুপ্ত ছিদ্র মর্ম না করএ রক্ষা।। [১০৬০]
যার হেন রমণী জীবনে নর্ক ভোগ।
সুনারীর সঙ্গ স্বর্গ-হুরের সংযোগ।।
আপনা হরিষ যদি চাহ চিরকাল।
ফিনিআ সুন্দর দাসী গোঞাইলে ভাল।।
দাসী ভাবে মনে করে ঈশ্বরের কর্ম।
সদা ত্রাস যুক্ত থাকে, বুঝে মন মর্ম।।
যদি ত্রাস দয়া না থাকএ কদাচন।
নহে তারে বেচি চিন ভাল অন্য জন।।
কাম ভাবে পর নারী ভিতে না হেরিতন।
'লুতি' কর্ম কদাচিত মনে না করিত।।[৫] [১০৭০]
পরনারী অঙ্গ হস্তে চুম্ব দেএ যবে।
জন্মার্জিত পুণ্য যত নষ্ট হএ তবে।।

ত্রয়োদশ বাব—নারী গৃহে আনয়ন

ত্রয়োদশ বাব কথা শুন সুবিবেক।
যেন মতে নারী নিজ গৃহে আনিবেক।।
পিতৃ গৃহ হস্তে নারী গৃহিত আনিব।
প্রথমে তাহার দুই পদ পাখালিব।।
তবে সে রমণী পদ-'পাখালনা' পানি।[১]
চারিকোণে বাস গৃহে ছিণ্ডিবেক আনি।।
প্রভাতেত শক্তি অনুরূপে মেহমানি।
ডাকিআ উত্তম লোকে ভুঞ্জাইব আনি।। [১০৮০]
রতিকালে প্রথমে আল্লার নাম লৈব।
দেও পরী রক্ষা হেতু 'আউজু' পড়িব।।
মনে না করিব পর নারী কাম ভাব।
গর্ভবতী হৈলে রামা, হৈব কন্যা লাভ।।

ফলবন্ত বৃক্ষ তলে না করিব রতি।
অপত্য জন্মিলে হএ জালেম দুর্মতি।।
বিনি অজু কভু না করিব রতিরণ।
পুত্র কন্যা জন্মিব কৃপণ অভাজন।।
চন্দ্র তারা হেটে যদি করএ সঙ্গম।
অপত্য জন্মিলে হএ কুরূপ অধম।। [১০৯০]
[মোহন্ত করিতে ফেলি উদ্যানেত যাএ।
সেই লাগি উপরেত চান্দোআ টাঙ্গাএ।।]
সঙ্গম কালেত কথা কহন অশুভ।
অপত্য জন্মিলে সেই দোষে হএ বোব।।
[যদি ভাব রসে মজি লোভে কহ কথা।
স্খলনের কালে কথা না কহ সর্বথা।।
রতি কর্ম করিতে না হের লজ্জাস্থান।
বালক নিলাজ হএ কিবা হএ কান।।[৩]
পর্ণোদবে সঙ্গম করিতে না জুআএ।
নানা ব্যাধি আসি উপস্থিত হএ গাএ।। [১১০০]
প্রথম রজনী রতি নাহি ধিক সুখ।
শেষ নিশি রতি রণ বড়হি কৌতুক।।
চন্দ্রের প্রথম, মধ্য কিবা শেষকাল।
রতি কর্মে ব্যাধি জন্মে নহে অতি ভাল।।
রতি সাঙ্গে শীঘ্র ভিন্ন হৈবা নারী হন্তে।
তপ্ত জলে অঙ্গ পাখালিবা ভাল মতে।।
শিরঃপীড়া জ্বর হন্তে পাইবা কল্যাণ।
কোন কর্ম না করিবা বিনু রতি স্নান।।
যুবা নারী সঙ্গে সুখে ভুঞ্জ রতি রঙ্গ।
সুখ হীন, বল হানি বৃদ্ধা নারী সঙ্গ।।[৪] [১১১০]
মন ঘন পশু প্রায় না করিঅ রতি।
আয়ুবল বিঘ্ন, হীন নয়নের জ্যোতি।।[৫]
দাগাদিলে শয়তানে আগে করি স্নান।
তবে সে রমণী সঙ্গে সঙ্গম কল্যাণ।।
বিনি স্নানে যদি সে নারীর পাশে যাএ।
যে সঙ্গমে শ'তানে সুখের ভাগ পাএ।।

সঙ্গম করিবা যেন কেহ না দেখএ।
অন্ধকার গৃহ, শিশু কাছে না থাকএ।।
গোপতেত রতি কলা কর, সুকল্যাণ।
পশুপক্ষী নর যেন না পায়ন্ত জান।। [১১২০]
বিধবা দেখিলে নারী পাশে না বসিবা।
পিতৃহীন দেখি নিজ শিশু না চুম্বিবা।।
মনশোকে যদি এক 'আহা' নিঃসরএ।
পর্বত স্থাবর মহী সকল জ্বলএ।।
রজঃস্বলা হৈলে না যাইঅ নারী পাশ।
ভ্রমে গেলে দান কর, পাপ হৈব নাশ।।
'জহুদের প্রায় না থাকিঅ শয্যা ভিনে।
সর্ব রস লও এক রতি রস চিনে।।
অপত্য হইলে ভাল শুদ্ধ নাম রাখে।
'হামদ' কিবা 'আবদ' যাব উপরেত থাকে।।[৬] [১১৩০]
সপ্তম দিবসে শির কেশ ফেলিবেক।
পুত্র হৈলে দুই অজা, সুতা হৈলে এক।।
আকিকা দিবেক তার গায়ের বদল।
সর্ব বিঘ্ন নাশ হএ, বাড়ে আয়ু বল।।
জাহেলের প্রায় শিরে না রাখিব কেশ।
নিয়তে রাখিলে টিকি শ'তানের বেশ।।[৭]

চতুর্দশ বাব—ভোজনের রীতি

চতুর্দশ বাবে শুন মনের হরিষে।
যেন মতে ভক্ষ্য ভক্ষিবেক সুপুরুষে।।
নিশি দিন একবার ভক্ষণ উচিত।
শরীর সুসম থাকে করে অতি হিত।। [১১৪০]
ক্ষুধা-ভক্ষ্যে, স্বাদ গুণে যেই দ্রব্য খাএ।
তৃপ্তি কালে ভোজনে অসুস্থ জন্মে গাএ।।
আপনা সমুখে যেই পাএ সেই খাইব।।
কদাচিত অন্য আগে হস্ত বা খেপিব।।
ছোট গ্রাসে ভক্ষিবেক বহুল চর্বণে।
আগে পাছে দুই হস্ত ধুইব সাবধানে।।

ভক্তিভাবে পরম সাদরে অন্ন খাইবা।
প্রতি গ্রাস মুখে দিতে বিস্মিল্লা পড়িবা।।
খাট পরে না খাইঅ পার্শ্ব হেলাইআ।
যে কিছু সম্মুখে পড়ে খাইঅ তুলিআ।। [১১৫০]
আরম্ভ নিষ্পন্ন দোহে লবণ করিবা।
কার অন্ন না দুষিআ যেই মিলে খাইবা।।[১]
না বুলিবা তিক্ত কটু অজীর্ণ অস্বাদ।
খেলাল করিলে শেষে পাইবা প্রসাদ।।[২]
অতিথি আইলে করি বহুল আদর।
যে থাকে তরল শুষ্ক করিঅ গোচর।।
আপনে অতিথি হই পর গৃহে গেলে।
যথাস্থান পাও, তথা বৈস কুতুহলে।।
কোন বস্তু না মাগিব গৃহপতি স্থানে।
যেই পাও যথোচিত ভক্ষ হৃষ্টে মনে।। [১১৬০]
যদি কেহ আসি নিমন্ত্রণ সংবাদএ।
এই সব স্থানে না যাইব সদাশয়।।
যদি জান তথা আছে কলহ বিবাদ।
ক্ষমা সে মাগিবা, গেলে পাইবা বিষাদ।।
সন্দেহ থাকিলে মনে না যাইবা তথা।
মৃত্যু-অন্ন, রাগ, ঢোল যন্ত্র বাজে যথা।।
ভণ্ড বাক্য কহে কিবা নিন্দাচর্চা করে।
কিবা সুরাপান তথা করে খল নরে।।
সৎকর্ম না হএ কপট নিমন্ত্রণ।
আদর করএ মাত্র দেখি ধনীজন।। [১১৭০]
নির্ধনীরে হেলা ফকিরেরে মন্দ বোলে।
শুন সাধু কদাপি না যাও সেই স্থলে।।

পঞ্চদশ বাব—জলপানের নিয়ম

পঞ্চদশ বাবেত শুনহ বুদ্ধিমান।
যেন মতে সুজনে করিব জলপান।।
তত মাত্র একবারে না খাইব জল।
অল্প অল্প তিন বারে পিঅন কুশল।।

আর্তি না পুরাই খাইব তৃষ্ণা অল্প থুইআ।
না করিব জলপান শুতি, দাণ্ডাইআ।।
চারিস্থানে মাত্র পিতে পারএ দাণ্ডাই।
অজুশেষ, কিবা কেহ দেএ অর্ধ খাই।। [১১৮০]
কিবা পন্থক্রমে যাইতে জলপান স্থল।
কিবা মক্কা গেলে কূপ জম্‌জমের জল।।
এই চারি স্থানে জল পিঅন অহিত।
মনেত রাখিঅ শুন হই এক চিত।।
প্রাতঃকালে বিনু ভক্ষ্যে, রতি অবশেষ।
নিদ্রাভঙ্গে, কিবা আসি গিআ বহির্দেশ।।
তপ্ত অন্ন, মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষহ যখন।
তিল ব্যাজ করি জল ভক্ষিবা তখন।।
আর এক কথা কহি শুন দিআ মন।
যদি বহু পাপ করি থাকে কোনজন।। [১১৯০]
তৃষ্ণাকুল জনেরে করাইলে জলপান।
জন্মার্জিত পাপ খণ্ডি হইব কল্যাণ।।

ষষ্ঠদশ বাব—বস্ত্র পরিধানের শাস্ত্ররীতি

ষষ্ঠদশ বাবে শুন সাধু সুচরিত।
যেন মতে বসন পরিব শাস্ত্ররীত।।
অতি ঢিল না পরিব কিবা অতি টান।
চিরদিন থাকে প্রায় পরিব সমান।।
কীট সূত্রে তানা হৈলে না পিন্ধিব তারে।
পাগ বাস হস্তে খাট পরিব ইজারে।।
সর্ব বস্ত্র হস্তে পিন্ধ ইজার মলিন।
তবে তার ধিক শোভা হইব প্রবীণ।।[১] [১২০০]
ধবল বসন পরিবেক অনুক্ষণ।
পীত রক্ত কুসুম্বিত না পর সুজন।।
চর্ম পট্ট বাস যদি যুবাজনে পরে।
বহুক্ষণ না রাখিব শরীর উপরে।।

পট্টবস্ত্র চর্মেত সেজদা না জু'
তুলাবস্ত্রে সেজদা অধিক পুণ্য পাএ।
সপ্ত গজ নিয়মিত বান্ধিব 'দস্তার'।
বান্ধিব পাতল বস্ত্র রাখিআ 'ওসার'।।[২]
পৃষ্ঠ ভাগে শামলা রাখিব অনুমানি।
শামলা বিহীন পাগ জানিঅ শ'তানি।। [১২১০]
বহুদিন রহে বস্ত্র থাকএ পবিত্র।
খর্ব অনু বাস জান সুজন চরিত্র।।[৩]
মোজা 'কশা' পরিলে 'জবদ' অতি ভালা।
চিন্তা দেখে সুজনে যদি সে পরে কালা।।
মোজা কশা পরিব দক্ষিণ পদ আগে।
খসাইব বাম পদ উল্টা সংযোগে।।[৪]
[বসিআ ইজার পিন্ধ আগে বাম পদ।
দাণ্ডাইআ বান্ধ পাগ খণ্ডিব আপদ।।]
পরিতে নবীন বস্ত্র জল এক কর।
দশবার পড়িবেক সুরত 'কদর'।। [১২২০]
ফুঁক ফুঁকি সেই জল বসনে ছিটিব।
সে বস্ত্র পিন্ধিলে পুণ্য, দোষ না রহিব।।
লৌহ, তাম্র, রাঙ, কিবা কেবল কাঞ্চন।[৫]
এসব অঙ্গুরি না পরিব বুধ জন।।
ইচ্ছামুখে ছাপাঙ্গুরি সাধু না পরিব।
হাকিম হইলে ছাপ রজতে গঠিব।।
[হেমবস্ত্র অলংকার বিচিত্র বসন।
যুবতী নারীরে মাত্র শোভএ ভূষণ।।
পুরুষতা কেবল পুরুষ অলংকার।
বিশেষতঃ দান ধর্ম পর-উপকার।।[৬] [১২৩০]
অলংকার পুরুষে পরিলে সে হারাম।
বিদ্যাগুণ অলংকার প্রতিষ্ঠা সুনাম।।][৭]

সপ্তদশ বাব—নিদ্রা ও স্বপ্নের কথা

সপ্তদশ বাবে শুন সাধু সদ্‌জন।
যেন মতে নিদ্রা যাইব, কহিব স্বপন।।

।নদ্রা আচরিবা।
জিকির মুখেত মুখে চেতন পাইবা।।
জাগিতে। গৃহ হন্তে বাহির না হৈঅ।
ঘাটে, নগরে কদাপি না ভ্রমিঅ।।
শযন সময় হৈলে দুয়ার বান্ধিবা।
ভাণ্ড সবমুখ ঢাকি দীপ নিবাইবা।। [১২৪০]
একেশ্বর না শুতিঅ গৃহের মাঝার।
দেও পরী দাগা দিতে আইসে বারে বার।।
এশা আদা' করি মাত্র শুতিবা নিশ্চিত।
জাগিলে প্রসঙ্গ রসে পাপ অবিহিত।।
[রজনী জাগিলে পাপ খণ্ডে বহুতর।
কিন্তু নিদ্রা না গেলে বিয়োগ কলেবর।।][1]
'কৈলুলা'রে পদার্থ জানিঅ অনুদিন।
ধিক জ্যোতি, মজ্জা শান্তি, অঙ্গ রোগহীন।।
[প্রাতঃকাল ভক্ষ্য শেষে মধ্যাহ্ন সময়।
শুতিলে আরবী ভাষে 'কৈলুলা' বোলএ।। [১২৫০]
প্রভাতে দশ দণ্ড বেলা উদয় হৈলে।
ভোজন করিবা মাত্র শয়ন করিলে।।
তখনে শুতিলে তারে আরবীর ভাষে।
কৈলুলা বুলিআ জান কহে মক্কা দেশে।।
নবীর সুন্নত হএ তখন শুতিলে।
শরীরে কুশল অতি কহিছে রসুলে।।
না পারিলে কিঞ্চিত শুতিলে অতি ভাল।
ভক্ষ্য শেষে দিনে শুতে খণ্ডে দুঃখ জাল।।
রাত্রির ভোজন করি শুতিলে তুরিতে।
শরীরে নানান ব্যাধি জন্মহএ তাতে।। [১২৬০]
নিশিতে ভোজন শেষে হাটিব বিস্তর।
যথেক বিলম্ব হাটে গুণ বহুতর।।][2]
ভূমি শয্যা শয়ন পারিতে নহে ভাল।
কীট পিপীলিকা অঙ্গে পরশে তৎকাল।।[3]
স্বপ্ন দেখি পরীক্ষিঅ পণ্ডিতের স্থানে।
না কহিঅ শিশু, শত্রু, নারী, হীন জ্ঞানে।।

মন্দ স্বপ্ন ভাল করি পরীক্ষিলে হিত।
ভালরে বুলিলে মন্দ ফলএ কুৎসিত।।
শ্রীযুত ইসুফ গদা পুরুষ মহান্ত।
এই মত কেতাবে হাদীসে দেখিছেন্ত।। [১২৭০]
স্বপ্ন কথা হেলা না করিঅ কদাচিত।
পয়গম্বর সবে বুঝিছেন্ত স্বপ্ন-রীত।।
ভাগ্যবন্তে স্বপ্নে মোস্তফার দেখা পাএ।
শাস্ত্রের বিহিত কথা প্রত্যয় জুআএ।।[৪]
না পারে নবীর রূপ ধরিতে শ'তানে।
কিবা 'কাবা' কিবা সুর শশীর প্রমাণে।।[৫]
আরফা, আশুরা, জুম্মা, দুই ঈদ নিশি।
না শুতি ঈশ্বর ভাবে জাগি থাক বসি।।
রমজান শেষ দশ রাত্রি জাগ ঘরে।
ভক্তি ভাবে বসিলে কদর পাইবা তবে।। [১২৮০]
[বেজোড়া রাত্রিতে লও কদর উদ্দেশ।
একুইশ তেইশ পঁচিশ সাতাইশ।।
কিবা ঊনত্রিশ তাব প্রভাত অবধি।
কদব পাইলে হএ বাঞ্ছা কার্যসিদ্ধি।।[৬]
জ্ঞানচিত্তে নিদ্রা যাও ভাবি করতাব।
যে করে সে কবে মিত্র মাত্র এইবাব।।
শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানী সুচরিত।
দানে মানে ধর্মশীল স্বামীগত চিত।।[৭]
তত্ত্বকথা রসে গোঞাইআ তিন যাম।
সত্যচিত্তে শয়ন, জপএ প্রভু নাম।।[৮] [১২৯০]
কদাচিত অন্তরে না রাখএ কোন বস্তু।
ওলীত ভকতি ধিক, প্রভু ভক্তি রস্তু।।
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ।
মালতী-চন্দন-যশ বাড়ুক সদাএ।।

অষ্টাদশ বাব—বেপার-সওদাগরির শাস্ত্রনীতি

অষ্টাদশ বাব কথা শুন মন করি।
শাস্ত্রমত যেমত বেপার সদাগরি।।

[সত্য ধর্মে বেচ কিন না কর কপট।
লোকমধ্যে ভাল, অন্তে না পড়ে সংকট।।]
নানা বিদ্যা হস্তে জান সদাগরি ভাল।
নিত্য ধিক বেপারেত শুদ্ধ হএ মাল।। [১৩০০]
ছাগলে বর্কত, শেষে মেষ অশ্ব গাভী।
দুগ্ধ, বাচচা নিত্য লাভ বুঝ মনে ভাবি।।
মহার্ঘের আশে কিনি বেচে যেই নর।
এসব সদাএ পাপ হএ বহুতর।।
এই মালে বর্কত না হএ কদাচন।
কাফন না পাএ মৈলে অন্যে খাএ ধন।।
তৃণ, শিলা, ঈন্ধন সদাএ ভাল নহে।
নিজ অঙ্গে দুঃখ ধিক, লোকে হীন কহে।।[১]
নেকির নিয়তে শষ্য-ভাণ্ডার পূরণ।
রাখিলে তাহাত কিছু নাহিক দোষণ।। [১৩১০]
ধনে দাস কিনি না বেচিঅ কদাচিত।
ভ্রাতৃসম দেখিবা যদি বা খল রীত।।
কিনিতে বেচিতে কোন দিব্য না করিব।
সত্য দিব্য করিলে বৈভব অল্প হৈব।।
কিবা 'তুল' কিবা 'আঢ়ি' গৃহেত আনিআ।[২]
না বেচ না কিন বিনু ওজন করিআ।।
যদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোন জন।
তত মাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন।।
উদর পবিত্র আগে বুঝিআ মরম।
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম।। [১৩২০]
বেচিলে বেচিব দাসী পবিত্র উদরে।
মাসেক অবধি পবিত্রতা বুঝিবারে।।
[ধন দিআ লভ্য যদি খাএ কোনজন।
অবশ্য হইব তার নরকে গমন।।]
ধন লাগাইআ বৃদ্ধি খাইলে মহাদোষ।
শাস্ত্রের বচন সত্য, না করিঅ রোষ।।
ধন দিআ লভ্য খাইলে শাস্ত্রে কহে সার।
নিজ মাতৃ যেহেন রমএ শতবার।।

[আর এক কথা কহি কর অবধান।
ধনধিক হএ সুপবিত্র কৈলে দান।।[৩] [১৩৩০]
সদাগরি মধ্যেত বৈসএ কৃপণতা।
চিত্ত মাঝে স্থল তারে না দেঅ সর্বথা।।]

উনবিংশ বাব—দরবেশির কথা

উনবিংশ বাব কথা প্রচারি কহিব।
যেন মতে দরবেশ নির্জনে বসিব।।
বিরলে রহিব নির্জনেত করি বাসা।
চিত্ত হন্তে খণ্ডাইব মনুষ্য-প্রত্যাশা।।
ক্ষেমা-রাজ্যে রাজা হই বান্ধিবেক মন।
সেই গৃহে পূর্ণ হৈব কাঞ্চন রতন।।
[দঢ়ভাবে লোক আশা যদি তেজ ভাই।
করতারে যথ কিছু দিবেক তথাই।। [১৩৪০]
লোক প্রতি আশা তেজি শুদ্ধ করে মতি।
যার কথা ঈশ্বরের সনে প্রতি নিতি।।
প্রভুর নিকটে সত্য নিত্য যার মন।
মনুষ্যের সঙ্গে তার কথা কি কারণ।।][১]
কদাচিত না যাইব নৃপতি 'দেআনে'।[২]
নৃপতি দেআন সিন্ধু এক ভাব মনে।।
যথোধিক লাভ দেখ তথোধিক হানি।
পরিশ্রমে পাত্র নিধি, তিলে যাএ প্রাণি।।
রাজদয়া দান হন্তে ফিরাইবা মন।
বৃত্তি লৈলে দ্বারে পড়ি থাক অনুক্ষণ।। [১৩৫০]
না করিব নৃপ যদি কার্যে নিয়োজএ।
সুসম অল্প, দুঃখ বহুল আছএ।।[৩]
কষ্ঠতা আচরি মাত্র গোঞাইব কাল।
উত্তম বসন হন্তে পরি নেত ভাল।।[৪]
মুখ লুকাইব ধনবন্ত আইলে দ্বারে।
শীঘ্র ভুজাইঅ যদি দেখ ফকিরেরে।।

ধনীরে আদর যদি করে ধন আশে।
দ্বীনের তৃতীয় ভাগ তখনে বিনাশে।।
নৃপ দয়া হন্তে পাছে মনে গর্ব মান।[৫]
নৃপতির মধু মিষ্ঠ বিষ প্রায় জান।। [১৩৬০]
নৃপতির দয়া যেন ঈশ্বরের রোষ।
যথেক ভালাই দেখ পরিপূর্ণ দোষ।।
নৃপতি সম্বোধে মাত্র যাইবা শীঘ্র করি।
সুনিয়মে বসিআ থাকিবা মৌন ধরি।। [৬৭০]
জিজ্ঞাসিলে ভক্তি ভাবে দিবা পদুত্তর।
নহেত থাকিবা কান বোব সমসর।।
দ্বীনের কার্যেত নৃপ যদি আজ্ঞা করে।
আজ্ঞা অনুরূপ কর্ম করিবা সত্বরে।।
নৃপতি 'আদল' কৈলে শাস্ত্রে হেন কএ।[৬]
ষষ্ঠী অব্দ এবাদত ধিক পুণ্য হএ।। [১৩৭০]
[যেই দ্বীন পন্থে সত্য সাধু মহারাজা।
তার আজ্ঞা পালনে নাহিক দোষ সাজা।।
দ্বীনপাল নরপতি করিলে সাদর।
সেই কৃপাহন্তে গুণ ধবে বহুতর।।
'কেআমত ঘনাইলে শুন তার চিন।
অখণ্ডিত বর্ষিব চল্লিশ রাত্রি দিন।।[৮]

বিংশতি বাব—সুপ্রকৃতির বয়ান

বিংশতি বাবেত কহি শুন সাধু ব্যক্তি।
যেন মত প্রকৃতি, হইব শান্তি, মুক্তি।।[১]
সুপ্রকৃতি হইলে পুণ্যের নাহি সীমা।
ভক্তি-মুক্তি, প্রেম ভাবে সর্বত্র মহিমা।। [১৩৮০]
অজ্ঞান বুলিলে মন্দ উত্তর না দিব।
ভাবিআ আপনে পাছে লজ্জাগত হৈব।।
মন্দ সহি আপে কারে মন্দ না বুলিলে।
অধিক আদর তারে করএ সকলে।।

অভ্যাসহ সুবুদ্ধি সহিতে অঙ্গে ভার।
সংসারে মহত্ত্ব ধিক, স্বর্গ গতি আর।।
সর্বস্থানে মৌনরূপী হৈব প্রেম ভাবে।
প্রাণ সমতুল্য তোমা দেখিবেক সবে।।
ভাল মনুষ্যের সঙ্গে আগে করি যুক্তি।
করিলে সকল কর্ম তবে হৈব মুক্তি।। [১৩৯০]
মুক্তি বিনে কার্য না করিল পয়গম্বব।
সর্বত্র বিজয় হৈল দিগ্‌দিগান্তর।।[২]
যদি দাস কিন, ভ্রাতৃ সমান দেখিবা।
সম ভক্ষ্য দিবা, যোগ্য বস্ত্র পবাইবা।।
অপরাধ করিলে ক্ষেমিবা ধৈর্য মানি।
পাত্র ভাঙ্গে গালি না দি' আর দেও কিনি।।
মনে দুঃখ পাএ হেন কার্যেত না দিবা।
রোজাদার হৈলে যোগ্য কার্যে নিয়োজিবা।।
পড়শীর মনে দুঃখ কদাপি না দিবা।
দয়া কবি যথ পার সহায় হইবা।। [১৪০০]
পড়শীবে দুঃখ যদি দেএ কোনজন।
দোজখে পাইব সেই লাঘব লাঞ্ছন।।
যদি বা পড়শী বহু দুঃখ দেএ তোমা।
তারে দুঃখ না দিআ করিআ রহ ক্ষেমা।।
হাদীসে কহিছে জান বসুল. ঈশ্বরে।
তাহাব 'মিলিক' ভূমি দিবেক তোমাবে।।[৩]
যথ আউলিয়া আব সুমহান্ত নব।
পড়শীর দুঃখ সহিছেন্ত বহুতর।।
সকলের সেবা আগে করহ আপনে।
পশ্চাতে তোমারে সেবিবেন্ত সর্বজনে।। [১৪১০]
অশ্ব আদি চতুষ্পদ করিলে পোষণ।
জল ভক্ষ্য তারে যোগাইঅ সর্বক্ষণ।।[৪]
মুখ বন্ধ সে সবে কহিতে কিছু নারে।
অল্পাধিক যে খাএ দেখাও বারে বারে।।
মহান্ত অমাত্য শ্রীযুত সোলায়মান।
হীন আলাওল কহে আজ্ঞাএ তাহান।।

একবিংশ বাব—ঋণের কথা

একবিংশ বাব কথা শুন মহাজন।
কোন মতে কর্জ দিবা লইবা কেমন।।
চেষ্টা দুঃখে কার্য সার, না কবিঅ ধার।
ঘুন কীট সব কর্জ অস্থির মাঝার।। [১৪২০]
উষ্ণ হস্তে পড়িলে ভাঙ্গএ হস্ত পাও।
কর্জেত পড়িলে কলিজাতে হএ ঘাও।।
সারিতে নারিলে কর্জ লৈবা তিন ঠাম।
মৃতের কাফন আর পুত্র-কন্যা কাম।।
নতুবা না থাকে গৃহে ভক্ষণের আশ।
ক্ষুধাতুর পরিজনে করে উপবাস।।
কাম ভাবে খেলা রসে যদি লএ ধার।
এথা চিন্তা ক্লেশ, অথা মহা দুঃখ ভার।।
যদি কেহ কর্জ মাগে 'হাসনা' সে দিবা।[১]
না মাগি সহিআ লৈবা, মন্দ না বুলিবা।। [১৪৩০]
কার স্থানে না কহিবা, না তুলিবা 'দ্যানে'।[২]
যদি দেএ লৈবা, নহে পুণ্য আশা মনে।।
এহি মতে কর্জ যদি দেএ দশ বট।
হেম তঙ্কা দান পুণ্য ঈশ্বর নিকট।।
কর্জ ক্ষেমা করিলে বহুল পুণ্য পাএ।
কার ধার গণ্ডা না রাখিব নিজ গাএ।।
কোন লভ্য না লইবা কর্জদাব হস্তে।
বান্ধা লৈলে সেবস্ত রাখিবা ভাল মতে।।
নৌকা বান্ধা লৈলে তার 'পান' না খাইবা
পান লই নৌকার ঈশ্বর তরে দিবা।।[৩] [১৪৪০]
যথ বস্তু বান্ধা লএ এই ব্যবহার।
ধেনু বান্ধা লৈলে দুগ্ধ না খাইব তার।।
[বান্ধা বস্তু লভ্য ধরে কিবা কর্ম করে।
পারাইবা ন্যায্য মূল্য ধারের ভিতরে।।[৪]
বান্ধা দ্রব্য লভ্য ধরে কিবা করে কর্ম।
বট প্রায় গণ্ডা লেখিবেক জানি ধর্ম।।

মূল ধার সমসর হএ যথ দিনে।
খত ছিঁড়ি বান্ধা ফিরাইব সেই ক্ষণে।।]

দ্বাবিংশ বাব—মজলিসের আদব কায়দা

দ্বাবিংশ বাবেত শুন হৈআ একচিত।[১]
মজলিসে গেলে বসি থাকিবা কি রীত।। [১৪৫০]
[আর নানা কথা সব আছে এই বাবে।
প্রকাশি কহিল তারে শুন গুণী সবে।।]
মজলিসে গেলে মৌন হইআ বসিবা।
বিনি জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিবা।।
পুছিলে উত্তর দিবা আদব-প্রমাণ।
নহে পুনি বসিআ থাকিবা সাবধান।।
[না ঝুঁকিব, না বসিব, হেলি, পদ মেলি।
অঙ্গে হাত লাগাইব হেট বস্ত্র তুলি।।]
সর্বক্ষণ মৌন রূপী থাকিব সুজন।
বাক্য প্রকাশিব মাত্র ঈশ্বর স্মরণ।। [১৪৬০]
কিবা কার উপকার হএ যে কথাএ।
সে বচন কহিলে ঈশ্বর কৃপা পাএ।।
দ্বীন ইসলাম তত্ত্ব কথা বিনু আর।
ব্যর্থ বাক্য সে সকল জানিঅ অসার।।
চর্চা না করিবা, শুনি না হৈবা সন্তোষ।
কার দোষ প্রকাশিলে অতিবড় দোষ।।
চর্চা মাত্র করিলে সকল পুণ্য যাএ।
চর্চাকারী যেহেন মৃতের মাংস খাএ।।
যথাত শুনহ চর্চা না রহ খানিক।
সংসারেত পাপ নাহি চর্চার অধিক।। [১৪৭০]
চর্চাকারী অতি শীঘ্র নরকে যাইব।
কদাচিত স্বর্গের সৌরভ না পাইব।।
আপদ দোষের বাসা জিহ্বার মাঝার।
দেখিতে পাতল চর্ম তিলে হএ ভার।।
কুফর, শিরিক, গালি, মিথ্যা যথা রহে।
মৌনী সম উত্তম সংসারে কেহ নহে।।

যেই মিথ্যা কহএ প্রভুর ধিক তারে।
কেহ না লখএ পুনি মনুষ্য ভিতরে।।
[সদা মন্দ বাক্য কহে, পিঙ্গল বয়ান।[২]
তার মুখ রজঃস্বলা যোনির সমান।।] [১৪৮০]
পাপের সমান গালি জানিঅ নিশ্চয়।
গালি দিলে পাপের রজত মাত্র হএ।।
সেবকেরে দিলে গালি নাহি ধিক ফল।
আখেরে তাহার মুখ না হৈব উজ্জ্বল।।
যেই গালি দেএ সেই পাইব লাঞ্ছন।
এথেকে পণ্ডিত সাধু কহে সুবচন।।
যাহার অভ্যাস গালি দিআ কহে কথা।
আখেরে কলেমা মুখে না আইসে সর্বথা।।
আমার বচনে যদি অপ্রত্যয মন।
ফতোআ 'সিরাজী' মাঝে কর নিরীক্ষণ।। [১৪৯০]
পারিতে না কর দিব্য শুন সদাশয।
সত্য দিব্য করিলেহ বৈভব টুটএ।।
দিব্যকারী জনেরে প্রভুর অসন্তোষ।
প্রভু ছাড়ি অন্য দিব্য কৈলে মহা দোষ।।
[পুত্র-দারা-বন্ধু দিব্য মুখে না আনিব।
ঈশ্বর দঢ়াই মাত্র শপথ করিব।।
ত্রিভুবনে যেই হএ সকলের বড়।
তাহাকে দঢ়াই মাত্র কহিবেক দঢ়।।]
অন্য দিব্য করিলে যে তান সম হএ।
গোপতে মুশ্‌রেক সেই জানিঅ নিশ্চয়।। [১৫০০]
[যদি বোলে পুত্র দারা প্রতি দিআ মন।[৩]
না হএ ঈশ্বর হন্তে কৃপার ভাজন।।
পুত্র দারা বন্ধু নহে প্রাণের সমান।
প্রাণের অধিক মাত্র এক স্বামী জান।।
ধন বস্তু লাগি শত্রু পুত্র বন্ধু জন।
প্রভু সম দয়া কার না হএ শোভন।।[৪]
মিথ্যা দিব্য করিলে শুনহ 'কফারত'।[৫]
দশ রোজা রাখিবেক করিআ নিয়ত।।

তবে সেই দোষ ক্ষেমিবেক কৃপাময়।
কহিলুঁ অশক্য কথা রাখিঅ হৃদয়।। [১৫১০]
মুসলমান দেখি আগে দিবেক সালাম।
বহু পুণ্য পাইবেক করিলে এ কাম।।
মুমিন সালাম দিলে দিবা পদুত্তর।
কাফিরেরে সালাম করিব সমসর।।
সৈন্যরে সালাম আগে দিব নৃপমণি।
দাসেরে ঈশ্বর দিব, ফকিরেরে ধনী।।
একেলা আলেম দেখি দুই তিন জন।।
প্রথমে সালাম াদব হরষিত মন।।
আসোআর পদাতিকে, দৃষ্টি অন্ধে দেখি।
প্রথমে সালাম দিব মনে প্রীতি রাখি।। [১৫২০]
মুমিনে হাঁচিলে 'হাম্‌দ' কহিব তৎকাল।
'রহ্‌মতুল্লা' বুলিলে জানহ অতি ভাল।।
যদি কেহ আগে তার কহিবারে পারে।
না রহিব পীড়া কর্ণ, দশন উপরে।।
শ্রীযুত সোলায়মান মোহন্ত চরিত।
দান বৃক্ষে পুণ্য ফল ধবে প্রতিনিত।।
আপনে সদ্‌গুণ, গুণী পালে নিরবধি।
সত্য ধর্ম-কর্তা, রসময় মহোদধি।[৬]
আয়ু বৃদ্ধি বাঞ্ছা সিদ্ধি কীরিতি নিশ্চল।
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল।। [১৫৩০]

ত্রয়োবিংশ বাব—পিষুণের কথা

ত্রয়োবিংশ বাবে শুন পিষুণের কথা।
সাধু লোকে 'হসদ' না করএ সর্বথা।।[১]
পিষুণী সকলে কভু ভালাই না পাএ।
তৃণেত আনল যেন, সর্ব পুণ্য খাএ।।
তেজ ঝাটে গর্ব 'কিনা', হও পস্থ-মহী।
কিনামন্তে নর্ক বিনে আর স্থান নাহি।।[২]

যদি তুমি লোক আগে পর দোষ কহ।
শত দোষ আপনা আঁচলে বান্ধি লহ।।
কঠিনতা, মক্রচক্র সব তেজ ঝাটে।
শীঘ্র ঘটে তার ফল আপনা নিকটে।। [১৫৪০]
কহিবার যোগ্য হৈলে না কহিবা দোষ।
ঈশ্বর বেহেস্ত দিব হইআ সন্তোষ।।
গর্ব না করিঅ, সকলেরে জান বড়।
গরবে গরল, ধিক মন্দ জান দঢ়।।
দেখিলে শিশুক, বৃদ্ধ করিঅ আদর।
শিশু পাপহীন, বৃদ্ধে পুণ্য বহুতর।।
মুমিনে গরব কিনা মনে না রাখিব।
চিত্তের পিষুণ ধুই নিশিতে শুতিব।।
থাউক মনুষ্য, বৃক্ষ দেখিলে উত্তম।
করিবা সালাম তারে হইআ নরম।। [১৫৫০]
লোকেরে মান্যতা দয়া করিআ বিস্তব।
সশরীরে স্বর্গে গেলা ইসা পয়গম্বর।।
ধন শষ্যে গর্ব করি, কৃপণতা অতি।
মৃত্তিকার তলে গেল কারূণ দুর্মতি।।

চতুর্বিংশ বাব—নামাজ খয়রাত রোজার নিয়ম

চতুর্বিংশ বাব কথা শুন সাধুরাজ।
কেমতে করিবা রোজা, সদকা, নামাজ।।
নামাজ খয়রাত রোজা কর শুদ্ধ মনে।
কেবল ঈশ্বর রাজী হইতে কারণে।।
না করিব বেহেস্ত টঙ্গির হুর আশ।
কদাচিত না করিব দোজখ তরাস।। [১৫৬০]
যদি ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা নতুবা দ্বীন দুনি'।
'মুলুআ' খাটিআ যেন মাগএ খাটনি।।[১]
প্রভুকে পাইবা কর্ম কৈলে প্রভু লাগি।
শুদ্ধিভাব হৈলে হৈব দরশন ভাগী।।

শুদ্ধভাবে প্রতি কর্ম করণ উত্তম।
কপট কুফর জান কপটী অধম।।
শুনাইতে মনুষ্যে জিকির উচ্চ রাএ।
কতোআলি পাইকে যেন তস্কর খেদাএ।।
সে জিকির কুকর্ম, কবুল নহে এক।
জিকির কারণে, হএ নিজে মোনাফেক।।[২] [১৫৭০]
দুনিয়া পাইতে কিবা পাইতে জান্নাত।
আশা ধরি করিলে খয়রাত এবাদত।।
যেই মাগে কৃপাময় দিবেন্ত তুরিত।
কেবল দিদার হন্তে হইব বঞ্চিত।।
নামাজ করিতে যে দক্ষিণে বামে চাএ।
গঞ্জনা সরূপ তারে বোলএ খোদাএ।।
'করিতে আমার সেবা কার দিগে চাইলা।
আমা হন্তে ভালা নাকি তাহারে দেখিলা।।'
[লোকেরে দেখান হেতু করিলা বহুল।
কোন ফল না ধরিল বিনাশিলা মূল।। [১৫৮০]
দান কালে না মাগিব প্রতিষ্ঠা সোআব।
আপনে হইব কৃপা, নিরঞ্জন ভাব।।[৩]
শ্রীযুত সোলায়মান পুণ্যকারী গুরু।
নামাজ রোজাএ রত দাতা কল্পতরু।।
তাহান আরতি হীন আলাওলে গাএ।
নিতি যশ বৃদ্ধি চন্দ্র চন্দনের প্রায়।।

পঞ্চবিংশ বাব—কজার কথা

পঞ্চবিংশ বাবে শুন পণ্ডিত সকল।
'কজা'ত হইব রাজী করি'তওআককুল'।।[১]
কজাত হইলে রাজী হৈবা তওআককুলী।
গাঁথিবা মোহন্ত মেলে, পদ পাইবা ওলি।। [১৫৯০]
যথ ইতি নিজ কর্ম প্রভুত সপিলুঁ।
এক স্বামী বিনু কার ত্রাস না রাখিলু।।[২]
ডরাইবা মোর সম পাপী কেহ নাই।
করিবা দয়ার আশা, কৃপাল গোঁসাই।।

আশা ভয় মধ্যেত মুসলমানি বাস।
ত্রাস হন্তে অধিক রাখিব কৃপা আশ।।
ষষ্ঠ লক্ষ বৎসর ইব্লিস সেবা কৈল।
তিলেক গরব করি দুষ্ট নষ্ট হৈল।।
মূর্তি পালে ছিল আবু বকর সিদ্দিক।
দৃঢ় সত্য ভাবে কৃপা পাইল অধিক।। [১৬০০]
ভক্ষ্য লাগি চিন্তা না করিঅ কদাচন।
ভক্ষ্যদাতা আছে প্রভু, তাত রাখ মন।।
যথাত যে কিছু পাও প্রভু তার দাতা।
কেহ কারে দিতে নারে না দিলে বিধাতা।।
'বালা হন্তে রাজী থাক,' করতারে বোলে।
'নহে না থাকিঅ মোর আকাশের তলে।।
আর এক ঈশ্বর ভাবহ গিআ তুমি।
যদি রাজী না থাক যেমত রাখি আমি।।'
আপনার কার্যে না করিঅ পরতীত।[৩]
করিলে অনেক সেবা গর্ব অনুচিত।। [১৬১০]
'বলআম বরসিসা তিলে হৈল নষ্ট।[৪]
সেবা কষ্ট আপন ভাবিআ হৈল ভ্রষ্ট।।

ষষ্ঠবিংশ বাব—সবরের কথা

যষ্টবিংশ বাবে শুন সবরের কথা।
সবর অধিক বস্তু নাহিক সর্বথা।।
সর্বস্থানে সুসম সবর হন্তে পাএ।
কিবা কার্য হেতু কিবা অঙ্গের পীড়াএ।।
যদি শত্রু তোমা হন্তে বলবন্ত হএ।
সবর করিলে সত্য বিধি দিব জয়।।
জালেমে জুলুম কৈলে করিঅ সবর।
কাকে না কহিলে দাদ দিবেক ঈশ্বর।। [১৬২০]
অর্ধ ইসাঁ সবর, শোকর অর্ধ আর।
এ দুই দঢ় হইলে মুমিন সুসার।।

কার আশা না করিঅ ছাড়িআ বিধাতা।
পশুপক্ষী কীটের সেই সে ভক্ষ্য দাতা।।
[যদি মনে ভাব উপার্জিলে মাত্র পাএ ।
পশুপক্ষী প্রতিনিত কোথা হন্তে খাএ ।।
সবকার্য করিব ঈশ্বর ভাবি মন।
সে যদি না দেহ কভু নহে উপার্জন।।]
যে আছে, শোকবে বন্দী করহ তাহাবে।
অধিক মাগিলে পাএ অধিক শোকবে।। [১৬৩০]
যদিবা শোকরে ধনী ধিকে ধিক পাএ।
সাবির ফকির সম নহে মর্তবাএ।।
শোকরে পাইল ধিক নবী সোলেমান।।
মেঘ বায়ু আদি সর্ব জীব সোলতান।।
মোস্তফা এ ফকিরিতে করিলা সবর।
কোথা সোলেমান হৈল তান সমসব।।
শ্রীযুত সোলায়মান সাবির শাকির।
শোকবে সম্পদ ধিক ত্যাগেত ফকিব।।
সবব কারণে সব শত্রু ছিদ্র নাশ।
বাল চন্দ্র সম নিত্য কীরিতি প্রকাশ।। [১৬৪০]
সতত ঈশ্বর ভাবে লীন রাখে মন।
পুণ্যেব বাণিজ্য হেতু না রাখেন্ত ধন।।
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ।
সেই ধন্য যাহার কীবিতি বহি যাএ।।

সপ্তবিংশ বাব—তৌবার বয়ান

তৌবার বয়ান শুন সপ্তবিংশ বাবে।
এথধিক কর্ম নাহি ভাবি বুঝ সবে।।
আজু কর তৌবা, কালু না বুলিঅ ভাই।[১]
না জানি প্রভাত লাগ পাই কিনা পাই।।
সত্যভাবে তৌবা কর দঢ়াইআ মন।
গত কর্ম মন মাঝে করিআ শোচন।। [১৬৫০]

না করিঅ মনেত পূর্বের পাপ-সুখ।
যদি বা স্মরণ হএ মনে ভাব দুঃখ।।
ধন বৃদ্ধি, আশাধিক তেজিআ সে ভাব।
যথেক সম্পদ তথ আছএ হিসাব।।
পাপ কর্ম দেখি মনে না রাখ খানিক।
প্রভু আগে নর পবী সেবাব অধিক।।
যদি বান্দা তৌবা কবে মনে সত্যভাবে।
পূর্বকৃত পাপ যথ খণ্ডএ যে তবে।।[২]
দ্বীন ছাড় সর্বস্থানে ধাই ধন লাগি।
প্রভু হন্তে নৈবাশ হইব ক্রোধভাগী।। [১৬৬০]
সংসারের ধিক প্রেমে পাপধিক হএ।
অতি লোভে প্রভু সঙ্গে শত্রুতা বাড়এ।।
ধন হন্তে মন যদি কবিলা খালাস।
সেবা কৈলে শয়তান না আইসে পাশ।।[৩]
পুঞ্জ করি থুইলে ধন কুকুব সমান।
কার্যে না লাগিলে ধন ইটাল পাষাণ।।
ফকিরে রাখিলে ধন মনুষ্য না হএ।
দ্বীনের তস্কর, প্রেত সমান নিশ্চয়।।
সহজে দুনিয়া ফানী, ধিক ভাবে পাপ।
অর্জিতে বহুল দুঃখ, বাখিলে সন্তাপ।। [১৬৭০]

অষ্টাবিংশ বাব—কৃপণের কথা

অষ্টাবিংশ বাবে শুন কৃপণের কথা।
সবার অধম যার মনে কৃপণতা।।
চিত্ত হন্তে দূর কর কৃপণতা ভাব।
পাইবা সুবঙ্গ টঙ্গি, হুর হৈব লাভ।।
[বখিলে করিব চিন্তা মনে ভাবি কষ্ট
আমা সবে বখিলি করিআ হৈলুঁ নষ্ট]
দান কর্ম শিখ, না মাগিঅ কার ঠাঁই।
যাচকতা মন্দ দিলে অধিক ভালাই।।
কেতাবেত কহিছেন্ত তার উপাখ্যান।
লইলে যে মন্দ, দিলে যেমত কল্যাণ।।[১] [১৬৮০]

শতাধিক মহাজন সফরেত ছিল।
পন্থক্রমে সবে ধিক তৃষ্ণাকুল হৈল।।
একজন স্থানে মাত্র ছিল অল্পপানি।
আপনে না খাইআ অন্যারে দিল আনি।।
সেই দিল অন্যারে অন্যেএ দিল আনে।
এহি মতে প্রতি হস্তে গেল দানে দানে।।
তৃষ্ণাএ শরীর দহি মৈল সর্বজন।।
[অবশেষে যে পাইল করিল ভক্ষণ।।[২]
দান পাত্র নাহি দেখি কৈল জলপান।
বহুল আক্ষেপ করি রাখিল পরাণ।। [১৬৯০]
সবে পুণ্য পাইল বঞ্চিত আমি মাত্র।
আয়ুলেশ আছিল না ছিল দান পাত্র।।
দেওন লওনে ফলাফল এই জান।
মরণ ইচ্ছিল না ইচ্ছিল জলপান।।]
ধিকে ধিক অল্পে অন্ন দিবা অনুরূপে।
সভান অধিক ফল পাইবা সরূপে।।
কৃপণ ঈশ্বর রিপু তপ কৈলে ভারী।
ঈশ্বরের মিত্র দাতা যদি মন্দ কারী।।
ভূমি হেটে রাখে ধন ভাবিআ দুর্দিন।
কাল উপস্থিতে না পাইব তার চিন।। [১৭০০]
পুত্র কন্যা খাইতে গাড়িআ রাখে ধন।
কেহ না পাইব বার্তা, হইব গোপন।।
[এহি মতে বহু ধন আছে মহীতল।
দান হস্তে পুত্রকন্যা সর্বত্র কুশল।।
হস্তে ধন হৈলে সাধু লোকে করে দান।
পুত্র কন্যা সুখে খাএ, দুই জগে মান।।]

ঊনত্রিংশ বাব—ভাল কর্মের ধারা

সাবধানে শুন সাধু ঊনত্রিংশ বাবে।
যেন মতে ভালকর্ম করে লোক সবে।।[১]
সর্বজন সঙ্গে কর নেকির অভ্যাস।
সকলে ভাবিব মিত্র, হৈব বিঘ্ননাশ।। [১৭১০]

সুজনের সঙ্গে নেকি কর যথোচিত।
অধিক করিঅ যার প্রকৃতি কুৎসিত।।
অধিক আদর কর আদর যে করে।[২]
অনাদরকারীরে উচিত অনাদারে।
যদি খল সঙ্গে বাস হএ চিরকাল।।
মন্দরে বুলিলে ভাল, বোল ধিক ভাল।।
দিবসেরে নিশি যদি বোলে খলরীত।
কহিঅ উগিছে চন্দ্র কৃর্তিকা সহিত।।
তোমাব স্থকথা যদি খলে না ধরএ।
গর্দভেরে অশ্ব যদি বোলে, বোল হয়।। [১৭২০]
কেহ মন্দ বুলিলে না হৈঅ কষ্ট মন।
ঈশ্বরেরে কত মন্দ বোলে পাপীগণ।।
বাখানে না হৈঅ তুষ্ট, মন্দ বোলে রুষ্ট।
বাখানে কি লাভ, মন্দ বোলে কিবা কষ্ট।।
বচন প্রকাশ যদি বুঝিআ সরূপ।
মূর্খ সঙ্গে কহ তাব বুদ্ধি অনুরূপ।।
পণ্ডিতের সঙ্গে যেন মুক্তা বৃষ্টি প্রায়।
মূর্খেরে কহিঅ যেন তার মনে ভাএ।।
[মূর্খেরে না কহ তত্ত্ব জ্ঞান স্থকথন
কীট ভক্ষ্য-পক্ষী রত্নে কিবা প্রয়োজন।।] [১৭৩০]
শান্ত কৃপামন্ত হই কর বিকিকিনি।
লাভ দেখি বেচকিন যেন নহে হানি।।
লোক লাভ চিন্তিবা, না চিন্ত নিজ লাভ।
মুক্তি পদ পাইব, যাহার এই ভাব।।
নাহি দেখি নাহি শুনি কেতাব মাঝাব।
উপকারী সম কার ফল আছে আর।।

ত্রিংশ বাব—দান শক্তির চরিত্র

ত্রিংশ বাবে শুন দান শক্তির চরিত্র।
যদি দেএ জগসিদ্ধ, হএ প্রভু মিত্র।।[১]
ফকির দেখিআ এক রুটি কৈলে দান।
দোহ জগে নাহি তার সমান কল্যাণ।।[২] [১৭৪০]

কৃপাভাবে ভিক্ষুকে করিলে এক দৃষ্টি।
তোমা' পরে ঈশ্বর করিব কৃপাবৃষ্টি।।
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পর সুখ লাগি।
তার সম কেহ নহে প্রভু কৃপা ভাগী।।
দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি।
না দিআ বোলএ যদি কষ্ট পরিপাটি।।
ঈশ্বর বোলএ 'গেলুঁ আমি তোর দ্বারে।
এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি না দিলা আমারে।।'
দ্বার হন্তে কেহ যদি মাঙ্গ কে ধাবাএ।
'মোকে ধাবাইল' হেন বোলএ খোদাএ।। [১৭৫০]
গ্রাসেক নাদিআ যদি খেদাএ ভিক্ষুক।
সহস্র বৎসর দোঞ্জখেত পাইব দুঃখ।।
যদি তুমি দান দিতে অভ্যাসিলা সার।
প্রভুতে পাইবা শির-তাজ অলংকার।।
ফকির আইসে দ্বারে খোদার 'হাদিআ'।[৩]
সন্তুষ্ট করিঅ তারে ভক্ষ্যদান দিআ।।[৪]
এতিমেরে অন্নে বস্ত্রে সদাএ পালাও।
যেন তার স্মরণ না হএ বাপ মাও।।
সেবক হইআ যেবা নিত্য করে সেবা।
মনোদুঃখ না দি' তাবে নিত্য বাড়াইবা।। [১৭৬০]
এক দুই রুটি যদি থাকএ সাক্ষাতে।
বাটিআ খাইলে ধিক মহিমা তাহাতে।।
সকলের ভার উঠাইব যথ পারে।[৫]
শত্রুমিত্র ভাব করে, অধিক ঈশ্বরে।।
অন্‌রূপে ভার উঠাইলে সর্বকাল।
প্রভু পালে এথধিক নহে কিছু ভাল।।
মূর্খে মন্দ বুলিলে যে সহিআ থাকএ।
সেই ক্ষেমা সহায় হইআ দেন্ত জয়।।
বিস্তর পড়িলে লোকে বোলএ পণ্ডিত।
ক্ষেমা না থাকিলে গুণ, অন্ধের চরিত।।[৬] [১৭৭০]
ক্রোধযুক্ত না হইঅ, হও সৌম্যমূর্তি।
ক্রোধকারী উপরে ঈশ্বর-ক্রোধ অতি।।[৭]

যদি কেহ ক্রুদ্ধ হএ উত্তর না দিবা।
সর্বথাএ ক্ষেমা ধরি চিন্তিত হইবা।।[৮]
ঈশ্বর নিকটে তাত ধিক নাহি মিত্র।
দয়াল ভাজন ক্ষেমা, দয়াল চরিত্র।।
স্বর্গবাসী লক্ষণ সে, যদি ক্রোধ হএ।
শীঘ্র তার সঙ্গে আসি সাহায্য করএ।।
ক্ষেমা সঙ্গে পাঠ যারে দিলেন্ত গোঁসাই।
তার সম নিশ্চিন্ত সংসারে কেহ নাই।। [১৭৮০]
দিনে ক্রোধ হৈলে না রাখিঅ নিশাবধি।
যাক ক্রোধ হৈল তাক তুষ্ট কর যদি।।
কদাচিত না পাইবা দোজখের গন্ধ।[৯]
সংসারে ভালাই বিনু না হইব মন্দ।।
যদি কেহ ক্রোধ করি প্রাণ লৈতে চাহে।
ক্ষেমা ধরি রৈলে দাদ প্রভু দেন্ত তাহে।।[১০]
শ্রীযুত সোলায়মান দাতা ক্ষমাশীল।
দয়াল চরিত্র করি বিধাতা স্বজিল।।
শক্তি অনুরূপ দিআ মাঙ্গকে তোষএ।
শূন্য হস্তে দ্বার হস্তে কেহ না ফিরএ।। [১৭৯০]
ক্ষেমাএ পৃথিবী সম, দানে রত্নাকর।[১১]
পরহিতে দুঃখ সহে, বিক্রমে কেশর।।
কৃপাএ এতিম পালে স্মরি পুণ্য ধর্ম।
করএ সেবত সবে ইচ্ছাগত কর্ম।।
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ।
আয়ু যশ ভাগ্য বৃদ্ধি হউক সদাএ।।[১২]

একত্রিংশ বাব—আজ্ঞা-নিরোধের কথা

একত্রিংশ বাব কথা শুনহ সুবোধ।
যেন মতে আজ্ঞা পালি বঞ্চিব নিরোধ।।[১]
যে কিছু করিছে আজ্ঞা হইছে প্রকট।
ধিক কর, না যাইঅ নিরোধ নিকট।। [১৮০০]
কর্তব্যাকর্তব্য যথ কহিছে ঈশ্বর।
সে সব ফরজ জান মুমিন উপর।।

কিবা বৃদ্ধ, যুবক, ঈশ্বর কিবা দাস।
সকল উপরে ফর্জ জানিঅ প্রকাশ।।
প্রভুর স্মরণ-কথা শুন একচিতে।
যেই ভাল রাখ, মন্দ ফেল চিত্ত হন্তে।।[২]
আলেমে যে কিছু কহে নীতিশাস্ত্রকথা।
অতি ভক্তিভাবে চিত্তে রাখিঅ সর্বথা।।
আলেমের কুকর্মেত দৃষ্টি না করিবা।
এলম মহিমা মাত্র মনেত ভাবিবা।। [১৮১০]
নীতি জানাইতে যেবা হএ রুষ্ট মন।
শাস্ত্র কথা তাকে না কহিবা কদাচন।।
পন্থ-নীতি দিতে আগে দেহ আপনারে।
তার পাছে পুত্র নারী, কহিঅ কন্যারে।।
[আর যেই ভক্তি চিত্তে শুনে শাস্ত্রনীত।
তারে কহ, খলেরে না কহ কদাচিত।।]
না লেপিঅ ঘর বেড়া গোলাদ মিশ্রিত।
ফেরেস্তা না আইসে কাছে জানিঅ নিশ্চিত।।
ঘুটি জ্বালে অন্ন আদি না রান্ধ সরূপ।
নাপাক বুলিছে তারে ইমাম ইসুফ।। [১৮২০]
[রান্ধিলে গোলাদ জ্বালে নাপাক কেবল।
গোলাদে লেপিলে ঘর শয়তান দখল।।
নাপাক ঠাগেত সার নহে এবাদত।
নাপাক জাগাতে থাকে ইব্লিস সতত।।
ইব্লিসের দখলে ফেরেস্তা না ঘনাএ।
সেবা ইসলাম কর্ম সকল হারাএ।।
বৃষ আদি অজা অশ্ব যে ঠাগে নিবাস।
ফেরেস্তা না থাকে যথা দুর্গন্ধ প্রকাশ।।
এক রাত্রি দিন পশু থাকে যেই ঘরে।
তথাতে না করে সেবা মুসলমান নরে।।[৩] [১৮৩০]
গ্রাম মাঝে কেহ আজ্ঞা লঙ্ঘি কৈলে গুনা।
উত্তমে দেখিলে যদি না করএ মানা।।
দেখাদেখি কুকর্ম আচরে দশগুণ।
এথেকে মহান্ত নিষেধএ পুনঃ পুন।।

মুখ চাহি সুজনে না কহি সহি থাকে।
সে সবের সমান লেখএ আপনাকে।।

দ্বাত্রিংশ বাব—শব্দের কথন

দ্বাত্রিংশ বাবেত শুন শব্দের কথন।
যেন মতে শুনিবা, করিবা আলাপন।।
সুস্বর ঈশ্বর দান, বড় সুপদার্থ।
শ্রুতিমাত্র মনেত উপেজ পরমার্থ।। [১৮৪০]
হাদীসেত কহিছেন্ত নবী পয়গম্বর।[১]
'তুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ সুস্বর'।।
মধুব সুস্বর জান প্রাণের আহার।
মহান্ত চরিত্র সত্য ভাবে জন্ম যার।।
ভাব উপজিলে মন উর্ধ্ব গতি হএ।
না মরে জলের হেটে, অগ্নি না দহএ।।
সারে প্রবেশিব মন, অসার তেজিআ।
অঙ্গে সর্ব শ্বাস রুখি না দিব ছাড়িআ।।[২]
এমত হইলে তারে বোলে দিব্য ভাব।
কপটে নাচিলে হানি বিনু নাহি লাভ।। [১৮৫০]
'সরুদ' খোদার ছিরি জানিঅ নিশ্চয়।[৩]
মহান্ত পুরুষে মাত্র মরম জানএ।।
কাপুরুষে নৈরাশে না বুঝে তার মর্ম।
যদি গাহে কিবা শুনে জানিঅ কুকর্ম।।
গাাহতে শুনিতে কাম ভাব না ভাবিবা।
প্রভুভাবে মগ্ন মন, হইআ শুনিবা।।
সুস্বর শুনিআ কহ 'হাম্‌দ সালাও ত'।[৪]
যদি দেখ চিত্তে ভাব উপজে তাহাত।।
একরীত হন্তে চিত্তে হএ আন রীত।
রহিতে পারিলে না নাচিব কদাচিত।। [১৮৬০]
আপনা বিস্মৃত হৈলে দৈবে সে নাচিব।
নহে অশ্রুপাতে প্রভু স্মরিতে থাকিব।।
সরুদ হারাম হৈছে শাস্ত্রের বচন।
হাসি বাজি, কামভাব পাপের লক্ষণ।।

যন্ত্রকুল হারায় হইছে এহি রীত।
তবলা বাহিতে মাত্র গাজীর উচিত।।
দক্ষ ঢোল নিঃস্বার্থে বাহন লেখে দোষ।
বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ।।
নারীকুল মোহন সুন্দর মহামন্ত্র।
সেইভাবে না গাহিব, না বাহিব যন্ত্র।। [১৮৭০]
এহি মতে ধিক দোষ জানিঅ নিশ্চয়।
নানান পাষণ্ড পড়ে, মহা পাপ হএ।।
গীত রাগ শুনি যদি কেহ 'আহা' মাবে।
সত্য ভণ্ড বুঝি পুনি আদবিঅ তাবে।।
[সুস্বর মনেব সনে বহুল মিত্রতা।
শ্রুতিমাত্র সর্ব কর্ম তেজি যাএ তথা।।
সুস্বর শুনিতে চিত্ত হএ বেআকুল।
যন্ত্রগীত সুস্বরের মহিমা অতুল।।]
শ্রীযুত সোলায়মান নৃপ-মহামাত্য।
অধিক বুঝন্ত গীত রাগেব মহাত্ম্য।। [১৮৮০]
ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠ পবম সুস্বর।
শ্রুতিমাত্র অশ্রু স্রবে নহে চিত্তান্তর।।
অন্য ভাবে না গাহেন্ত না শুনন্ত গীত।
কেবল ঈশ্বর ভাবে মহান্ত চবিত।।
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ।
সর্বত্র বিজয় হৌক ঈশ্বব কৃপাএ।।

ত্রয়োস্ত্রিংশ বাব—খেলার কথন

ত্রয়োস্ত্রিংশ বাবে শুন খেলার কথন।
শাস্ত্রকথা শুনিআ না হৈঅ রুষ্টমন।।
হারাম সকল খেলা শাস্ত্রের বচনে।
আপনা বমণী সঙ্গে ফেলি রস বিনে।। [১৮৯০]
যে জনে না শুনি খেলে শাস্ত্রের বিধান।
তাহাকে জানিঅ বৃষ-গর্দভ সমান।।
'নর্দ' শরতঞ্জ খেলিবারে হস্তে ধরে।[১]
শূকরের রক্ত-মাংস যেন লাগে করে।

আপনে না খেলি যদি খেলা ভিতে হেরে।
জননীর লজ্জা স্থানে যেন দৃষ্টি করে।।
[শতরঞ্জ আদি খেলা খেলে যেই জন।
শাস্ত্র কথা লঙ্ঘি হৈব নরকে গমন।।]
ইমাম শাফিএ কহিছেন্ত কদাচিতে।
যদি কেহ খেলা বিনু না পারে রহিতে।। [১৯০০]
দুই দিগে কোন বস্তু না ধরৌক 'বাদ'।[২]
না করৌক ভণ্ড, না করৌক বিসম্বাদ।।
মুমিন বান্দার প্রতি প্রভু করতাবে।
নিতি তিনশত বার কৃপাদৃষ্টি করে।।[৩]
শতরঞ্জ আদি খেলা খেলে যেই জন।
সে পুনি না হএ কৃপা দৃষ্টির ভাজন।।
হাসি বাজি ধিক কৈলে মুখে কিবা হাতে।
উত্তমে দেখিলে মানা করৌক তাহাতে।।
অশ্ব ধাবাইতে কিবা তীর চালাইতে।
কিবা পদব্রজে দোহে চাহএ ধাইতে।। [১৯১০]
এহি সব কর্মে বাদ ধরিতে পাবএ।
কৈতব উড়ানে বাদ উচিত না হএ।।
দুই দিগে বাদ ধরে হারাম নিশ্চিতে।[৪]
[তিন মাত্র হালাল জানিঅ তিন রীতে।।
একে বন্দীআন হএ, মাগিআ না পাএ।
আপনারে বন্ধ হেন জানিআ খেলাএ।।
সঙ্গে করি রক্ষকে যদি সে খেলা খেলে।
প্রাণ রক্ষা পাএ যদি জিনি ধন পাইলে।।
দ্বিতীয় যাহার পরিবারে উপবাস।
কোন হেতু ভক্ষণের নাহি তার আশ।। [১৯২০]
খেলা খেলি জিনিলে যদি সে কিছু পাএ।
তার পরিজনের জীবন রক্ষা হএ।।
তৃতীয় জানিলে যদি তাড়না করএ।
না দিলে তার না পাএ, বন্ধনে পড়এ।।
সর্বস্ব শরীর, কিছু নাহিক উপায়।
খেলা খেলি জিনি ধন বন্ধন এড়াএ।

এহি তিন জনের হালাল খেলা বাদ।
অন্যে বাদ ধরিলে পশ্চাতে পরমাদ।

চতুস্ত্রিংশ বাব—শিকার-জবেহরীতি

চতুস্ত্রিংশ বাব কথা শুনহ পণ্ডিত।
শিকার জবেহ করিবেক যেন রীত।। [১৯৩০]
পাত্র-পাখা কৈতর কুককুট দীর্ঘ 'চর'।[১]
পাইলে পুষিবা, দেও না আইসে নিয়ড়।।
['শিকরা' বহরী বাজ ব্রহ্ম তিলাগর।
'ওককাব' বসরা 'বালা' মুসিনি সাগর।।][২]
শিকরা বহরী হাতে লই কর খেলা।
কুকুরের সঙ্গে খেলা নহে পুনি ভালা।।
শ্বন পোষে গৃহরক্ষা, শিকারের আশে।
খেলা ফেলে তার সঙ্গে সৎ কর্ম নাশে।।
শিকারে শিকরা, তীর, কুকুব এড়িতে।
'বিসমিল্লা' আগে তাত পড়িবা তুরিতে।। [১৯৪০]
মুসলমান কুকুরে শিখাই যদি থাকে।
শিকরা এড়িলে যদি ফিরে আসে ডাকে।।
অঙ্গে ঘাত হইআ শিকার যদি মারে।
জবেহ সমান তারে খাইবাবে পারে।।
তার পাছে পাছে নর ধাইব তৎকাল।[৩]
জীবনে জবেহ আছে, মরণে হালাল।।
বিসমিল্লা' পড়িআ ঠেঙ্গার বাড়ি মবে।
ঘাও না হইআ মৈলে খাইতে না পারে।।
'বিসমিল্লা' পড়িআ শিকরা এড়ি দিলে।
খাইতে না পারে যদি পড়ি মরে জলে।। [১৯৫০]
পশুপক্ষী জবেহ করএ যেই সবে।
ইচ্ছাগতে বিসমিল্লা না পড়এ যবে।।
সেই পশুপক্ষী জান হএন্ত মুর্দার।
ভ্রমে যদি না পড়এ পারে খাইবার।।
মুসলমান রমণী জবেহ যদি জানে।
নতুবা বালক যার বুদ্ধি আছে মনে।।

এসবের জবেহ হালাল হেন জান।
জরুরত হৈলে বস্তু না হএ যে আন।।
দুই শাহরস 'হলকুম' আর 'মিরি'।[৪]
'তকবিরে' কাটিতে উচিত এই চারি।। [১৯৬০]
তিন রগ কাটি যদি ভ্রমে এক রহে।
তথাপি খাইতে পারে শাস্ত্রে হেন কহে।।
যেই যেই কর্মে হএ জবেহ হারাম।[৫]
মন দিআ একে একে শুন তার নাম।।
দূরেত গমন কিবা কূপ-পুষ্করিণী।[৬]
বিবাহ করিআ গৃহে আনিলে রমণী।।
গৃহ সঞ্চরণ কিবা গৃহ-সজ্জা কালে।
নতুবা সফর হন্তে নিজ গৃহে আইলে।।
আরোগ্য সিনান কিবা কৃষি বাগোআন।
কিবা নবগ্রাম বৈসাইতে কোন স্থান।। [১৯৭০]
হাকিম দেশের মাঝে প্রবেশএ যবে।
'মকরূহ' জবেহ করিলে এহি সবে।।
চারি দণ্ডে নখে ধরে যেই জন্তুগণ।
কদাচিত তার মাংস না কর ভক্ষণ।।
যেই পক্ষী নখে ধরি চুঞ্চে টানি খাএ।
নিরোধ তাহার মাংস খাইতে না জুআএ।।[৭]
গর্দভ খচবে না খাইব কদাচিত।
অশ্ব মাংস মকরূহ, ভক্ষ্য অনুচিত।[৮]
পোষ্য পশুপক্ষী যদি চরে বেড়াইআ।
শীঘ্র ভক্ষ্য মকরূহে, খাইব বান্ধিআ।। [১৯৮০]
তিন দিন বান্ধি হংস কুককুট খাইব।
ছাগ মেষ সপ্ত, দশ গোধন বান্ধিব।।
না খাইব অপক্ক যদি সে স্বাদ হএ।
সুপক্ক খাইলে মাংস নাহিক সংশয়।।
জলজন্তু না খাইব মৎস্য কীট বিনে।
'তাপি' আব ইচা মৎস্য না খাএ সুজনে।।
[বিনি বিঘ্ন মৎস্য যদি মরি ভাসে জলে।
আরবের ভাষে তারে তাপি হেন বোলে।।]

মৎস্য আর পতঙ্গ জবেহ বিনু খাএ।[৯]
হালাল কলিজা তিলি শাস্ত্রের আজ্ঞাএ।। [১৯৯০]
[মীনের কলিজা জান হারাম সে ধরে
পশুর কলিজা তিলি খাইবারে পারে।।
হালাল কলিজা তিলি পশুর জানিবা।
ষষ্ট কেতাব মানিলে তাহা না খাইবা।।][১০]
পিত আর গিন্‌ঠ, ফোকনা, অণ্ডকোষ।[১১]
দোহ লজ্জাস্থলী এহি ষট্‌ ভক্ষ্য দোষ।।
কোমল হইলে অস্থি খাইব চিবাইআ।
কঠিন হইলে মজ্জা খাইব শুষিআ।।

পঞ্চত্রিংশ বাব—নবীন চন্দ্র দর্শন

পঞ্চত্রিংশ বাব কথা শুন মহাজন।।[১]
দেখিলে নবীন চন্দ্র করিবা যেমন।।] ২০০০]
[কোন চন্দ্র দর্শনে দেখিবা কোন বস্তু।
বিচারিআ শাস্ত্রকথা কহিমু সমস্ত।।][২]
দেখিলে নবীন চন্দ্র বিসমিল্লা সহিত।
তিন বার 'আল্‌হামদু' পড়িবা নিশ্চিত।।
সুরত 'ফাতেহ' যদি পড়ে সেই রাত্রি।[৩]
সে চান্দে না পড়ে বিঘ্ন, জয় পাএ অতি।।
মোহর্‌মে হেম দেখ, সফরে দর্পণ।
রবিউল আওয়ালে স্রোতজল নিরীক্ষণ।।
রবিউল আখেরেত অজা নিরক্ষীব।
জমাদিল আওয়ালে রজত হেরিব।। [২০১০]
জমাদিল আখেরে দেখিব বৃদ্ধজন।
রজবেত 'মুসাফ' করিব নিরীক্ষণ।।[৪]
শাবানে সবুজ তৃণ, অসি রমজানে।
শাওয়ালে সবুজ বস্ত্র দেখ তুষ্ট মনে।।
জিলকদে দেখিবেক সুন্দর ছাবাল।
জিলহজ্জে সুন্দরী হেরিলে অতি ভাল।।

বৎসরের আদি চন্দ্র জান মোহর্রম।
প্রথম দিবসে রোজা বড়হি উত্তম।।
জিলহজ্জের শেষ দিন বৎসরের অন্ত।
সেদিনে রাখিলে রোজা হএ পুণ্যবন্ত।। [২০২০]
রজবের চন্দ্রের প্রথম বৃহস্পতি।
সে দিনে রাখিলে রোজা পুণ্য পাএ অতি।।
'লাএলাতুরাগাএব্' সে রাত্রির নাম।[৬]
মাগরিব শেষে কর নামাজ তামাম।।
এশার সময় হৈলে ইপ্তার করিব।
স্বর্গ হুরে প্রভু স্থানে তাক আরাধিব।।
রজবের মধ্য ভাগে খানা করিবেক।
সেই দিন রোজা রাখি দোআ পড়িবেক।।[৭]
এই চান্দে আদ্যে মধ্যে শেষে কৈলে স্নান।
নব জন্ম প্রায়, পাপ খণ্ডে তুরমান।।[৮] [২০৩০]
অবিরত কোরান পড়িব রমজানে।
নিরন্তর 'সালাওত' পড়িব শাবানে।।[৯]
সমস্ত রজব ভরি মাগিবা কল্যাণ।
'বরাতে'ত দশ কর্ম করিবা বিধান।।[১০]
গোসল করিআ চক্ষে সুরমা পড়িবা।
প্রভু ভাবে সেই নিশি জাগিআ রহিবা।।
গৃহের দুর্লভ দ্রব্যে বুলাইবা হস্ত।
যথ সব ভাণ্ড থাকে লাড়িবা সমস্ত।।[১১]
মওতার কবর করিব জেআরত।
শুনিবেক আলেমের পন্থ-নসিহত।। [২০৪০]
ভাবে দোআ পড়িবা নামাজ গুজারিবা।
বাপ মাও নিজ অন্তে কল্যাণ মাগিবা।।
দুই ঈদে স্নান করি সুগন্ধি পরিবা।
রোজার ঈদেত দুগ্ধ খোরমা ভক্ষিবা।।
সুরত 'আম্বিয়া' যেবা হজ্জ আরফাএ।
পড়এ, উমরা-হজ্জ পুণ্য সেই পাএ।।
কোরবানি করিতে শকতি নাহি যার।
সুরত, কাউসর' সে পড়িব বারে বার।।

জিলহজ্জে দশম দিবস দিন রাত্রি।
সুরত 'ফজর' পড়, পুণ্য হৈব অতি।। [২০৫০]
আশুরার দিনেত করিবা দশ কাজ।
গোসল, সুরমা, রোজা, চতুর্থ নামাজ।।
এতিমেরে তৈল দিআ যেই পার দিবা।
বিসম্বাদী জন সঙ্গে তুরিতে মিলিবা।[১২]
আলেমে দেখিবা গিআ হাদিআ সহিতে।
ব্যাধিবন্ত জনেরে যাইবা সম্ভাষিতে।।
আশুরার দোআ ভক্তি ভাবেত পড়িবা।
পরিবার সবেরে সম্পূর্ণ ভুঞ্জাইবা।।
সফরের চান্দে না হইঅ মুসাফির।
কার সঙ্গে কলহ না করি রহ ধীর।। [২০৬০]
বার চন্দ্র মধ্যেত সফর অতি নষ্ট।
শত লক্ষ বালা নামা হেতু লোক কষ্ট।।
'আখেরি চাহার শোম্বা' গোসল করিবা।
অঙ্গুলি কাটিবা আর বসন ধুইবা।।
[সফর চান্দের সে আখেরি বুধবারে।
হাজামত গোসল কবিছে পয়গম্বরে।।
শেষ বুধে যদি লোকে এই কর্ম করে।
সহস্র লক্ষ বালা শীঘ্র যাএ দূরে।।][১৩]
আপনার গৃহেত বসিআ সুখ রঙ্গে।
ভুঞ্জিবেক উপহার পুত্র দ্বারা সঙ্গে।। [২০৭০]
শনিবারে মৎস্য পশু করিবা আখেট।[১৪]
সেদিন শিকার সঙ্গে হএ বহু ভেট।।
রবিবারে গৃহসজ্জা কৃষি বাগোআন।
কূপ পুষ্করিণী আদি আরম্ভ কল্যাণ।।
গৃহ তেজি দূর গ্রামে কার্য হেতু যাএ।
সোমচারে অতি ভাল সিদ্ধি ফল পাএ।।[১৫]
মঙ্গলে খেউর কর্ম করিলে মঙ্গল।
যেন রক্ত বরিষে সুক্ষণে ধরে ফল।।[১৫]
বুধে স্নান করিবেক, ব্যাধির ঔষধি।
রাজপাত্র ভেটিবারে গুরু বারে সিদ্ধি।। [২০৮০]

শুক্রবারে স্নান করে ভুক্তি সুখ রতি।
বহু পুণ্য পাএ, হএ উত্তম সন্ততি।।
শনি মঙ্গলেত বস্ত্র পৈরে কিবা ভাঙ্গে।
নানা ব্যাধি আসি উপস্থিত হএ অঙ্গে।।[১৭]
তিন, আট, তের, অষ্টদশ, বিংশ তিন।
অষ্টবিংশ, মাসে অমঙ্গল ছুয় দিন।।
[কনিষ্ঠা অঙ্গুলি হস্তে গণিআ আনিব।
মধ্যমাএ যব পড়ে সকল বর্জিত।।
এ ছুয় নহসে কোন দিগে না যাইবা।
কোন কর্ম ভ্রমেত আরম্ভ না করিবা।।[১৮] [২০৯০]

ষট্‌বিংশ বাব—বৃদ্ধের চরিত

ষট্‌ত্রিংশ বাবে শুন বৃদ্ধের চরিত।
অবশেষ বয়সে থাকিব কোন রীত।।
চল্লিশ বৎসর যদি হইল বয়স।
একতিল না থাকিবা করিআ আলস।।
সর্বপাপ তেজিআ পুণ্যেত দেহ মন।
উলটা করিলে হৈবা নরক ভাজন।।
একালে এথেক আয়ু যষ্ঠ সপ্ত শূন্য।[১]
ইতিমধ্যে করহ যথেক পার পুণ্য।।
একভাগ শিশুবৎ গেল খেলা বশে।
আর ভাগ যৌবন, মোহিত কাম রসে।।[২] [২১০০]
শেষ ভাগে জরা ব্যাধি ব্যাপিব আসিআ।
কোন কালে পুণ্য হৈব বুঝহ ভাবিআ।।
ক্ষণে শিরঃপীড়া, ক্ষণে জ্বর কম্প বায়ু।
রোগ হএ অঙ্গে যবে তিক্ত লাগে আয়ু।।
সুস্থ নাহি তিলেক, নাহিক নিদ্রাসুখ।
উষ্ণাধিক, শীতাধিক, সর্বমতে দুঃখ।।
জীর্ণতা না পাএ ভক্ষ্য, আঁখি হীন জ্যোতি।
কার্য হেতু জিজ্ঞাসিতে নহে কার মতি।।[৩]
নারী পাশে লজ্জিত থাকএ অনুক্ষণ।
বুদ্ধি টুটি আইসে, বাক্য না রএ স্মরণ।। [২১০০]

শত্রুগণে দেখি মনে না করে তরাস।
অবিরত দুঃখ বৃদ্ধি, সুখ হএ নাশ।।
যুবতী রমণী ভিতে যদি বৃদ্ধ চাএ।
উপহাস্য করি পাশে না আইসে ঘৃণাএ।।
যুবতী না আইসে পাশে করি অবঘৃণা।
বৃদ্ধ রূপ কুষ্ঠ ভাবে সবে করে ঘৃণা।।[8]
সপ্ত দ্বীপ অধিপতি হৈলে বৃদ্ধ কাল।
কোন সুখ নাহি তার, জীবন জঞ্জাল।।
কেহ না বোলাএ পাশে সকলে খেদাএ।
কেবল বৃদ্ধকে জীএ ঈশ্বর কৃপাএ।। [২১২০]
যদি কেহ বৃদ্ধ হৈল জরাজীর্ণ কায।
তার প্রতি দয়া করি বোলএ খোদাএ।।
'শুভ্র হৈল কেশ তোর, অস্থি হৈল ক্ষীণ।
শ্রুতি-অল্প শ্রবণ, নয়ন জ্যোতিহীন।।
কটিদেশ ভগ্ন, বলহীন পদকর।
কস্তুরী কাফুর হৈল, কুমকুম্ কেশর।।[৫]
শব-প্রায অঙ্গ হৈল ধনুক আকাব।
অঙ্গের নাড়িকা সব গুণ হৈল তার।।
শত্রু না ডরাএ তোক, মিত্র না পুছএ।
সেবা হেতু ভক্ষ্য দিআ কেহ না রাখএ।। [২১৩০]
মোর ভিতে আইস বৃদ্ধ অধিক পালিমু।
হুরগণ সহিত রতন টঙ্গি দিমু।।
বৃদ্ধজন উপবে মোহব কৃপা অতি।
কুবুদ্ধি খণ্ডাই চিত্তে বাড়াএ সুমতি।।[৬]
তোহব ধবল কেশ জান মোর নুর।
নুরের মহিমা অতি আমার হুজুব।।'
বিধাতা রাখিছে বৃদ্ধ পুণ্য বৃদ্ধি ভাবে।
যৌবনের কর্ম স্মরি পুণ্য কর এবে।।
যৌবনের মর্ম তুমি না বুঝ তখন।
বৃদ্ধেত যৌবন কথা পুছ যুবাজন।। [২১৪০]
বৃদ্ধজন দেখ যদি মান্য কর অতি।
তুমিহ হইবা বৃদ্ধ জরাজীর্ণ মতি।।

দুঃখ পীড়া জানিঅ প্রভুর রহমত।
শত্রুএ না পাএ মাত্র এহি নিয়ামত।।[৭]
যে মুমিন মনেত ঈশ্বরে ধিক ভাব।
দুঃখ পীড়া দেএ তারে হৈতে মোক্ষ লাভ।।
[দুঃখ লাভ যে সকলে পাএ প্রভু পাশে।
অতি কৃপা করে পাপ সমূলে বিনাশে।।]
যদি অঙ্গে পীড়া হএ শীঘ্র দেও দান।
এথধিক নাহি কিছু ঔষধ কল্যাণ।। [২১৫০]
দুঃখ পীড়া দেন্ত প্রভু মহান্ত জনেরে।
নৃপতিএ বিষ দেএ মহা অমাত্যেরে।।
দুঃখ পীড়াহীন অঙ্গে বর্কত না পাএ।
যাকে দয়া করে পীড়া দেএন্ত তাহাএ।।
দুঃখ পীড়া বস্তু প্রভু না দে' সর্বজনে।
'জাকারিআ' 'আয়ুব', 'ইনুসে' মর্ম জানে।।[৮]
শত্রুরে দিআছে প্রভু শত গুণে সুখ।
ভক্ষ্য লাগি ভক্তজন পাএ কত দুঃখ।
ভক্তজনে জানে মাত্র দুঃখের মরম।
সুখ দিআ শত্রু কুলে করিছে 'ভরম'।।[৯] [২১৬০]
মৎস্য না জানএ তত্ত্ব এশ্‌কের সম্ভাব।
পতঙ্গে না জানে অগ্নি-দহে সুখ লাভ।।[১০]
যেই অঙ্গ দুঃখ পীড়া রোগ নাহি পাএ।
ইমাঁ দঢ় নহে তার জান সর্বথাএ।।
অঙ্গে পীড়া যাহার, গৃহেত ধনহীন।
দুঃখ বশ, লজ্জাবন্ত থাকে অনুদিন।
মনে চিন্তা, বৃত্তিহীন, ব্যাধিচিন গায়।
তার সঙ্গে ইষ্ট ভাব প্রভুর সদাএ।
চারিশত বৎসর করিল রাজ্য ভোগ।
ফেরাউন অঙ্গেত না ছিল কোন রোগ।। [২১৭০]
স্বাস্থ্যে কর শোকর, ব্যাধিএ কর ক্ষেমা।
কাকে না কহিঅ প্রভু পীড়া দিছে আমা।।
ব্যাধিএ ঔষধ দিতে মানা নাহি করে।
কিন্তু আশা না রাখিঅ ঔষধ উপরে।।

ঈশ্বর দঢ়াই মাত্র করিঅ প্রয়োগ।
সেই সে পারএ দিতে, খণ্ডাইতে রোগ।।
বহু পুণ্য যদি পীড়া সহিআ থাকএ।
ধিক লাভ হএ যদি লোকেত না কএ।।
[ঔষধ না দিআ যদি ক্ষেমা ধরে মনে।
সর্ব দুঃখে ঔষধ নাহিক প্রভু বিনে।।] [২১৮০]
যদি শুন ব্যাধিএ পীড়িত কোনজন।
শীঘ্র গিআ তাহারে করহ সম্ভাষণ।।
ক্রোশধিক পন্থ হৈলে যাইতে উচিত।
না গেলে মহিমা নাহি ঈশ্বর বিদিত।।
বিনি মুখে বলে বিধি ব্যাধি হৈল মোর।
তিলেক দেখিতে ইচ্ছা না হইল তোর।।
ব্যাধিমন্তে দেখিআ যেকিছু পার দিবা।
কল্যাণের আশীর্বাদ তাহাতে মাগিবা।।[১১]
পীড়া হৈলে না তেজিঅ ঈশ্বরের সেবা।
শুতি পার, বসি পার নামাজ পড়িবা।। [২১৯০]
'জহমত' জানিঅ খোদার রহমত।
কজাত হইআ রাজী কর এবাদত।।[১২]
ফরজ তরক কৈলে ঈশ্বরের রোষ।
যতনে আদায় কৈলে হএন্ত সন্তোষ।।
শীঘ্র দেও সদকা অসুস্থ হৈলে গাএ।
এথধিক ঔষধ নাহিক সর্বথাএ।।

সপ্তত্রিংশ বাব—চিন্তা শোকের কথা

চিন্তা শোক কথা শুন সপ্তত্রিংশ বাবে।
বান্ধব মরণে রহিবেক যেই ভাবে।।
বান্ধব বিয়োগে যেবা রহে ক্ষেমা মনে।
নবীকুল সম পুণ্য পাএ সেই জনে।। [২২০০]
মনেত ভাবিআ দেখ সাধু সদ্ ভাই।
ক্ষেমা ধরিছেন্ত নবী কত শোক পাই।।

[চারি পুত্র আদি যথ মরিল বান্ধব।
কত দুঃখ পাইছেন্ত, কথেক সাগর।।
ঈশ্বর ভাবিয়া মনে ছিলা ক্ষেমা ধরি।
না কান্দি, না কহি ছিলা ধৈর্যতা আচরি।।]
না কান্দিঅ অতিশয, অতি উচ্চ রাও।
বুকে মুখে ললাটেত না হানিঅ ঘাও।।
না ফাড়িব বসন, না উপাড়িব কেশ।
জ্ঞান তেজি না হইব পাগলের বেশ।। [২২১০]
বুকেত মুটকি হানি করি হায় হায়।
ভূমি পাক না দিব জাহিল নারী প্রায়।।
একেশ্বর না থাকিঅ তেজি জ্ঞাতি শয্যা।
না থাকিঅ অনাহারে, না তেজিঅ লজ্জা।।
গৃহ অন্ধকার না রাখিঅ কদাচন।
না তেজিঅ নিজ গৃহ 'সুড়ন' লেপন।।[১]
অপবিত্র বসনে কদাপি না থাকিব।
শ্বেত তেজি শ্যাম নীল বস্ত্র না পড়িব।।
মস্তকের বস্ত্র না ফেলিব কদাচন।
রহিতে না পারে ধীরে করিব রোদন।। [২২২০]
দ্বীন-ছিদ্র-বক্ষা মহা আলেম যে জন।
তাহান মরণে মাত্র বেকত শোচন।।[২]
[আলিমে ইসলাম তত্ত্ব করে প্রকাশিত।
অলিম সবার লাগি কান্দিতে উচিত।।
পণ্ডিতের লাগি বড় কান্দে যেইজন।
পাপ নাশে বহু পুণ্য পাএ সেইজন।।][৩]
যেই চিন্তা ক্লেশ ঘটে সংসারের রীতে।
প্রভুকে ভাবিব মাত্র ধৈর্য ধরি চিতে।।
গৃহেত প্রদীপ হীন, ভগ্ন পাত্র আর।
ক্ষুধাবন্ত থাকে কিবা জালেম প্রহার।। [২২৩০]
এইসব দুঃখ চিন্তা সুখ পরমান।
প্রভুতে থাকিলে রাজী পশ্চাতে কল্যাণ।।
মুমিন ওফাত শুনি তুরিতে যাইবা।
দাফনে হাজির হই সুন্নত পালিবা।।
পাপী জন লাগি যদি 'এআদত' করে।[৪]
শাস্ত্র নীতি আছে চাহ 'হেদায়া' ভিতরে।।

জানাজার পাছে মাত্র করিবা পয়ান।
অন্য কথা না কহিবা, পড়িবা কোরান।।
হাটে ঘাটে ডাকাডাকি না কহিবা কথা।
মরিছে অমুক জন শীঘ্র আইস এথা।। [২২৪০]
অঙ্গে ঘাও হানি না কান্দিঅ উঞ্চ রাএ।
ফল ফুল কিছু না রাখিব জানাজাএ।।
চৌকোণ তেজিআ গোর মৎস্যপৃষ্ঠ প্রায়।
না কর শর্‌বত পান, না নিবা তথাএ।।
[শরীর তেজিআ প্রাণ যাইতে সময়।
অল্প অল্প জল মুখে দিতে যুক্ত হএ।।]
ফল আদি কোন বস্তু না খাইবা, না নিবা।
হাসি বাজি না করিবা, বস্ত্রে না ঢাকিবা।।
হেটে বামে দক্ষিণে না হএ সুকল্যাণ।[৫]
কেবল শিয়রে বসি পড়িবা কোরাণ।। [২২৫০]
গোরে চুম্ব, সেজদা নাদানে মাত্র করে।
মা' বাপের গোরে পুনি চুম্ব দিতে পারে।।
না করিবা উর্ধ্ব ভাগে ঘোঁঘাট ছাপর।।[৬]
পাপ নাশে যদি লাগে পবন বাদর।।
[ইঁটের বন্ধনে গোর পাকা না করিব।
বৃষ্টি বায়ু পরশনে পাপ বিনাশিব।।]
নকরূহ নকশা লেপন ঘট কৈলে।
সে ধন খয়রাত কৈলে বহু পুণ্য মিলে।।
গোর সম্ভাষণ জান নবীর সুন্নত।
পড়িব ফাতেহা দোআ গিআ অবিরত।। [২২৬০]
তিন দিন সপ্তদিন করি নিয়মিত।
যাইতে গোরের কাছে না হএ উচিত।।
তিন, সপ্ত, চল্লিশ অবধি অন্নদান।
ফকিরেরে ভুঞ্জাইলে অধিক কল্যাণ।।
একসিকি দান কৈলে মওতার লাগি।
হেম তঙ্কা দান সম হএ পুণ্য ভাগী।।

অষ্টাত্রিংশ বাব—শহীদের কথা

অষ্টাত্রিংশ বাব কথা শুন বিদ্গঠ।
যে যে মৃত্যু হন্তে পাএ শহীদ-সম্পদ।।
কাফেরের হাতে মৈলে ঈশ্বরের বাটে।
কিবা যাকে জালেমে জুলুম করি কাটে।। [২২৭০]
না পারে খাইতে পিতে, না নিঃস্বরে কথা।
মহান্ত শহীদ সেই জানিঅ সর্বথা।।
আর যে যে মতে পয়গম্বরে কহিছেন্ত।
মন দিআ শুন কহি শহীদের অন্ত।।
অগ্নিতে দহএ কিবা ডুবে জলান্তরে।
পেট পীড়া, রক্ত শ্যাম, অতিসারে মরে।।
জন্মিআ মরএ কিবা সফরেত দুঃখে।
জুম্মা রাত্রি দিনে মৈলে শাহাদত লেখে।।
আশেক হইআ যদি মরে শুদ্ধ ভাবে।
গীতের ভাবেত মৈলে শাহাদত লভে।। [২২৮০]
শহীদের গতি নারী গর্ভবতী মৈলে।
দেয়ালে পর্বতে চাপি, পড়ি করী তলে।।
অশ্ব পদতলে যেবা পয়মাল হএ।
বজ্রপাত হৈআ যদি তৎকাল মরএ।।
কূপেত পড়িআ যদি মরে কোনজন।
ব্যাঘ্র শূকরের দন্তে যাহার মরণ।।
ঈশ্বরের পন্থে দ্বীন ইসলাম লাগি।
সত্য কহি কাটা গেলে শহীদের ভাগী।।
ঈশ্বরের বৃত্তি খাই কাফেরের হাতে।[১]
যুদ্ধে মৈলে শহীদ মর্তবা অল্প তাতে।। [২২৯০]
পঞ্চশত অব্দ আগে যাইব বেহেস্তে।
খড়্গের শহীদ অন্য শহীদের হস্তে।।[২]
যদি কোন মুমিন মনের অনুরাগে।
সত্য ভাবে ঈশ্বরেত শাহাদত মাগে।।
সেইভাবে জ্বর, শিরঃপীড়াএ মরিলে।
গণিব তাহারে প্রভু শহীদের মেলে।।
বেহেস্তে সংসার সুখ নাহি কার মনে।
কেবল থাকিব লোভ শহীদের সনে।।

শহীদ মৃত্যুক নহে, না বোলহ পাছে।
মরণে জীবন সম স্বর্গ ভোগ আছে।।[৩] [২৩০০]

ঊনচত্বারিংশ বাব—চল্লিশবিধ দুঃখ রীতি

।। রাগ দীর্ঘ ছন্দ ।।

একূণ চল্লিশ বাবে, শুন যবে সদ্‌ভাবে,
চল্লিশ ভঞ্জনে দুঃখ রীত।[১]
করিলে এসব কাম, লক্ষ্মী নাহি সেই ঠাম,
তাহে না করিবা কদাচিত।।
[চল্লিশ ভিতরে, বিভা, সাধু লোকে না করিবা,
করিলে মগজে, ঘুণ ধরে।
বৃক্ষসার গুণরীত, চল্লিশেত সুপূর্ণিত,
অপূর্ণ বীর্যের ফল মরে।।][২]
স্নানের হাজত যবে, কিছু না খাইঅ তবে
চোঙ্গা রন্ধ্রে না খাইঅ জল।
ভগ্ন পাত্র না রাখিঅ, নিশি ঘর না সুড়িঅ,
বিবস্ত্রেত না কর গোসল।।[৩]
গৃহে যথ ভাণ্ড আছে, না ঢাকি না রাখ পাছে,
নারীনাম ধরি না বুলোক।
অন্যত্র পতিরে নারী, কিবা পুত্র সুকমারী,[৪]
মা বাপের নাম না ধরোক।।
আদব বিহীনে অন্ন, না খাইব কদাচন
অপত্য সবেরে না শাপিঅ।
ভগ্ন রুটি ভক্ষ্য দ্রব্য, পাইলে ভিক্ষুক সব,[৫]
কভু তারে কিনি না খাইঅ।। [২৩১০]
ইজার না পিন্ধ উঠা, পাগ না বান্ধিঅ বৈঠা,
ব্যঞ্জক না অযোগ্য উপরে।[৬]
দাণ্ডাইআ রুক্ষ কেশে, চিরুণী না দিঅ পাশে।[৭]
ভগ্ন ফণী না রাখিঅ ঘরে।।

না ফেলিঅ অবশেষ, 'মেকরাখে অধঃকেশ।৮
চল্লিশ অবধি না রাখিঅ।
না হাটিঅ বৃদ্ধ আগে, না বসিঅ উর্ধ্বভাগে,
সর্ব কাষ্ঠে দন্ত না ঘষিঅ।।
রসুন পিয়াজ ছাল, পুড়িলে না হএ ভাল,
না রাখ মর্কট জাল ঘরে।
যদি সে উকুন পাও, জীববন্ত না ফেলাও
নামাজে আলস্য সুখ হরে।।
মিথ্যা বাক্য নিত্যনিত, না অভ্যাস কদাচিত,
লজ্জাস্থানে দৃষ্টি না করিঅ।
'দামানে' না মুছ মুখ, আসিঅা ঘটিব দুঃখ,৯
পিন্ধনে বসন না সিঁআইঅ ।।
ফজর গুজার যবে, মসজিদ হন্তে তবে,
শীঘ্রগতি বাহির না হৈঅ।
বিনি সূর্য না উগিলে, না শুতিঅ প্রাতঃকালে,
ছুরি দন্তে নখ না কাটিঅ।। [২৩২০]
ফল বিচি দন্তে ভাঙ্গি, না খাও কৌতুক লাগি,
দিব্য না করিঅ সত্য হৈলে।
পরিবার ভক্ষ্য কষ্ট, কৈলে হএ লক্ষ্মী ভ্রষ্ট,
কিবা ভক্ষ্যে হস্ত না ধুইলে।।
পতিনারী অনুক্ষণ, কলহ করিলে ঘন,
গৃহ হন্তে লক্ষ্মী দূর হএ।
কহিলুঁ চল্লিশ কথা, যেহেন, রতন গাঁথা,
একচিত্তে রাখিঅ হৃদএ।।
লহরিত দান সিন্ধু, শরণ জনের বন্ধু,
শ্রীযুত সোলায়মান ধীর।
তান আজ্ঞা পরিমাণে, হীন আলাওল ভণে,
পয়ার মধুর সুরু চির।।
চন্দ্রারুণ বায়ুজল, যবে আছে ভূমণ্ডল,
নিত্য সুখ যশ হৌক বৃদ্ধি।
সতত বাড়োক পদ, আয়ুধিক নিরাপদ
মনের মানস হৌক সিদ্ধি।।

চত্বারিংশ বাব—লক্ষ্মী-বৃদ্ধির উপায়

॥ খর্ব ছন্দ ॥

চল্লিশ বাবেত মন দিআ শুন ধীর।
যে যে কর্মে বাড়ে লক্ষ্মী, রহএ সুস্থির॥ [২৩৩০]
'চাস্তের' নামাজ করিবেক অনুদিন।
প্রতি চান্দে রাখ 'আইআম' রোজা তিন॥[১]
প্রাতঃকালে নিদ্রাতেজি সত্বরে উঠিবা।
[বাহির হইআ অজু নিয়মে করিবা॥
শেষ রাত্রি ঘর ছাড়ি বাহিরে ফিরিব।
শরীরে বহুল গুণ, আপদ হরিব॥
শরীরেত প্রভাত পবন সুখ লাগে।
কৃপা নুর বৃষ্টি প্রভু করে অনুরাগে॥][২]
অবিরত প্রভাতে জিকির দোআ পড়ি।[৩]
শুদ্ধ মনে আমান মাগিবা ভক্তি করি॥ [২৩৪০]
নিরঞ্জন শোকর করিবা অনুক্ষণ।
মুসাফ হাদিআ কর দিআ পটু ধন॥
গুণ সঙ্গে 'কামান' কিনিআ রাখ ঘরে।[৪]
জনক জননী সেবা কর নিরন্তরে॥
নিশিত সুরত' 'জুম্মা' পড় ভক্তি মনে।
'মুজাম্মিল' সুরত পড়হ রাত্রি দিনে॥
[পঞ্চ অক্ত আদা করি যে পঞ্চ সুরত।
প্রথমে কহিছি তারে পড় অবিরত॥][৫]
শুক্রবারে নিয়মিত নখ ফেলাইঅ।
'কৌশা' মোজা পড় যদি জবদ পবিত্র॥[৬] [২৩৫০]
আকীকের অঙ্গুরি রাখিঅ নিজ করে।
যত্নে উপকার কর শরণ যে ধরে॥
কার সঙ্গে নিয়ম-রচন না ভাঙ্গিবা।
মসজিদ সুড়িলে বৈভব ধিক পাইবা॥
মক্কা যাইব অবশ্য খাইতে যদি পারে।
মোস্তফার জেয়ারত করিব সত্বরে॥[৭]
[করিবা তত্তিব ভাবে শুদ্ধ কায় মতি
অতুলিত গুণ ধরে কি কহিমু অতি॥

করিলে 'সদাএ' খয়রাত দিব তারে।৮
সির্ফা কাজি ঘরেত রাখিব অনিবারে।। [২৩৬০]
ধনেত বর্কত হৈতে ছাগল পুষিবা।
জুম্মা বুধে অখণ্ডিত সিনান করিবা।।
আশুরা দিবসে অন্ন দ্বিগুণ রান্ধিবা।
গেহু যবে মিশাই রান্ধিআ রুটি খাইবা।।
[রুটি সঙ্গে মিশাই রন্ধন করি খাএ
রসুলের হাদীস, অতুল পুণ্য পাএ।।]
'আঢ়ি ত মাপিআ শষ্য ওজন করিবা।
খাইতে দুই হস্ত ধুই, খাইআ ধুইবা।।
[না বেচিব না কিনিব টানের ওজনে।
মাপিআ বেচিতে আজ্ঞা শাস্ত্রের রচনে।।] [২৩৭০]
ভক্ষ্য অবশেষে শীঘ্র করিবা খেলাল।
একেশ্বর হৈলে নারী করিবা হালাল।।
[কুল কিবা অকুলীন, হৈলে রূপ গুণ।
শরণে রাখিতে কহে শাস্ত্রেত নিপুণ।।
পুরুষের শরণ যদি সে নারী লএ।
পুরুষে তেজিতে নারী উচিত না হএ।।]
এই ত্রিশ কর্মে লক্ষ্মী বাড়ে নিত্যানিত।
ভক্তি ভাবে শাস্ত্র কথা করিঅ প্রতীত।।

একচত্বারিংশ বাব—বেহেস্তের কর্ম

একাধিক চল্লিশ বাবেত শুন ভাই।
যে যে কর্ম করিলে বেহেস্তে হৈব ঠাঁই।। [২৩৮০]
বেহেস্ত জানিঅ সত্যবাদী সব স্থল।
নিত্যানিত তার হেতু কর নেক্ আমল।।
বেহেস্ত পাইতে কর্ম আছএ বহুল।
তার মধ্যে সপ্তবিংশ কথা হএ মূল।।
প্রথমে কলেমা কহ দিলে মুখে সার।
জীবন অবধি ভ্রম না হইঅ তার।।
যথ পার সন্তোষহ মুমিনের চিত।
প্রভু পন্থে অন্ন ভুঞ্জাইবা নিত্যানিত।।

শরিয়ত আজ্ঞাএ বসন পিন্ধ অঙ্গে।[১]
অতিথেরে ভক্তি, যুদ্ধ কাফেরের সঙ্গে।। [২৩৯০]
কেহ মর্ম কহিলে প্রচার না করিবা।
জহমত দিলে প্রভু কাকে না কহিবা।।
এই মতে সর্ব দুঃখ মনেত রাখিবা।
যথ ইতি সৎকর্ম অভ্যাস করিবা।।
যেই মন্দ করএ ভালাই কর তারে।
উপরে বসিতে স্থল দিঅ ফকিরেরে।।
প্রভু সেবা হেতু অঙ্গে দিবা বহু দুঃখ।[২]
'জিনা' না করিবা, ভণ্ড বাক্যে বান্ধ মুখ।।
অপবিত্র ভক্ষ্য কদাচিত না ভক্ষিবা।
সুখে দুঃখে পড়শীরে সদা জিজ্ঞাসিবা।। [২৪০০]
ব্যাধিমন্ত জনেরে দেখিবা যত্ন করি।
লোক প্রতি ক্ষেমা কর ক্রোধ পরিহরি।।
ভক্তজন সঙ্গে থাক ঈশ্বর স্মরিআ।
নির্বলী সহায় হেতু জালেমে তর্জিআ।।[৩]
অজুকালে পড়িবা কলেমা শাহাদত।
কদাচিত না তেজিঅ 'আসর'-সুন্নত।
কার স্থানে কিছু না মাগিঅ প্রভু বিনে।
ঈশ্বরের শোকর করিঅ নিশি দিনে।।
'কুর্সী' দোআ পড় ফর্জ নামাজের শেষে।
ঢোল বাহি স্বর্গে যাও প্রভুর আদেশে।। [২৪১০]
শ্রীযুত সোলায়মান ঈশ্বরের ভক্ত।
এই সব কর্মে নিত্য মন অনুরক্ত।।
সতত অতিথি ভক্তি, নিত্য ভুঞ্জে লোক।
উপকারী, তোষ কর্তা যার মনে শোক।।
বলবন্ত হস্তে নির্বলীরে উদ্ধারিআ।
আনন্দে রাখেন্ত নিজ গাঁটি মাল দিআ।।
আলাওল পাই তান মোহন্ত আরতি।
রচিল পয়ার ছন্দে শাস্ত্রের ভারতী।।[৪]

দ্বিচত্বারিংশ বাব—দোজখের কর্ম

মন দিআ শুন এবে বিয়াল্লিশ বাবে।
দোজখে পড়এ নর যেই কর্ম-সবে।। [২৪২০]
মোশরেক কাফের থাকিব নিরন্তর।
নরকে পুরুষ অল্প রমণী বিস্তর।।
নবশত নিরানব্বই রমণী যাইব।
জনেক পুরুষ দিআ সহস্র ভরিব।।
বেহেস্তেত জানিআ তাহার বিপরীত।
এক নারী দিআ হৈব সহস্র পূরিত।।
যেই যেই কর্মে হএ নরকে গমন।
মন দিআ শুন তার যথ বিবরণ।।
বহুল প্রকার আছে দোজখেত গতি।
তার মাঝে চতুর্বিংশ অধিক নিয়তি।।[১] [২৪৩০]
এক স্বামী আছে মাত্র ত্রিজগ ঈশ্বর।
চিত্তেত না রাখি যদি ভাবএ দোসর।।
তাহাকে মোর্শেক বোলে শুন বুদ্ধিমান।
ভুঞ্জিব নরক ভোগ নাহিক এড়ান।।[২]
কৃপণতা অধিক, থাক মত্তভাবে।
সব হন্তে আপনারে বড় বাসে যবে।।
প্রভু আজ্ঞা না মানে, কুকর্মী সঙ্গে রহে।
ভিক্ষুক দ্বারেত আইলে না দি' মন্দ কহে।।
পারিতে না করে গিআ জুম্মার নামাজ।
সালাম উত্তর নাদে' বড়হি অকাজ।। [২৪৪০]
কর্জ লই পারিতে না করে পরিশোধ।
সদা মন্দ বাক্য মুখে, আরতি বিরোধ।।
অনুচিত কর্ম করে অধিক সাহসে।
অতিথিরে শত্রু সম দেখএ বিরসে।।
মৃত লাগি হিয়া কুটে, বদন আছাড়ে।
বসন ফাড়এ দুঃখে কিবা চুল ছিঁড়ে।।
কিবা সত্য, মনুষ্য—সকলে অল্প ভাব।[৩]
লোকেরে বোলএ মন্দ, খাএ ধনলাভ।।

[পারিতে নামাজ কভু না তেজিঅ ভাই।
এইসব বচন চিত্তেত দেও ঠাঁই।।]   [২৪৫০]
দোজখে পড়িতে কর্ম আছএ বিস্তর।
তার মধ্যে এহি চতুর্বিংশ গুরুতর।।
বেহেস্ত পাইতে কর্ম শুন মন দিআ।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পাল মত্ততা তেজিআ।।
মৌন রূপী থাক তেজি নিঃস্বার্থ বচন।
লোক দেখি নম্র ভাব হৈঅ অনুক্ষণ।।
জনক জননী সেবা কর অনুদিন।
বেহেস্ত পাইতে জান এই মাত্র চিন।।

ত্রিচত্বারিংশ বাব—ইব্রাহিম নবীর সুন্নত

নবীর সুন্নত দশ তেতাল্লিশ বাবে।
অবশ্য করিব তারে মুসলমান সবে।।   [২৪৬০]
কেহ বোলে ইব্রাহিম নবীর সুন্নত।[১]
পযগম্বর সবে কহিছেন্ত এহি মত।।
কপাল পর্যন্ত গর্দানের অবশেষ।
ক্ষুর দিআ ফেলাইবা মধ্যভাগ কেশ।।[২]
অজু কালে মুছিতে লাগএ যেই পানি।
নারী সবে সীমন্ত রাখএ অনুমানি।।
কেবল মককাতে গেলে মুণ্ডন করিবা।
কিবা কোন পীড়া হৈলে ক্ষুরে ফেলাইবা।।
ক্ষুরে ফেলাইতে গোঁফ সবার জুআএ।
যদি রাখে রাখিব ভুরুর লোম প্রায়।।   [২৪৭০]
মেছোআক প্রতি অজু করিতে করিবা।
কক্ষ তল লোম সব উপাড়ি ফেলিবা।।
শাস্ত্রে নাহি দোষ যদি ক্ষুর দিআ ফেলে।
উপাড়িআ ফেলিলে অধিক ভাল বোলে।।
পুত্রের 'সুন্নত' কর সপ্তম বৎসরে।
[সপ্ত আদি অযুক্ত বার অব্দের ভিতরে।।
বার অব্দ গেলে সুন্নতের যুক্ত নএ।
সুন্নত কারণে জান ফর্জ নষ্ট হএ।।

ফর্জ ভঙ্গে প্রভুর নিকটে গুণাগার।
হিন্দু দ্বীনে আসিলে সুন্নত যুক্ত তার।। [২৪৮০]
সুন্নত না করি বার অব্দ বহি গেলে।
অতিদোষ ভাগী হৈব ফরজ নাশিলে।।
কেতাবে এমত আজ্ঞা সুন্নতের তবে।।[৩]
ক্ষুর দিআ ফেল হেট চল্লিশ ভিতরে।।[৪]
অজুত 'গরগরা', নাসা অন্তরেত পানি।[৫]
এই দশ সুন্নত লইবা মনে গুণি।।

চতুশ্চত্বারিংশ বাব—দায়শূন্য খুন

চৌচল্লিশ বাব কথা শুন অনুভাএ।[১]
যেই লোক মারিলে খুনের নাহি দায়।।
নারীরে দাসীরে 'লুতি' যে করিতে চাএ।[২]
সে পুরুষ বধে নারী, নাহি খুন দায়।। [২৪৯০]
রজঃস্বলা নারীত যদি সে মাগে রতি।
খুনের নাহিক দায় যদি বধে পতি।।
যদি সে একেরে একে আইসে মারিবার।
সে তাক বধিলে আগে, বধ নাহি তার।।
কাক, চিল, কুকুরে মনুষ্য কামড়াএ
এইসব 'মুজি'রে বধিলে নাহি দায়।।[৩]
সর্প, বিছা, মুষিক পাইলে শীঘ্র মার।
'মাশারেক' কেতাবেত, খুন নাহি তার।।[৪]
যথ মুজি লাগ পাও পশুপক্ষী নর।
শীঘ্র গতি মারহ খুনের নাহি ডর।। [২৫০০]
কবুতর ভক্ষিবারে যে মার্জারে ধরে।
গৃহেত থাকিআ ভক্ষ্য বস্তু নষ্ট করে।।[৫]
তাহাক মারিলে ধিক পাপ নাহি তাত।
করিবা দেরেম দশ তাহার খয়রাত।।
কেতাবে হুকুম করে মারিতে তাহারে।
অধিক ছোআব যদি পরাণে না মারে।।

যাবত না হই থাকে জীবন সঞ্চার।
গর্ভপাত রমণীর পারে করিবার।।
কেহ কেহ কহিছেন্ত দোষ নাহি তাএ।
কিন্তু যদি রাখএ অধিক পুণ্য পাএ।। [২৫১০]
রমণ সময় বিন্দু অন্তর বাহিরে।
নারী আজন্ম অনুরূপে ফেলিতে না পারে।।
[নিজ নারী হএ কিবা দাসী পরাঙ্গনা।
না লই নারীর আজ্ঞা যাইবারে মানা।।][৬]
যদি দাসী সঙ্গে হএ ঈশ্বরের ইচ্ছা।[৭]
শাস্ত্রের বচন সত্য, না বুলিঅ মিছা।।
[কিতাবেত সাক্ষি কথা মিছা না জানিঅ
সর্বেত কুশল হৈব, যতনে পালিঅ।।][৮]

পঞ্চচত্বারিংশ বাব—নানা ব্যবস্থার কথা

নানান ব্যবস্থা পঞ্চ চল্লিশের বাবে।
একে একে কহোঁ মন দিআ শুন সবে।। [২৫২০]
জ্যোতিষ অভ্যাস কর এই 'মেকদার'।[১]
নামাজ সময়, ভাল মন্দ বুঝিবার।।
সফরে যাইতে আব পশ্চিম চিনিতে।
এথধিক শিখ যদি পেটের নিমিত্তে।।[২]
নৃপতি করিলে দান লইতে উচিত।
দুষ্ট ধন জানিলে না লৈঅ কদাচিত।।
কেহ কেহ বোলে না লওন অতি ভাল।
কিন্তু জানি না লইবা নাপাকের মাল।।
দূর হন্তে আসি শীঘ্র না যাইবা ঘরে।
পরিবার জানাইবা প্রবেশি অন্তরে।। [২৫৩০]
অতিজীর্ণ মুসাফ জুড়িতে নার যারে।
বসনে লেপটি পুনি দাফনিঅ তারে।।
যুদ্ধে যাইতে সৈন্য মধ্যে মুসাফ, রমণী।
এ দুই না নিব সঙ্গে মনে অনুমানি।।

আপনার সৈন্য যদি বলবন্ত হএ।
তথাপি না নিব সঙ্গে শাস্ত্রে নিষেধএ।।
নিজ পুত্র মাগে যদি তৃষ্ণাকুল আন।[৩]
অর্ধ রাত্রি উঠি কবাইলে জলপান।।
জন্মার্জিত পাপ তার সব নাশ হএ।
এহি উপদেশ মনে দঢ়াও নিশ্চয়।। [২৫৪০]
অঙ্গে দুঃখ দেহ পরিবার পোষ্য আশে।
দান সম পুণ্য পাএ ঈশ্বরের পাশে।।
জালেমে জুলুম করি সিকি যদি লএ।
প্রভু স্থানে হেমতঙ্কা দান পুণ্য হএ।।
এথা যেই পাট বস্ত্র পিন্ধে, মদ্য খাএ।
বেহেস্তে না পাইব দোহ, জান সর্বথাএ।
ফকিরে মাগন হন্তে যেই অতি ভাল।
কহি শুন যে যে বস্তু তাহার হালাল।।
যদি কোন ভাঙ্গা বস্ত্র পন্থে পড়ি থাকে।[৪]
তুলি নিআ সিলাইআ পিন্ধিবা তাহাকে।। [২৫৫০]
ভাঙ্গা ফল কেহ যদি ফেলি থাকে দ্বারে।
তুলি নিআ মন সুখে খাইবা তাহারে।।
খরবুজা, আনার বাকল যথা পাইব।
তুলি নিআ শুকাইআ বেচি তারে খাইব।।
ছাগল গরুর লাদি পাএ যথাতথা।
লই যাই তারে বেচি খাইব সর্বথা।।
তার স্বামী দেখি যদি কৃপণতা করে।
তবে পুনি তুলি নিতে না পারে তাহারে।।
বাদাম 'শককর' দিল দামাদ নিশ্চিত।
নিছি ফেলি নিআ তারে রাখিত খাইত।। [২৫৬০]
স্বামী আজ্ঞা বিনু তারে খাইবারে নারে।
আর যার ইচ্ছা তুলি খাইবারে পারে।।
ফকিরেরে খয়রাত করিতে যেই ধন।
যার হস্তে দেএ, না রাখিব কদাচন।।
যদিবা দুঃখিতে ঝাঁটে খয়রাত-মাল।
ধন স্বামী আজ্ঞা বিনু না হএ হালাল।।

শিষ্যরে পড়াএ কিবা আজান কহএ।
অতিদোষ যদি সে 'মুলুআ'-ধন লএ।।[৫]
দোকানীর দ্বারে যদি আটা পড়ি থাকে।
স্বামী আজ্ঞা বিনু তুলি না লৈব তাহাকে।। [২৫৭০]
কার ঘরে অন্ন খাইতে হৈআ মেহমান।।
নিজ ইচ্ছা আনেরে করিতে নারে দান।।
[ভারী মেহমানি এ যে 'মুৎসুদ্দি' হৈব।[৬]
স্বামী আজ্ঞা লই যোগ্য যুক্ত ব্যবস্থিব।।
নিজ ইচ্ছাএ আপনা মিত্র ভাবি কাবে।
স্বামী আজ্ঞা বিনে 'বাড়া' দিবারে না পাবে।।[৭]
মেহমান হৈলে আপে যে পাএ খাইব।
নিজ মন মতে ভিন্ন জন না ডাকিব।।][৮]
স্বামী আজ্ঞা বিনু কোন বস্তু দিতে নারে।
সর্ব মাত্র অস্থি কুকুরেবে দিতে পারে।। [২৫৮০]
[যথ জনে স্বামী আজ্ঞা বিনে বস্তু নাড়ে।
এক লক্ষ গুণ দাবী দিবেক আখেরে।।]
বিনি কয দিআ বেচিবাবে নারে চর্ম।
যদি লঙ্ঘি বেচএ অনীতি সেই কর্ম।।
[নবীন ভাণ্ড ভাঙ্গা কি মাটি যদি খাএ।
সে সবের মতি ভাল নহে সর্বখাএ।।]
মৃত্তিকা ভক্ষিতে দেখি ছাড়ি উপরোধ।
মহাজন দেখি মাত্র করিব নিরোধ।
বিস্তর খাইল মাটি' 'ফিরোআঁ হামান'।
সেই লাগি তাক না খাএন্ত মুসল্‌মান।। [২৫৯০]
[যে যে মতে দাম কিনি ফিরি দিতে পারে।
মন দিআ শুন একে একে কহি তারে।।]
যদি মাটি ভক্ষএ, চিকন লোম কায।
ঠেঙ্গা লাঠি মারণ চাবুক চিন গাএ।।
আনজন হস্তে যদি বহুল ভক্ষএ।
'খোলাসা'এ এহি সব ফিরাইতে কএ।।[৯]
মস্‌জিদ উঠাও যদি 'তঙ্গ' না করিবা।
মূল্য দিআ চারি দিগে মৃত্তিকা কিনিবা।।

তঙ্গ-মসজিদে নিজ অঙ্গ উদ্ধারিব।
'ফরাগতে' মাতাপিতা সহ তার হৈব।। [২৬০০]
নবীর 'আসাবা' সবে মক্কার লাগিআ।[১০]
চারিদিক ধরণী কিনিল মূল্য দিআ।।
মুমিনে দেখিআ যেবা করএ আদর।
পাপ ক্ষয় হৈব তার, পুণ্য বহুতব।।
মন্দকারী দেখিআ আচর মন্দ বোল।
কদাচিত ফাসেকেরে না বুলিঅ ভাল।।
ফাসেকেরে বাখান কবিলে কোনজন।
ক্রোধে কম্পমান হএ প্রভুর আসন।।
[ধর্মতেজি যে সবে কুকর্ম আচরেন্ত।
কাফেরেরে বাখানিলে প্রভু ক্রোধবন্ত।। [২৬১০]
নষ্ট দুষ্ট কুজন প্রশংসা না করিব।
কুফর বাখানে ক্রুদ্ধ নিরঞ্জন হৈব।।][১১]

উপসংহার

প্রভু দয়ালের স্থানে হীনে মাগে বর।
নিজ কৃপা হস্তে সর্বস্থানে রক্ষাকর।।
ধনীজন দেখি যেন নির্ধনী 'শুমার'।
বিনি ধনে মোর মন কর 'তআঙ্গর'।।[১]
[কাতরের কাকুতি শুনহ করতার।
দোষ ক্ষেমি কৃপা কর সেবক তোমার।।
কৃপা সিন্ধু তুমি এক ত্রিজগৎ-পতি।
বিনু লক্ষ্য মহিমা উজ্জ্বল জগ-জ্যোতি।। [২৬২০]
নাহিক দাসের লক্ষ্য তুমি বিনু আর।
ঘোর পাপ হস্তে মোরে করহ উদ্ধার।।]
হীন বুদ্ধি মোর বৃত্তি বহু দাগা বাজি।
ক্ষেমা গুণে ফকির ফোকরা রাখ রাজী।[২]
চিত্ত হস্তে খণ্ডাও যথেক মন্দ ভাব।
না নিঅ হীনের দ্বারে হৈলে ধিক লাভ।।
ভক্ষ্য লাগি মন না করিঅ ছত্রাকার।
তুমি বিনু অন্য আশা খণ্ডাও আমার।।

সবর শোকর দানে কর মোরে গুণী।
এ দুই পাইলে হৈমু দোহ জাগ ধনী।। [২৬৩০]
[দৈবে মহাপাপী আমি নাহি পুণ্য আশা।
কেবল করিম কৃপা পাপীর ভরসা।।
তুমি শক্তি না দিলে উচিত বাক্য ধন্ধ।
রচিলুঁ পুস্তক যেবা বোলে ভাল মন্দ।।
কি যোগ্যতা ধরএ 'লাবুক' কাষ্ঠতন্ত্র।[৩]
যে বোল বোলএ যন্ত্রী সেই বোলে যন্ত্র।
কর্তব্যাকর্তব্য যথা তাহার সমস্ত।
কাষ্ঠের পুত্তলি হেন শিল্পকের হস্ত।[৪]
ত্রিজগতে যথ বিন্দু, সিন্ধু জপে সব।
যেন এক বৃক্ষ পরে সহস্র পল্লব। [২৬৪০]
জ্ঞানবন্ত জন মনে মাত্র একভাব।
দুই ভাব ভাবিলে তত্ত্বেত নাহি লাভ।[৫]]
আয় প্রভু মোহম্মদ নবীব পীরিতে।
আর যথ পয়গম্বর, ওলী সম্বোধিতে।।
সকলের মনে প্রবেশৌক এই গ্রন্থ।
মুক্তা প্রায কর্ণে কণ্ঠ পরৌক মোহন্ত।।
[শ্রীযুত ইস্থফ গদা মহাসত্য ওলী।
রচিলা বযেত ছন্দে মনেত আকলি।।]
সপ্ত শত একাশি বযেত কৈলা সার।
রবিউল আখের দশ দিন সোমবার।। [২৬৫০]
[তান পদে ভক্তি কবি হৈআ পৃষ্ঠগামী।
ঘোল অবশেষ ঘৃত ছাঁকি লৈলুঁ আমি।।
বিশেষ মোহন্ত আজ্ঞা না যাএ লঙ্ঘন।
তেকারণে কষ্ঠ পন্থে করিলুঁ গমন।।]
শ্রীযুত সোলায়মান সুপণ্ডিত দাতা।
আপনে সৎগুণ গুণবন্ত পালয়িতা।।[৬]
দত্ত-শক্তি লোক-উপকার ভাবরস।[৭]
এ সকল বিধাতা করিছে তান বশ।।
শিষ্টাশিষ্ট, কৃষ্ট পুষ্ট, মিষ্ট সম্ভাষণ।
ধনে বাক্যে মুক্তকারী, যে লএ শরণ।। [২৬৬০]
কহিতে না আঁটি আমি মহিমা অবধি।

আশীর্বাদ, সিদ্ধি কর প্রভু কৃপানিধি।।
সপুত্র বান্ধব হৌক অরোগ চিরায়ু।
কীর্তি পূর্ণ মহী, যশ অগ্নিজল বায়ু।।
সম্মানে রাখৌক বিধি যাবত জীবন।
রাখৌক বৈভব পদানত অনুক্ষণ।।[৮]
তান পোষ্য হীন আলাওল জীর্ণকায়।
রচিল শাস্ত্রের কথা পয়ার ভাষাএ।।
তান দান স্মরিআ যে জল বরিখএ।
তেকারণে মুক্তা প্রায় বাক্য নিঃসরএ।। [২৬৭০]
এহি পুস্তকের কথা কৈলে দঢ় ভাব।
দ্বীন দুনি' আছে দুই, হইবেক লাভ।।[৯]
পরিশ্রমে রচিলুম মনে ভাবি উক্তি।
যেবা পড়ে যেবা শুনে অন্তে হৈব মুক্তি।।
পুস্তক সমাপ্ত সংখ্যা শুন মুসলমানী।
রাম সিন্ধু নবধিক লও পরিমানি।।
শাবানের চতুর্দশ দিন সোমবার।
সমুখে বরাত নিশি শুভ যোগসার।।
তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই যাম।
'তত্ত্ব উপদেশ' এহি পুস্তকের নাম।। [২৬৮০]
মন্বদের সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণয়।
ঋতু যোগ অভ্র এক বসন্ত সময়।।
ফাল্গুন মাসেত জান চতুর্বিংশ সোম।
সমাপ্ত হৈল এহি পুস্তক মনোরম। [২৬৮৪]

পাঠান্তর ও টীকা

হামদ ও নাত

১. 'কাঙ্গুরা : كنگره —কঙ্গুরহ্ ফারসী শব্দ, অর্থ খিলান।

২. 'শহদশক্কর : شهد شكر—শহদ শকর ফারসী শব্দ, অর্থ মধু চিনি।

৩. 'আপনার সর্ব সৃষ্টি থেকে' মিত্র রূপে রাখি' পর্যন্ত অংশটি মূলের-'তিনি তাঁর প্রিয় বান্ধবকেও এই দান সম্ভাবের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন'—এ একটি ছত্রের ভাবানুবাদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'হামদ' অংশের পাঠ আমরা মাত্র (ক)-পুথিটিতেই পেয়েছি।

৪. 'ছাপান': গুপ্ত।

৫. লৌলাক-ছত্র : لولاك لما خلقت الافلاك---লওলক লমা খলক্তুল আফলাক—'তুমি না হলে গ্রহমণ্ডলী সৃষ্টি করতাম না' এই হাদীসে কুদসীতে খোদা প্রদত্ত মর্যাদা ছত্র।

৬. 'ডাকুআ : ডাক+উআ প্রত্যয়, অর্থ অনুগামী, অনুচর।

ভূমিকা

১. কতগুলি প্রসিদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থের নাম।

২. 'আম : عام—'আম আরবী শব্দ, অর্থ সর্বসাধারণ।

৩. 'মহাজন পাই ক্ষেমে' থেকে 'বন্দিএ যে পীর' পর্যন্ত অংশটি মাত্র (ক)-পুথিতে পেয়েছি। অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।

৪. 'সর্বটুটি আসে যথকাল হএ অন্ত' (ক), (চ)।

৫. 'আদ্যের কবির ভাগ্য প্রবল আছএ' ('চ পাঠে উদ্ধৃত 'চ' পুথি)।

৬. 'আল্লার ফরমান বহু নানা শাস্ত্র কথা (চ)।

প্রথম বাব

১. 'সমান সীমানা নাহি তাহান দোসর' (চ)।

২. 'পাথাল': পাথ>প্রস্ত+আল প্রত্যয়; পাঠান্তর—'পাতল' (চ)।

৩. 'সদা জীএ বিনু চক্ষে দেখে কর্ণে শুনে' (চ)।

৪. 'চিন্তা কাতরতা নাই ভাবনা বিষম' (চ)।

৫. 'প্রভুরে স্বপনে দেখে' থেকে 'কহন না যাএ' পর্যন্ত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। আমাদের অবলম্বিত অন্য কোন পুথিতে পাইনি। তাই এ অংশটিকে প্রক্ষেপ বলে মনে করি।

৬. এ দু'টি ছত্র মূলে অধ্যায়ের আদিতে রয়েছে।

দ্বিতীয় বাব

১. 'খালেক': خالق—খালিক আরবী শব্দ, অর্থ স্রষ্টা; 'খলক: خلق আরবী শব্দ, অর্থ সৃষ্টি—এখানে জনসমাজ।

২. 'যেইজন মুখে কহে অপ্রত্যয় চিত' (খ)।

৩. 'অজন্ম জাহিল থাকে নরকেত পড়ে' (চ)।

৪. 'মুকল্লিদ মু'তবর': مقلد معتبر আরবী শব্দ, অর্থ শাস্ত্রগ্রাহ্য অনুসারী। 'মুকল্লিদ ফাসিদ: فاسد—ফাসিদ আরবী শব্দ, অর্থ ভ্রষ্ট। কবি আলাওল এ দু'টি পরিভাষার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৫. 'উপকথা দৃষ্টান্তেত কর্তব্যাসে মূল' (চ)।

৬. পাঠান্তর: 'প্রত্যেক' (চ)।

৭. পাঠান্তর: 'হৈব অব্যাহতি' (চ)। মূলে আছে—'যদি তুমি অনেক পাপ করে থাকো, তবে তার সম পরিমাণ পুণ্য করো; 'তওবা'র কথা নেই।

৮. 'ফুসাফুসি': ফিসফিস, কানাকানি; অনুকারক শব্দ।

তৃতীয় বাব

১. 'দুগ্ধরস সম বিচারিলে আদ্যভাগ।
মথিতে মথিতে শেষে পাত্র ঘৃত লাগ' (চ)।।
'দুগ্ধের সমান বিরচিব আদ্যভাগ' (ক)।

২. 'পুছার': √পূছ্ সং: অর্থ জিজ্ঞাসা।

৩. 'যেমত তুলারে চাপে অঙ্গার শলাএ' (চ)।
'দলনে দলিআ যেন ইক্ষুরস লএ' (ক)।

৪. পাঠান্তর: 'সুসম অন্ন হৈব' (চ)।

৫. পাঠান্তর: 'উম্মত চেরাগ কুপি'।

৬. 'হইব স্বর্গের বৃষ্টি চল্লিশ বরিষ।
উঠিব সবের অঙ্গ গেজের সদৃশ।।
তরু গেজ তুল্য গাছ হৈব ভূমি হোতে।
বৃষ্টি জলে শরীর হইব তরু মতে' (চ)।।
'দুই ফুঁক মধ্যে জান চল্লিশ বরিষ।
গজাইব অঙ্কুর যে তৃণের সদৃশ (ক)।।

৭. 'কেরামুন কাতেবীন': كراما كاتبين—কিরামান্ কাতিবীন, কোরানের বাক্যাংশ বিশেষ, অর্থ মর্যাদাশীল লেখকবৃন্দ। কোরানে আছে: 'অবশ্যই তোমাদের উপর রক্ষিগণ রয়েছে, মর্যাদাবান লেখকগণ; তারা জানে, যা তোমরা করছো।' পাঠান্তর: 'অতিবড় লেখক'।

৮. 'পৃষ্ঠা ছিঁড়ি নিকালিয়া বাম হস্তে দিব' (চ)। মূলে পৃষ্ঠ বা পৃষ্ঠা কোনটিই নেই। অবশ্য কোরানে আছে, 'আর যাকে পৃষ্ঠ পশ্চাতে পুস্তক দেয়া হবে। সে সত্বর মৃত্যুকে ডাকবে, দোজকে জ্বলবে।'

৯. 'কেহ অশ্ব উষ্ট্র বোরাকের গতি পাএ' (চ)।

১০. 'হাউজ কাওসর হস্তে জান বধুগণ' (চ)।

১১. 'মখলুক': مخلوق—মখলূক আরবী শব্দ, অর্থ সৃষ্ট। পাঠান্তর: 'মনুষ্যক' (খ)।

১২. 'মালিক: مالك —আরবী শব্দ, দোজখের দারোগার নাম। পাঠান্তর: 'মাল্লিক নরক রাজ্যে রহে নিরন্তর (চ)। 'রিযোয়ান': رضوان—রিয্‌বান আরবী শব্দ, বেহেশ্‌তের দ্বারবানের নাম।

১৩. 'মুকর্রব': مقرب —মুকরব আরবী শব্দ, অর্থ বিশিষ্ট।

১৪. 'তান পাশে অধিক আয়েশা জগমাতা' (চ)।

১৫. আসহাব সকলের হেন কর জ্ঞান (চ)। 'আসবা': < اصحاب আসহাব আরবী শব্দ, অর্থ সাথিগণ।

১৬. 'মিছাকের রোজ: ميثاق —মীসাক আরবী শব্দ, অর্থ প্রতিজ্ঞা। মূলে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। আলাওল যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা কোরানের আয়াত বিশেষের ভাবানুবাদ।

১৭. 'অস্তি তুমি পালয়িতা করিল প্রচার' (খ)।

১৮. 'ষষ্ট জগ ফানি না হৈব কদাচিত।
প্রথমেত স্বর্গ আর নরক নিশ্চিত।।
আর্শ আব কুর্সী আদি এ লৌহকলম।
এ ছয় না হৈব ফানি বুঝ নিভরম' (ক)।।

১৯. 'যদি ছল বল করে' থেকে 'রহ মুসাফির' পর্যন্ত অংশটি মূল পুস্তিকায় প্রক্ষিপ্ত বলে বিবেচিত হয়েছে।

২০. 'অর্ধাঅর্ধি আসঙ্গ সে ফুটিয়া রমিব' (চ)।
'অব্দাবধি নিঃশঙ্ক কুঠিতে আরামিব' (খ)।

চতুর্থ বাব

১. 'এই জ্ঞান বস্তু জান পড়ি মহালাভ' (ক, খ, চ)।

২. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত সম্পূর্ণ অংশটি (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। আমাদের অবলম্বিত পুথিসমূহে এ অংশটি নেই। প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।

৩. 'দান কালে ধন দ্রব্য বহু কিছু পাইব' (চ)।

৪. 'কার্য হেতু যথ কিছু মাগে তারে দিবা' (খ)।

৫. একহি আলিয়ে যথ নির্যাএ শয়তান' (ক, খ, গ)।
৬. 'নারদে ভুলাএ শীঘ্র' থেকে 'না যাএ শ'তানে' পর্যন্ত অংশটি (চ)-পাঠ গ্রহণ করেছি। আমাদের অবলম্বিত পুথিগুলিতে নেই। প্রক্ষেপ বলে মনে হয়।
৭. 'করিল প্রভুর সেবা হাজার বৎসর' (খ, গ, চ)।

পঞ্চম বাব

১. 'রোযা ভঙ্গে গরগরা করিতে অনুচিত' (চ)।
২. 'ওযু সঙ্গে গোঁফ দাড়ি করিবা খিলাল।
দাড়ীতে ফিরাএ ফনি প্রভু হএ কৃপাল' (চ)।
৩. 'ভুরু যুগ দাড়ি চুল কপালে কি বুকে।
সুগন্ধি দিবেক স্বর্গে রহিব কৌতুকে' (চ)।।
৪. 'নাকআ: نقع —নক'আ আরবী শব্দ, অর্থ উড়ন্ত ধূলিবালি।
৫. 'শুকরানা: شکرانه —শুকরানহ্‌ ফারসী শব্দ। অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশক। এখানে দুই রাকাত নামাজ।

ষষ্ঠ বাব

১. 'নামাজ না পড়ে যে মুখের ছিবি টুটে' (ক)।
২. 'বাঙ্গ': بانگ —ফারসী শব্দ, অর্থ আওয়াজ: এখানে আজান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৩. 'এশরাক': اشراق —ইশরাক আরবী শব্দ, অর্থ উজ্জ্বল হওয়া। 'চাস্ত: چاشت —চাশ্‌ত ফারসী শব্দ, অর্থ প্রহরেক বেলা, নাশ্‌তার সময়। পাঠান্তর: 'নয় দণ্ড বেলা অন্তে চাস্ত গজারিবা' (ঘ)।
৪. 'ফরিজা: فريضه —ফরীয: আরবী শব্দ, অর্থ ফরজ, অবশ্য পালনীয়।
৫. 'আয়তুল কুরসী: কোরানের আয়াত বিশেষ, যাতে খোদার 'কুরসী' (সিংহাসন): এর উল্লেখ রয়েছে। পাঠান্তর: 'আয়াতুল আগে পড়িঅ সর্বথা' (চ)।
৬. অতিরিক্ত পাঠ: আযুরা না লই এই কর্ম করে।
প্রভুর নিকটে বহু সম্পদ আখেরে (চ)।। প্রক্ষেপ বলে মনে হয়।
৭. 'তুমিত না দেখ তারে সে দেখে নিশ্চিত' (ক)।
৮. 'বুদ্ধি রত্ন পাইছ বিধাতা দিছে শক্তি' (চ)।
৯. 'যেন মতে বাজে তফা পণ্যান্তরে শূন্য' (চ)।
১০. 'সৎ কর্মে বিমতি পাপের নাহি অন্ত' (চ)।
১১. 'আঁখি জুতি বিনু পন্থ না দেখে নয়ন' (খ)।
'সেই জুতি বিনু পন্থ না দেখি নয়ন' (চ)।

সপ্তম বাব

১. 'অসুল': اصول --উসূল আরবী اصل আসল শব্দের বহুবচন। অর্থ মূল।
২. পাঠান্তর:' 'নয় রতি' ; কিন্তু কোন পাঠই শুদ্ধ নয়। মূলে আছে, 'বিশ মিসকালে আধা-মিসকানে দেবে'। মিসকালের অনুবাদ মাষা করা ঠিক হয়নি। কারণ এক মিসকাল সাড়ে চারি মাষার সমান।
৩. পাঠান্তর: 'বিশে এক ভোগ'। পাঠটি অশুদ্ধ। অবশ্য কোন পুথিতেই শুদ্ধ পাঠ পাওয়া যায়নি। শাস্ত্র নির্দিষ্ট শস্যের জাকাত দশের এক ভাগ; মূলে তাই আছে। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ হবে, 'শস্যের জাকাত দিক দশে এক ভাগ'।
৪. 'কবির': تكبير --তকবীর আরবী শব্দ, অর্থ 'আল্লাহ আকবর' বলা।
৫. 'খানী: শাস্ত্র পুস্তকের নাম। খুব সম্ভব 'ফতোয়া কাজী খান'।
৬. 'মনে দুঃখ না দিঅ বিমুখ কটু বাকে' (চ)।

অষ্টম বাব

১. এর পরে একটি বয়েতের অনুবাদ আলাওল করেননি।
২. 'কমরূহ': مكروه --আরবী শব্দ, অর্থ অপছন্দনীয়।
৩. মূলে এর পরে 'এতেকাফ' এর বর্ণনা রয়েছে দুটি বয়েতে। আলাওল এর যথাযথ অনুবাদ করেননি।
৪. 'আর এক রেওয়ায়েতে কহিছে যেমন' থেকে 'হইআ যাইব শীঘ্র চপলার মতে' পর্যন্ত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি। আমাদের অবলম্বিত কোন পুথিতে পাইনি। শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ সাহেবও মাত্র দু'টি পুথিতে এ অংশটি পেয়েছেন। মূলে এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। প্রক্ষেপ বলে মনে করি।

নবম বাব

১. 'সাফা মারোআ': মক্কার সন্নিকটস্থ দু'টি পাহাড়ে নাম।
২. 'রাই ভক্ষি শনিবারে পূর্বে চল সখে' (খ)।
৩. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত অংশটি (চ) পাঠ থেকে নিয়েছি। প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করি। মূলে এখানে জেহাদ সম্পর্কে তিনটি বয়েত বিদ্যমান। আলাওল এর কোন অনুবাদ করেননি।

দশম বাব

১. 'পুন্যদর্জা কি পাইব ধিক পাপ ফলে (চ)। 'দর্সের: درس --দরস্ আরবী শব্দ, অর্থ পাঠ। মূলে আছে, 'বানান করে হরফ উচ্চারণ করাকে কোরান পাঠ বলা যায় না।

২. 'তাবারক': সুরা মুলক। মূলে 'মুল্‌ক' শব্দটি আছে।
৩. পাঠান্তর: 'নিঃসঙ্কট' (চ)।
৪. 'মিথ্যাবাক্য নষ্ট ভক্ষ্যে পক্ষী উড়ি যাএ' (চ)। মূলে আছে, কবুল যেন একটি পাখী, সত্য ও বৈধতা তার দু'টি পাখা ; সে কখনো উড়তে পারিবে না, যদি তুমি তার দু'টি পাখাই ছিঁড়ে ফেলো।'
৫. 'সালাআত:' صلوات —সলবাত আরবী শব্দ, অর্থ দরুদ।
৬. মাগিবেক অকালেত হইতে বাদর' (ক, গ)।
'মাগিবেক অকালেত না হৈতে বাদব' (চ)। এ উভয় পাঠান্তর অশুদ্ধ। মূলে আছে, 'যে সময় বৃষ্টি হয়'।
৭. 'প্রভুস্থানে তার লাগি মাগ দোয়াবর' (চ)। মূলে আছে, 'যদি কেউ দীর্ঘ দোয়া করে, তবে মুসাফির হওয়ার জন্য বা অন্য কোন কারণে ছেড়ে চলে যেয়ো না।'
৮. 'সে যে প্রভু' থেকে 'অনন্ত অপার' পর্যন্ত অংশটি (চ) পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। আমাদের অবলম্বিত পুথিগুলিতে পাইনি। প্রক্ষেপ বলে মনে করি।

একাদশ বাব

১. 'কসবের নীতি: كسب —কসব আরবী শব্দ, অর্থ উপার্জন।
২. 'বিদ্যাগুণে খণ্ডিবেক মাগন দুর্গতি' (খ)।

দ্বাদশ বাব

১. 'করিবা স্বরূপ ভার্যা আজ্ঞাপাল চাই' (খ)।
২. 'যে হএ গম্ভীর নাভী, প্রিয় সত্যবাদী' (খ)।
৩. 'ভক্তি দয়া প্রিয় কথা কহে নিরবধি' (চ)।
৪. করিতে পতির সেবা না করে অন্যথা।
সদাএ মনের দুঃখ বুঝএ সর্বথা' (গ)।।
৫. 'খোদার তরফে থাকে পাপ পন্থে ভয়।
ক্রোধ মুখ নহে, নিত্য সরস হৃদয়' (চ)।।
৬. রতি কর্ম কদাপিহ মনে না কবিআ' (খ)। 'লুতি:: لوطی —লূতী আরবী শব্দ অর্থ পুং-সঙ্গমকারী।

ত্রয়োদশ বাব

১. 'তবে সেই রমণী আপনা গৃহে আনি।
চারিকোণ পাছ গৃহে ছিণ্ডিবেক পানি' (খ)।। 'পাখালনা': পাখালন < প্রক্ষালন+আ প্রত্যয়, অর্থ প্রক্ষালিত।

২. 'আউজু' : اعوذ —আ'উযু আরবী শব্দ, মূল অর্থ 'আমি শরণ নিই'। এখানে, 'আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্-শয়তানির-রজীম' পাঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৩. 'রতির সময় যোনিদ্বার না হেরিব।
বালক আন্ধল কিংবা নির্লজ্জ হইব' (চ)।।
৪. সুখহীন শক্তিহীন বৃদ্ধ বামা সঙ্গ' (ঙ, চ)। মূলে আছে, 'বিষ পানের সমতুল'।
৫. 'আয়ু বল ক্ষীণ হএ নয়ানের জুতি' (চ)।
৬. অর্থাৎ যে নামের প্রথমে 'হামদ' কিবা 'আবদ' শব্দ থাকে। যেমন—আহমদ, মুহম্মদ, আবদুল্লা, আবদুর রহমান ইত্যাদি।
৭. 'নিয়তে রাখিলে হএ শয়তানি বিশেষ' (ঙ)।

চতুর্দশ বাব

১. 'আরম্ভে নিমক শেষে মিষ্ট দ্রব্য খাএ।
যে খাএ সে জীর্ণ হএ ব্যাধি সে পলাএ।।
নিমন্ত্র লইলে ঘরে কিছু না খাইব।
কার অন্ন না দুষিব যেই পাএ খাইব' (চ)।।

২. এর পরে মূলের পাঁচটি বয়েতের অনুবাদ আলাওল করেননি। এতে অধিক লোকের একত্রে ভোজনের পুণ্য। খাদ্যদ্রব্যে মাছি বসলে কি কর্তব্য, দিনের আহারের পর নিদ্রা এবং রাত্রের ভোজনের পর ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। শেষ দু'টি বয়েতের ভাবানুবাদ সপ্তদশ বাবের 'কৈলুলা' ও রাত্রের ভোজনের পর বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য—কৈলুলার কথা সপ্তদশ বাবেও বিদ্যমান।

ষষ্ঠদশ বাব

১. মূলে আছে, 'ইজার পররে তার চেয়ে মোটা কাপড়ের'।
২. 'ওসার : <প্রসার, বিস্তার।
৩. 'শাস্ত্র অনুরূপ বাস সুজন চরিত্র' (চ)।
'সুপ্রযত্ন বাস জান সুজন চরিত্র' (খ)।
৪. 'নিকালির পদ দোহে উলটা সংযোগে' (খ)।
৫. 'লোহা, তাম্র রাঙ সীমা পিত্তল কাঞ্চন' (চ)।
৬. 'অনুচিত পুরুষে পিন্ধিতে অলংকার।
কবিবেক দান ধর্ম পর উপকার' (ক)।।
৭. শেষের দু'টি ছত্র (চ)—পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। প্রক্ষেপ বলে মনে করি।

সপ্তদশ বাব

১. এ দু'টি ছত্র (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি। প্রক্ষেপ বলে মনে হয়।
২. 'প্রভাতে দশদণ্ড' থেকে 'গুণ বহুতর' পর্যন্ত অংশটি প্রক্ষেপ বলে মনে করি। (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি।
৩. মূলে আছে, 'যথাসাধ্য মাটিতে শয়ন করবে না, প্লেগ, কলেরা ইত্যাদি মহামারী এ মাটি থেকেই আক্রমণ করে। কিতাবের সত্য কথা প্রতীতি জুয়াএ' (চ)।
৫. 'কিবা মক্কা কিবা সুর শশীর প্রমাণে।' আমাদের অবলম্বিত পুথিসমূহে এ পাঠাই পেয়েছি। কিন্তু মূলে 'কাবা'র কথা রয়েছে ঃ সুতরাং শুদ্ধ পাঠ হবে, 'কিবা কাবা কিবা সুর শশীর প্রমাণে'।
৬. উপরের চারিটি ছত্র (খ, গ, ঙ) পুথিতে পেয়েছি। অষ্টম বাবেও এ চারিটি' ছত্র বর্তমান।
৭. 'হীন দানে জ্ঞানে ধর্মে স্বামীগত চিত' (চ)।
৮. 'কদাচিত শয়ন জাগিলে প্রভু নাম' (গ)।

অষ্টাদশ বাব

১. মূলে আছে, 'যাতে কারো ক্ষতি হয়, সে লাকড়ি, ঘাস বা সুর্কী হোক, এদের মজুত রাখাও দোষণীয়, শুধু মানুষের খাদ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।'
২. মূলে আছে' وزن -ব্‌যন' ও كيل —কয়ল, অর্থাৎ বাটখারার মাপ ও পাত্রের মাপ। আলাওল এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'তুল' ও 'আবি' গ্রহণ করেছেন।
৩. 'ধনধিক হএ বস্ত ব্যাপার কারণ' (চ)।

উনবিংশ বাব

১. 'লোক প্রতি আশা' থেকে 'কথা কিকারণ' পর্যন্ত চারিটি ছত্র (চ)-পাঠ নিখেছি। প্রক্ষেপ বলে মনে কার।
২. 'দেআন' ঃ دیوان —দীব্‌ান আরবী শব্দ, অর্থ কাছাড়ি, দরবার।
৩. 'সুসমএ অল্প বহু দুর্গতি আছএ' (চ)। মূলে আছে, 'তাদের কাজের অনুকরণ করো না, এতে অনেক বিপদ জড়িত ; এতে সামান্য শান্তি আর অনেক গুণবেশী দুঃখ কষ্ট।
৪. মূলে আছে ; বাদশাদের কাজকে উত্তম পোশাক মনে করতে পারো, আর সে পোশাক যদি কেউ ধার করে পরে, তবে তাকে বিশিষ্ট ভাবা যায় না'।
৫. 'নৃপতির দয়াদানে মনে ক্ষমা মান' (চ)।
৬. 'আদল ঃ عدل —'আদল আরবী শব্দ, অর্থ ন্যায়, সুবিচারক।

৭. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত এ চারিটি ছত্র (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি।

৮. মূলে আছে, 'যে ভূমির উপর সত্য ও ন্যায়ের কামান প্রতিষ্ঠিত হয়; সেখানে চল্লিশ দিন অনবরত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে'। কোন কোন পুথিতে এ দু'টি ছত্র নেই।

বিংশতি বাব

১. 'যেন মতে সুপ্রকৃতি হৈব সাধু মুক্তি' (চ)।

২. 'সর্বত্র বিজয় হৈল ত্রিজগ-ঈশ্বর' (চ)।

৩. 'মিলিক: ملک —মিলক আরবী শব্দ, অর্থ স্বত্ব, অধিকার।

৪. 'জল ভক্ষ্য তারে দর্শাইবা অনুক্ষণ' (ঙ, চ)।

একবিংশ বাব

১. 'হাসনা': حسنه—হসন: আরবী শব্দ, অর্থ পুণ্য, সুকাজ।

২. 'দ্যানে: ঊনবিংশ বাবের 'দেআন' শব্দ দ্রষ্টব্য।

৩. মূলে আছে জমির কথা অর্থাৎ জমি বন্ধকী রাখলে তার উৎপন্ন শষ্য ভোগ করা যায় না। মূলের کشتے —কশতে (জমি) শব্দকে 'কিশ্‌তী' বলে ভুল করা সম্ভব।

৪. 'পাবাইবা:' সব ক টি পুথিতেই এ শব্দটি আছে। মূল অর্থ 'পার করিবা'; এখানে 'ধবিয়া নিবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বাবিংশ বাব

১. 'বিংশ দুই বাবে শুন সাধু সুচরিত (খ)।

২. 'সদা মিথ্যা মন্দ গালি যাহার বয়ান' (ক, ঙ, চ)।

৩. 'যদি পুত্র দ্বারা প্রতি দয়া লাগে মন (খ)।
'যদি বোলে পুত্র দ্বারা প্রতি দয়া মন' (চ)।

৪. প্রভু সম দয়াকারী নহে কোনজন' (খ, চ,)।

৫. 'কফারত:' کفاره —কফফার: আরবী শব্দ, অর্থ প্রায়শ্চিত্ত।

৬. 'সত্যধর্ম উপকারী রসময় নিধি' (চ)।

ত্রয়োবিংশ বাব

১. 'হসদ: حسد —আরবী শব্দ, অর্থ হিংসা।

২. 'তেজ ঝাটে গর্ব কেনা হও শুদ্ধমতি।
কেনার নরক বিনু আর নাহি গতি' (চ)।

চতুর্বিংশ বাব

১. 'মুলুআ : <মূল্য+উআ প্রত্যয় ; অর্থ জনমজুর।
২. 'উচ্চ স্বর জিকির করিলে মুনাফেক' (চ)।
৩. 'ধর্ম ভাবে প্রভু কৃপা খণ্ডাইব পাপ' (চ)।

পঞ্চবিংশ বাব

১. 'কজা': قضاء —কর্যা' আরবী শব্দ, অর্থ খোদার ইচ্ছা, অদৃষ্ট। 'তআক্-কুল:' توكل —তব্ক্ক্ল আরবী শব্দ, অর্থ ভরসা, নির্ভর।
২. 'যত ইতি সৎকর্ম প্রভুতে সপিব।
এক স্বামী বিনু কার আশা না রাখিব' (ক)।।
৩. মূলে আছে, 'নিজ কার্যে ভরসা করবে না, সৎকার্যে অহংকারী হয়ো না'। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ হবে, 'আপনার কার্যে না করিঅ পরতীত।' কিন্তু 'পরতীত' < প্রতীত পাঠ আমরা কোথাও পাইনি, পেয়েছি 'পরভীত'।
৪. 'বলআম বরসিসা': 'বলআম' স্বাহেল বংশীয় জনৈক ব্যক্তির নাম তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। শয়তানের প্ররোচনায় মুসা নবীকে অভিশাপ দেন এবং সে কারণে মুসা নবী স্বীয় সৈন্যদল সহ চল্লিশ বৎসর মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়ান। পরে ইউশা নবীর প্রার্থনায় বলআমের ধর্মনাশ হয়। তাঁর পিতার নাম ছিলো 'বাউর'; এজন্য তাঁকে 'বলআম বাউর' বলা হয়। 'বরসিসা' ও সাধুপুরুষ ছিলেন। শয়তানের কুমন্ত্রণায় পথ ভ্রষ্ট হন।

সপ্তবিংশ বাব

১. 'আজু কর তওবা কালুকা না জুআএ' (চ)।
'তওবাতে অদ্য কল্য না করিঅ ভাই' (খ)।
২. 'যদি বান্দা তৌবা করে মন দঢ়াইআ।
পূর্বকৃত পাপ পুনি না রহিব কায়া' (গ)।।
৩. 'সেবাকালে শয়তান না আসে তার পাশ' (চ)।

অষ্টাবিংশ বাব

১. 'মন দিয়া শুনিলে যে অধিক কল্যাণ' (চ)।
২. মূলে আছে, সবাই তৃষ্ণায় মারা গেলো'। শেষ ব্যক্তির জলপান এবং বহুল আক্ষেপের সঙ্গে প্রাণ ত্যাগের কথা মূলে নেই।

উনত্রিংশ বাব

১. 'উনত্রিংশ বাবে অবধান কর ভাই।
যেন মতে লোক সঙ্গে করিবা ভালাই' (ক, গ)।।

২. 'ধিক আদর করিঅ আদর যেই করে।
অনাদরী জনেরে উচিত অনাদারে' (ক, খ, চ)।।

ত্রিংশ বাব

১. 'ত্রিশ বাবে শুন দান শক্তির চরিত।
জাহিদের স্বর্গ সিদ্ধি প্রভু হএ মিত' (চ)।।

২. 'দোহো লোকে নাহি তার সম পুণ্যবান' (চ)।

৩. 'হাদিআ : هديه —হদয্ আরবী শব্দ, অর্থ উপহার, সওগাত।

৪. 'তুষ্ট কবি লও তাবে চালাও তুষিআ' (ক, খ)।
'ভক্তি ভাবে লও তারে চালাও তুষিয়া' (চ)।

৫. মূলে আরবী حلم —হিলম' শব্দটি রয়েছে, এর ফারসী অর্থ করা হয় بردبارى —বুর্দবারী' অর্থাৎ ভারবহন; আলাওল সম্ভবতঃ এ ফারসী অর্থটির অনুবাদ কবেছেন। আরবী শব্দেব অর্থ সহ্যগুণ, ধৈর্য।

৬. 'ক্ষেমা না থাকিলে গুণে অঙ্গার চরিত' (চ)। মূলে তুলনা দেওয়া হয়েছে ফলহীন বৃক্ষের সঙ্গে।

৭. 'ক্রুদ্ধজন উপরে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ অতি' (চ)।

৮. 'সর্বস্থানে ক্ষেমা ধরি নিজ ক্রোধ খাইবা' (ক, গ)।

৯. 'ক্ষেমাবন্ত না পাইব দোজখের গন্ধ' (চ)।

১০. মূলে আছে, 'যদি কোথাও শত্রু এমনি ভীষণ হয় যে, সে তোমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তাহলে ধৈর্য ধরো না, বিপদ হবে; বরং তার ঘুমকে গাঢ়তর করে দাও।'

১১. 'ক্ষেমাতে ধরণী সম দানে কর্ণবাড়।
পরহিতে দুঃখ সহে, বিক্রমে সুসার' (চ)।।

১২. 'আয়ু বৃদ্ধি যশ কীর্তি বাড়ুক সদাএ' (ক)।
'আয়ু বৃদ্ধি বুদ্ধি যশ হউক সদাএ' (গ)।
'আয়ু যশ বাঞ্ছা সিদ্ধি হউক সদাএ' (চ)।

একত্রিংশ বাব

১. মূলে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের বর্ণনা রয়েছে। কবি আলাওল আদেশ ও নিষেধের প্রতিশব্দ হিসাবে যথাক্রমে আজ্ঞা ও নিরোধ গ্রহণ করেছেন।

২. 'যেই ভাল রাখ মনে গুনিআ আপনে (খ)।
'যেই ভাল রাখ মন্দ না গুনিয়া কামে' (ঘ)।
যেই ভাল রাখ মন্দ ফেলাঅ তখনে (চ)।

৩. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত এ অংশটি (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি। আমাদের অবলম্বিত পুথিগুলিতে নেই। প্রক্ষেপ বলে মনে করি।

দ্বাত্রিংশ বাব

১. 'হাদীছে খবর দিছে রসুল ঈশ্বর' (ক, খ, চ)।
২. 'নিজ অঙ্গে শ্বাস রুখ না দিঅ ছাড়িআ' (ক)।
'অশ্রু স্রবে শ্বাস রাখে নাদিব ছাড়িয়া' (ঘ)।
অশ্রু স্রোতে শ্বাস রুখে নাদিব ছাড়িয়া' (চ)। মূলে আছে, 'সে ভাব প্রবল বেগে বেরিয়ে আসতে চায়, অঙ্গ তার আঁচল ধরে ফেলে'।
৩. 'সরুদ': سرود সরূদ ফারসী শব্দ, অর্থ সংগীত।
৪. 'সালাওত': দশম বাবের 'সালআত' শব্দ দ্রষ্টব্য।

ত্রয়স্ত্রিংশ বাব

১. 'নর্দ': نرد --নরদ ফারসী শব্দ, অর্থ শতরঞ্জের গুটি, একটি খেলার নাম।
২. 'বাদ: <বন্ধক; মূলে گروی গিরবী ফারসী শব্দ রয়েছে।
৩. 'নিতি প্রতি তিনশত কৃপাদৃষ্টি করে' (গ)।
৪. মূলে এর পরে আছে, 'একদিক থেকে বাজি ধরলে হালাল হবে, যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি মধ্যে থাকে'। এর যথাযথ অনুবাদ আলাওল করেন নি।

চতুস্ত্রিংশ বাব

১. 'চর': ঝুঁটি।
২. এ দু'টি ছত্রের সমুদয় অংশই, সম্ভবতঃ, পাখীর নাম। মূলে 'শিকরা' ছাড়া অন্য কোন পাখীর নাম নেই। নামগুলির অধিকাংশ অপরিচিত হওয়ায় সঠিক পাঠ নির্ণয় সম্ভব হয়নি। 'শিকরা:' شکره -শিকরহ্ ফারসী শব্দ, অর্থ বাজ জাতীয় শিকারী পাখী। 'ওক্কাব': عقاب—'উকাব আরবী শব্দ, অর্থ ঈগল জাতীয় শিকারী পাখী। 'বাশা: باشه -বাশহ্ ফারসী শব্দ একটি মাংস-ভুক পাখীর নাম। পাঠান্তর: 'শিকারে বহীর বাজ হুমা তিলগর।
ওক্কাবা বছরা বাসা মুক্রিনী সাগর' (চ)।।
৩. **'জবেহ কারণে নর ধাইব তৎকাল' (ক, খ, চ)।**
৪. 'মিরি: مری -মরী আরবী শব্দ, অর্থ খাদ্যনালী।
৫. মূলে আছে, 'মকরূহ'—অপছন্দনীয়। **কয়েক ছত্র** পরে আলাওল নিজেও তা **উল্লেখ করেছেন।**

৬. 'জ্বর আদি ব্যাধি কিবা কূপ পুষ্করিণী' (গ)।

৭. 'যেই পক্ষী পথে ধরি ভূজ্যে ছিঁড়ি খাএ।
যে সবের মাংস না খাইব সর্বথাএ' (চ)।।

৮. মূলে আছে, 'ইমাম আবু হানিফার নিকট হারাম'।

৯. 'মৎস্য আর মলখ জবেহ বিনু খাএ' (খ)।

১০. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত এ অংশটি (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি। প্রক্ষেপ বলে মনে করি।

১১. মূলে আছে, 'মাংস ও চর্বির গিঁঠ, পিত, মূত্র থলি উভয় লজ্জাস্থলী এবং অণ্ডকোষ —এ ছয়টি মকরূহ ; তরল রক্ত হারাম। বক্তের কথা আলাওল উল্লেখ করেন নি। 'ফোকনা:' শব্দটি আঞ্চলিক হওয়া সম্ভব। আলাওল মূত্রস্থলী অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পঞ্চত্রিংশ বাব

১. 'পঁয়ত্রিশ বাবের কথা শুন দিয়া মন' (খ, চ)।

২. 'বিচারিআ কহোঁ শাস্ত্রকথা সর্ববস্তু' (গ)।

৩. মূলে আছে, 'ইন্না ফতহ্না' অর্থাৎ 'সুরতুল ফত্হ। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ হবে— 'সুরত ফতেহ'। কিন্তু আমাদের অবলম্বিত সকল পুথিতেই শব্দটি 'ফাতেহাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

৪. 'মুসাফ:' مصحف মুসহক আরবী শব্দ, কোরান অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূলে এ শব্দটি বিদ্যমান।

৫. পাঠান্তর: 'কিশোরী' (গ)

৬. 'লাএলাতুর্রাগাএব': ليلة الرغائب —লয়লতুর্‌গাইব'র আরবী শব্দ, অর্থ প্রলোভনের রাত্রি।

৭. 'সেই দিন সৃষ্টি রক্ষা দোআ পড়িবেক'—এ পাঠটিই আমাদের অবলম্বিত পুথি সমূহে পেয়েছি। কিন্তু মূলে امساک-ইমসাক শব্দটি রয়েছে, যা রোজা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ হবে, 'সেই দিন রোজা রাখি দোআ পড়িবেক।'

৮. 'এই চান্দ আদ্য মধ্যে শেষেত গোছল।
করিলে খণ্ডিব পাপ, পাএ নবজল' (চ)।।

৯. 'নবীর দরুদ শুধু পড়ির শাবানে' (চ)।

১০. ‘সমস্ত রজনী ভরি পড়ি প্রভুনাম।
ভক্তি ভাবে কুশল মাগিব মনস্কাম।।
সাবানের চন্দ্রভরি মাগিব আমান।
বরাতেত দশ কর্ম করিব বিধান’ (চ)।।

১১. ‘ঘরের দুর্লভ বস্তু যে থাকে সমস্ত।
সর্বভাণ্ড উপরের বুলাইব হস্ত’ (চ)।।

১২. পাঠান্তর: ‘সহাস্য হইবা’ (গ)। মূলে আছে, ‘ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকে সদয় জিজ্ঞাসাবাদ করবে’।

১৩. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। প্রক্ষেপ বলে মনে হয়।

১৪. ‘শনিবারে বনপন্থে করিবা আখেট’ (চ)।
‘শনিবারে মীন জন্তু করিব আখেট’ (গ)।

১৫. ‘গৃহ হন্তে দূর গ্রামে হএ কার্যসিদ্ধি।
সোমবার অতিভাল নিয়মিত বিধি’ (ক, খ)।।

১৬. মূলে আছে, ‘মঙ্গলকে রক্তবর্ণী জানবে, তার ক্ষণটি অতি শুভ’।

১৭. ‘শনি মঙ্গলেত বস্ত্র পরে কিবা ফাড়ে।
নানা ব্যাধি সঙ্কট আসিয়া শীঘ্র ধরে’ (চ)।।

১৮. ‘এহি ছয় নহস জানিবা গুণিসনে।
কদাচিত কোনদিকে না যাএ এ দিনে।।
কোন নব কর্ম আরম্ভ না করিব।’
নহস বিফল জানি ক্ষেমা দি’রহিব’ (চ)।। ‘নহস’: نحس —আরবী শব্দ, অর্থ অশুভ।

ষট্‌ত্রিংশ বাব

১. (গ)-পুথিতে মাত্র এ পাঠটি পেয়েছি। এতে আছে ‘সপ্ত সপ্ত-শূণ্য’; কিন্তু মূলে আছে ‘ষাট থেকে সত্তর বৎসর’। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ হবে,—
‘ষষ্ঠ, সপ্ত শূন্য’। আমরা তাই গ্রহণ করেছি।

২. ‘এক ভাগ শৈলবতা যাএ খেলা রসে।
আর ভাগ যৌবনতা মত্ত কাম বসে’ (চ)।।

৩. ‘কার্য হেতু জিজ্ঞাসিলে না চালে যুকতি’ (চ)।

৪. 'না খানাএ যুবতী সে অবজ্ঞান করে।
বৃদ্ধ রূপ কুষ্ঠভাবে সবে ঘৃন্না ধরে' (চ)। মূলে কুষ্ঠের কথা নেই।

৫. কেশর': সংস্কৃত শব্দ, অর্থ জাফরান।

৬. 'কুবুদ্ধি খণ্ডিয়া নিত্য বাড়এ সুমতি' (চ)।

৭. 'দুঃখ পীড়া জানিঅ প্রভুর নেয়ামত।
শত্রুরে না দেএ প্রভু এসুখ সম্পদ' (চ)।।

৮. তিনজন প্রসিদ্ধ নবীর নাম: প্রথম জনকে করাতে ফাড়া হয়, দ্বিতীয় জন কুষ্ঠ-রোগে কষ্ঠ পান এবং তৃতীয়জন চল্লিশ দিন মৎস্যের উদরে থাকেন।

৯. 'ভবম:' <ভ্রম, অর্থাৎ ভ্রমান্ধ করেছেন।

১০. মূলে আছে, 'মৎস্য প্রেমের কথা জানে না, পতঙ্গই তার সংবাদ রাখে'।

১১. 'ব্যাধিবন্ত দেখিলে যে কিছু পার দিবা।
প্রভুর সাক্ষাতে বহু মহিমা পাইবা।।
কল্যাণের আশীর্বাদ তাহাতে মাগিবা।
যেইমত পার তার সহায় হইবা' (ক)।।

১২. 'দুঃখেতে সুজনে করে ধিক এবাদত।
জখমত জানিআ খোদার নেয়ামত' (চ)।। 'জহমত:' زحمت—যহমত আরবী শব্দ, অর্থ দুঃখ বিপদ।

সপ্তত্রিংশ বাব

১. পাঠান্তর: 'শোভন লেপন' (খ)। 'ঝাড় লেপন' (চ)। 'সুড়ন': ঝাঁট অর্থে।

২. 'দ্বীনছত্র মোহাম্মদী আলিম সে জানে।
বেকত শোচন মাত্র আলিম মরণে' (চ)।।

৩. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। আমাদের অবলম্বিত কোন পুথিতে পাইনি। প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করি।

৪. 'এআদত:' عيادت—ই'আদত আরবী শব্দ, অর্থ পীড়িত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা-বাদ, সেবা শুশ্রূষা।

৫. পাঠান্তর: 'হএ শোভমান' (খ, চ)।

৬. পাঠান্তর: 'গম্বুজ ঢাপর' (চ); ঘোঁমট কাপড়' (খ)।

অষ্টাত্রিংশ বাব

১. মূলে আছে, 'খ্যাতি বা সম্পদের লোভে'।

২. মাত্র (গ)-পুথিতে এ পাঠটি পেয়েছি: পাঠটি শুদ্ধ, মূলের ভাবানুবাদ।

৩. 'শহীদের মৃত্যু নাহি শুন বুধলোক।
জীবন সমান সুখ স্বর্গে আছে ভোগ' (চ)।।

উনচত্বারিংশ বাব

১. 'চল্লিশ অবধি সুখরীত' (খ, চ)।
২. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। প্রক্ষেপ বলে মনে করি।
৩. মূলে আছে, 'উলঙ্গ হয়ে প্রসাব করো না'।
৪. 'অন্যে অন্যে পতিনারী, কিবা পুত্র সুকমারী' (খ, চ)।
৫. 'ভগ্নকাটি ভিক্ষা দিব, পাইলে ভিক্ষুক সব' (খ, চ)। মূলে আছে, 'কানিব টুকরাগুলিই মুকুট হবে, ভিক্ষুকদেব নিকট থেকে তা কিনে নাও'।
৬ অর্থাৎ এসব পবার সময় আড়ালে গিয়ে পরবে; মূলে তাই আছে।
৭. 'দাণ্ডাই আউল কেশে, মিতা না করিব পাশে' (চ)।
৮. 'মেকরায়'; مقراض —মিকরায আরবী শব্দ, অর্থ কাঁচি।
৯. 'দামান': دامان -ফরাসী শব্দ, অর্থ অাঁচল।

চত্বারিংশ বাব

১. 'আইয়াম বয়জ রোযা প্রতি চান্দে তিন' (চ)। 'আইআম': ایام بیض — আয়্যামবীয আরবী শব্দের সংক্ষেপ; অর্থ উজ্জ্বল দিবস সমূহ। এখানে পূর্ণিমার তিন রাত্রি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, আরবীতে یوم য়ওম শব্দে—সাধারণ কাল ও আহ্নিক কাল দুটিই বুঝায়।
২. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি। প্রক্ষেপ বলে মনে করি।
৩. 'প্রাতঃকালে নিদ্রাতেজি সত্বরে উঠিবা।
অবিরত দোআ পড়ি আমান মাগিবা' (ক, খ)।।
৪. 'কামান': کمان -কামান ফরসী শব্দ, অর্থ ধনুক।
৫. দশম বাবের ১৯-২২ সংখ্যক ছত্রে দ্রষ্টব্য।
৬. কৌশা: < کفش কফ্‌শ ফারসী শব্দ, অর্থ জুতা।
৭. 'মক্কা যাও নিতান্ত যাইতে যদি পার।
মদিনাতে জেয়ারত মোস্তফার গোর' (চ)।।
৮. 'খয়রাত করিব সদা, দিব ফকিরেরে' (চ)। মূলে আছে, 'ব্যবসা বাণিজ্যে সত্যকে অগ্রে স্থান দেবে'। صدق -সিদক (সত্য) শব্দটিকে صدقه - বলে ভুল করা সম্ভব। 'সদাএ: سودا -সওদা তুর্কী শব্দ, অর্থ বাণিজ্য।

একচত্বারিংশ বাব

১. 'শরা-মতে হুকুম-বসন পিন্ধ অঙ্গে (চ)। মূলে আছে, 'ক্ষমা বস্ত্র পরিধান কর' তাহলে বেহেশ্‌তের আট দ্বারের যে কোনটি দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।
২. মূলে আছে, 'প্রবৃত্তির নির্দেশকে সবচেয়ে কঠিন বলে মনে করবে।
৩. 'আশ্রয় দিবা নির্বংশীরে জালিমে তাজিআ' (চ)।
৪. 'রচিলা পয়ার ছন্দে শাস্ত্রের নিয়তি' (চ)।

দ্বিচত্বারিংশ বাব

১. 'তবে কহি চতুর্বিংশ রূপে অধগতি' (চ)।
২. মূলে এর পরে আছে, 'এক অক্ত নামাজ ত্যাগ করলে, 'এক হুকবা' কাল দোজখে কাটাতে হবে'; এর কোন অনুবাদ আলাওল করেননি।
৩. 'জ্ঞান বস্তু জনেরে সদাএ মন্দ ভাব' (গ)।
'সকলেরে মন্দ কিবা মনে অল্প ভাব' (চ)।।

ত্রিচত্বারিংশ বাব

১. মূলে ইব্রাহিম নবীর সুন্নতই বর্ণনা করা হয়েছে। 'কেহ বোলে' কথাটি আলাওলের সংযোজন।
২. মূলে চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটার কথা বলা হয়েছে।
৩. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি। আমাদের অবলম্বিত পুথিগুলিতে পাইনি। প্রক্ষেপ বলে মনে করি।
৪. 'ক্ষুরে ফেলাইন কেল চল্লিশ ভিতরে' (গ)।
'হেট ক্ষুরে ফেলে দিব চল্লিশ ভিতরে' (চ)।
৫. পাঠান্তর: 'কুলকুলা' (চ)। 'গরগরা': غرغره - গরগর: আরবী শব্দ, অর্থ কুলকুচা।

চতুশ্চত্বারিংশ বাব

১. 'অনুভাএ': <অনুভাবে।
২. 'লুতি: দ্বাদশ বাব দ্রষ্টব্য।
৩. 'এইসব মুজিরে মরিব যদি পা'এ (চ)। 'মুজি:' موذی ---মু'যী আরবী শব্দ, অর্থ অনিষ্টকারী।
৪. অর্থাৎ 'মাশারেক' নামক কিতাবে। কিতাবটির পুরো নাম' মশারিকল আন্‌বার–হাদীসের সংকলন।

৫. 'কৈতর কুককুট পক্ষী ধরে মার্জারে।
গৃহেত থাকিআ অন্নভক্ষ্য নষ্ট করে' (খ)।।
'কৈতর কুককুট পক্ষী যে মার্জারে মারে।
তাহাকে মারিলে ধিক পাপ নাহি ধরে।।
ভক্ষ্য বস্তু নষ্ট করে গৃহেত থাকিয়া।
দোষ নাহি সে বিড়াল ফেলিলে মারিয়া' (চ)।।

৬. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত ছত্রদ্বয় (চ)- পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।

৭. অর্থাৎ দাসী সঙ্গম কালে লজ্জা স্থানের বাইরে বীর্যপাতের জন্য দাসীব সম্মতি প্রয়োজন। কেননা এতে দাসীর সন্তানবতী হয়ে মুক্তি লাভের আশা লোপ পায়।

৮. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত এ দু'টি ছত্র (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। প্রক্ষেপ বলে মনে হয়।

পঞ্চম চত্বারিংশ বাব

১. 'অভ্যাস জ্যোতিষ শাস্ত্র একারণে করে।
নামাজ সময় ভালমন্দ চিনিবারে' (চ।। 'মেকদার:' مقدار -মিকদার আরবী শব্দ অর্থ পরিমাণ।

২. মূলে 'পেটের নিমিত্তে' শিক্ষার জ্ঞান কথা নেই।

৩. মূলে আছে, 'অর্ধরাত্রে পানি পান করানো পুত্র কিংবা স্ত্রীকে'। খুব সম্ভব 'আন' শব্দটি আলাওল স্ত্রী অর্থে ব্যবহার করেছেন; এ অর্থে আঞ্চলিক ব্যবহার থাকা বিচিত্র নয়।

৪. 'যদি কেহ ভাঙ্গা বস্ত্র ফেলি থাকে দ্বারে' (গ)।
'যদি কেহ ভাঙ্গা বস্ত্র পন্থে ফেলি থাকে' (চ)। 'ভাঙ্গা': ছেঁড়া অর্থে।

৫. 'মূলুআ': মূল <মূল্য+উআ প্রত্যয়, অর্থ মূল্য হিসাবে, মজুরি স্বরূপ।

৬. 'মুৎসুদ্দি': متصدى মুতসিদ্দী আরবী শব্দ অর্থ পেশকার অগ্রণী।

৭. 'বাড়া:' বাড়তি, উদ্বৃত্ত।

৮. তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নিত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে গ্রহণ করেছি। আমাদের অবলম্বিত পুথিগুলিতে পাইনি। প্রক্ষেপ বলে মনে হয়।

৯. 'খোলাসা': 'খুলাসতুল ফিক্‌হ' নামক শাস্ত্র পুস্তক।

১০. মূলে আছে কাবা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি মদিনার মসজিদে নব্বী সম্পর্কিত।

১১. তৃতীয় বন্ধণী চিহ্নিত অংশটি (চ)-পাঠ থেকে নিয়েছি। প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।

উপসংহার

১. 'সুমার': شمار -ফারসী শব্দ, অর্থ গণনা ; এখানে তুল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
'তওাঙ্গর': توانگر -তব্‌নগর ফারসী শব্দ অর্থ ধনী, সম্পদশালী।

২. মূলে আছে, 'দারিদ্র্য ও অনাহারে সন্তুষ্ট থাকবো'।

৩. 'লাক': লাবু < অলাবু+ক (স্বার্থে) ; লাউ বা একতারা অর্থে।

৪. 'এক প্রভু ত্রিজগতে ব্যাপিত সমস্তে।
কাষ্ঠের পোতলি যেন শিল্পকার হস্তে' (চ)।।

৫. পাঠান্তর: 'তম্বেত' (খ, চ)।

৬. 'শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
যদ্যাপি সংসারে ভোব প্রভুগত চিত' (চ)।।

৭. 'দৌত্য, সত্য লোক উপকার ভাবরস, (চ)।

৮. 'বাড়োক বৈভব বংশ সানন্দ অনুক্ষণ' (চ)।

৯. 'না থাকে আপদ তার, হএ স্বর্গ লাভ' (চ)।

শব্দার্থ-পঞ্জী

অকীর্তি—অখ্যাতি, নিন্দা।
অখণ্ডিত—অবিরাম, নিরবচ্ছিন্ন।
অখনেহ—এখনও।
অঙ্গধারী—দেহবিশিষ্ট।
অঙ্গুলি—নখ।
অজা—ছাগল।
অজীর্ণ—অপক্ক, অসিদ্ধ।
অতুলিত—তুলনা রহিত।
অতেব—অতএব।
অথা—সেখানে।
অনাদরী—অবজ্ঞাকারী, অবহেলাকারী।
অনীতি—গর্হিত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ।
অনু—অনুসারে, অনুযায়ী।
অনুক্রমে—একাধিক্রমে, পর পর।
অনুদিন—সর্বদা।
অনুবন্ধ—নির্বন্ধ, গতিক।
অনুভাএ—অনুভাবে, এইরূপে।
অনুরক্ত—ভক্ত, লিপ্ত।
অন্তর—প্রসঙ্গে, সম্পর্কে।
অপক্ক—অসিদ্ধ।
অপত্য—সন্তানসন্ততি।
অপাপ—নিষ্পাপ।
অপ্রত্যয়—অবিশ্বাসী।
অবঘৃণা—ঘৃণা।
অবজ্ঞান—অবহেলা, অবজ্ঞা।
অবতার—অবতীর্ণ, আবির্ভূত।
অবধান—অবহিত।
অবধি—অন্ত, সীমা।
অবশেষ—অবশিষ্ট।
অমঙ্গল—অশুভকর, অকল্যাণজনক।
অমূল—অমূল্য।
অযুক্ত—অযৌক্তিক।
অরোগ—রোগহীন।
অশক্য—অসাধ্য, ক্ষমতাতীত।
অশঙ্কিত—শঙ্কাহীনভাবে, নির্ভয়ে।
অস্থূল—মূলনীতি।
অসুস্থ—অসুখ, রোগ।
অস্খলন—অপতন।
অস্ত—হাঁ, দ্বি।
অস্বাদ—স্বাদহীন, বিস্বাদ।
আইআম, আয়্যাম—পূর্ণিমার তিন রাত্রি।
আউজু—শরণবাক্য।
আকীক—মূল্যবান প্রস্তরবিশেষ।
আখেট—শিকার।
আখেরি—শেষ।
আখেরে—পরিণামে।
আগু—অগ্রসর।
আজ্ঞা—আদেশ।
আজান—নামাজের জন্য আহ্বান।
আজু কালু—আজকাল।
আঢ়াই—আড়াই
আঢ়ি—পাত্রের মাপ বিশেষ।
আদব—বিনয়, নম্রতা।
আদল—ন্যায়বিচার।
আন—অন্য, স্ত্রী।
আনল—অনল।
আপ—নিজ।
আবিদ—উপাসক।
আম—সর্বসাধারণ।
আমান—নিরাপত্তা, শান্তি।
আমূল—সম্পূর্ণ।
আয়াতুলকুর্সী—কোরানের আয়াত বিশেষ।

আর—অন্য।
আরতি, আর্তি—ইচ্ছা, বাসনা।
আরফা—মক্কার সন্নিকটস্থ প্রান্তর বিশেষ।
আলস—আলস্য।
আলহামদু—সুরা ফাতেহা।
আশেক—প্রেমিক।
আসাবা, আসবা—রসুলের সঙ্গিগণ।
আসোআর—আরোহী।
ইচা—মাছ বিশেষ।
ইজার—জামা বিশেষ, তবন।
ইঁটাল—ইঁট।
ইমাঁ—ইমান।
ইমামত—নামাজের নেতৃত্ব।
ইয়াজুজ মাআজুজ—কোরানোক্ত কেয়ামতের পূর্বে আবির্ভাব জাতি বিশেষ।
ঈশ্বর—মালিক, প্রভু।
উঞ্চ, উঞ্চা—উচ্চ, উন্নত।
উতরোল—হট্টগোল।
উপরোধ—দ্বিধা।
উপহাস্য—উপহাস, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য।
উমরা—সুন্নত হজ।
এআদত—সেবাশুশ্রূষা, জিজ্ঞাসা।
একেশ্বর—একাকী।
এড়ান—নিস্তার, মুক্তি।
এথেক—এ কারণে, এজন্য।
এবাদত—উপাসনা।
এশক—প্রেম, প্রণয়।
এশরাক—নফল নামাজের অক্ত বিশেষ।
এহা, এহি—এই, ইহা।
ওফাত—মৃত্যু।
ওয়াজিব—অবশ্য করণীয়।
ওলী—সাধু, দরবেশ।
ওসার—প্রসার, বিস্তার।
কক্ষতল—বগল।
কঠিনতা—কাঠিন্য, রুক্ষ ভাব।
কণ্টক—আপদ বিপদ।
কজা—খোদার ইচ্ছা, ভাগ্য।
কতোআলী—কতোআলের অধীনস্থ।
কথ—কত।
কথন—বর্ণনা, ব্যাখ্যা।
কপটী—কপট, দুমুখো।
কবুল—গৃহীত, মঞ্জুর।
কর—গণ্ডুষ, অঞ্জলী।
করতার—আল্লাহ, প্রভু।
কর্জদার—ঋণী।
কলিজা—হৃদপিণ্ড।
কলেমা—'লাইলাহা' বাণী।
কষ—চামড়া পাকাইবার রস বা ক্বাথ।
কষ্টতা—দুঃখ, কষ্ট।
কশা, কৌশা—দাস্তানা।
কসব—কামাই, উপার্জন।
কহন—কহা, বলা।
কান—অন্ধ, কানা।
কাতর—পীড়িত, রুগ্ন।
কাফন—শবের আচ্ছাদন।
কাফফারা, কাফারত—প্রায়শ্চিত্ত।
কাম—বিবাহ।
কামান—ধনুক।
কালা—কাল, কৃষ্ণবর্ণ।
কিনা—হিংসা।
কিনামন্ত—হিংসুক।
কুট্টি—কুঠি, দালান।
কুফর—অধর্ম, বিধর্মী।
কুসুম্বিত—রঙিন।
ক্ষুধাবন্ত—ক্ষুধার্ত
কৃতচিত্ত—দৃঢ়মনা।

কেরামুন কাতেবীন—যে দুই ফেরেস্তা মানুষের পাপপুণ্য লেখে।
কেশর—জাফরান ; কেশরী।
কৈতর—কবুতর।
কৈলুলা—মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম।
ক্রোধবন্ত—ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত।
খত—দলিল।
খতম—সমাপ্ত, শেষ।
খয়রাত—দান।
খয়রাত মাল—দানের সামগ্রী।
খলক—সৃষ্টি, মানব সমাজ।
খলরীত—দুষ্ট, দুর্বিনীত।
খাটনি—পারিশ্রমিক, মজুরি।
খানা—ভোজ, আহার্য।
খালাস—মুক্তি, অব্যাহতি।
খালেক—স্রষ্টা, খোদার নাম বিশেষ।
খুবী—সৌন্দর্য, শোভা।
খেউর—ক্ষৌর।
গঠনপত্র—গহনাপত্র, অলংকার।
গণ্ডা—স্বল্পমানের বিনিময় মুদ্রা।
গরগরা—কুলকুচা, কণ্ঠনালীতে পানি প্রবেশ করান।
গর্দান—ঘাঁড়।
গাঁটি—ট্যাঁক, গাঁট।
গিরট—গিঁঠ।
গুণ—উপকার ; ধনুকের ছিলা।
গুণবন্ত—গুণী।
গুণীন—কুশলী, শিল্পী।
গুরুবার—বৃহস্পতিবার।
গোঁসাই—প্রভু, স্বামী।
গোধন—গরু।
গোপতে—গোপনে।
গোর—কবর।
গোর সম্ভাষণ—কবব জেয়ারত।
গোলাদ—গোবর।
ঘন—পুরু।
ঘাও, ঘাত—ক্ষত।
ঘাট—ক্ষতি, হ্রাস।
ঘুটি—শুক গোবর।
ঘোঁঘট—চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ।
চটক—চড়ুই।
চর—ঝুঁটি।
চর্চা—নিন্দা।
চাস্ত—নফল নামাজের অক্ত বিশেষ।
চিকন—সরু, ক্ষীণ।
চুম্ব—চুমা।
চাপর—ঝাপরি।
ছাবাল—ছেলে, শিশু।
ছিদ্র—মর্ম, তত্ত্ব।
ছিরি—শ্রী, রহস্য।
ছেপ—থুথু।
ছোআব—পুণ্য।
জগ—পৃথিবী।
জগমতি—সকলের বন্ধু, সর্বজন প্রিয়।
জঞ্জাল—আপদ।
জপনা—স্মরণ।
জমজম—কাবা শরীফের নিকটস্থ প্রসিদ্ধ কূপ।
জরুরত—প্রয়োজন।
জহমত—বিপদ, দুঃখকষ্ট।
জহুদ—অবিশ্বাসী, গোঁয়ার।
জাহিদ—দরবেশ, ধর্মভীরু।
জাহিলি—মূর্খতা, অজ্ঞতা।
জিজ্ঞাসন—জিজ্ঞাসা করণ।
জীববন্ত—জীবন্ত।
জেআরত, জেয়ারত—কবর পরিদর্শন।

ঝাটে—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।
টঙ্গি—প্রাসাদ, অট্টালিকা।
টান—আঁটসাঁট, খর্ব।
ঠাম—ঠাঁই, স্থান।
ঠেঙ্গা—মুগুর, মোটা লাঠি।
ডাকুআ—অনুগামী, সহচর।
ঢিল—শিথিল।
তআক্কুল—নির্ভর, ভরসা।
তআক্কুলী—নির্ভরশীল, ভরসাকারী
তআঙ্গর—ধনী, সম্পদশালী।
তকবির—আল্লাহু আকবার বলা।
তঙ্গ—অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ।
ততমাত্র—তখনই, তৎক্ষণাৎ।
তথাপিহ—তবুও, তথাপিও।
তরক—ত্যাগ।
তরান—উদ্ধার করণ।
তরিকত—সুফী সাধন পন্থা বিশেষ।
তর্তিব—ক্রম, অনুপাত।
তাড়না—জুলুম, অত্যাচার।
তানা—কাপড়ের দৈর্ঘের সুতা।
তাপি—পানিতে মরা মাছ।
তামাম—শেষ, সমাপ্তি।
তার—উদ্ধার, মুক্তি।
তালেব এলেম—বিদ্যার্থী।
তাহাজ্জুদ—নামাজের অঙ্গ বিশেষ।
তাহান—তাঁহার।
তিলি—যকৃত।
তিলেক—ক্ষণিক।
তুমিহ—তুমিও।
তুরমান—শীঘ্র, সত্বর।
তুরিতে—সত্বর, শীঘ্র।
তুল—বাটখারার মাপ।
তৃষ্ণাকুল—তৃষ্ণার্ত, পিপাসার্ত।

তেজারত—ব্যবসা, বাণিজ্য।
তোষকর্তা—সন্তুষ্টি বিধানকারী।
ত্রাসিত—ভীত, ভয় বিহ্বল।
দখল—অধিকার, প্রভাব।
দঢ়—দৃঢ়, শক্ত।
দত্তশক্তি—দানশক্তি।
দম্ফ—দফ, বাদ্যযন্ত্র।
দয়াবন্ত—দয়ালু।
দর্স—পাঠ, সবক।
দলন—মর্দন, নিষ্পেষণ।
দস্তার—পাগড়ি।
দাগাবাজি—ছল চাতুরি।
দাদ—প্রতিশোধ।
দামাদ—জামাতা।
দামান—আঁচল।
দিদার—দর্শন।
দিব্য—শপথ, প্রতিজ্ঞা।
দীর্ঘাল—দীর্ঘ, দৈর্ঘ।
দেওন লওন—দেওয়া নেওয়া।
দেওয়ান, দেআন, দ্যান-কাছাড়ী, বিচারালয়।
দেরেম—আরবীয় মুদ্রা বিশেষ।
দোকানী—দোকানদার।
দোষণ, দোষাণ—ত্রুটি, নিন্দা।
দোহ—উভয়।
ধনলাভ—সুদ।
ধনিআ—ধনে।
ধর্মকর্তা—ধার্মিক।
ধৈর্যতা—ধৈর্য, সবুর।
ধান্ধা—দুশ্চিন্তা।
ধিক—অধিক, ধিক্কার।
নফস—পুংলিঙ্গ।
নর্দ—শতরঞ্জ খেলার গুটি।
নসিহত—উপদেশ।

নহস—অশুভ।
নাকআ—উড়ন্ত ধূলি বালি।
নাড়িকা—শিরা, রগ।
নাদান—মূর্খ, অজ্ঞ।
নাম কার্য—সুনাম, যশ।
নামাজ করা—নামাজ পড়া।
নারীর পাশে যাওয়া—সঙ্গম করা।
নিছি ফেলি—স্পর্শ করিয়া।
নিতরাস—ত্রাসহীন, ভয়শূন্য।
নিভরম—নির্ভুল, সুনিশ্চিত।
নিয়ড়—নিকট।
নিয়ত—ইচ্ছা।
নিয়তি—আমোঘ, অব্যর্থ।
নিয়ম বচন—প্রতিজ্ঞা।
নিয়ামত—সম্পদ।
নিরোধ—নিষেধ, নিষিদ্ধ।
নির্বলী—দুর্বল, অসহায়।
নিলাজ—নির্লজ্জ, বেহায়া।
নিষ্কণ্টক—ত্রুটীহীন, নিরাপদ।
নিশিদিশি—নিশিদিন।
নিশিভক্ষ্য—নিশিতে ভক্ষিত।
নীত—নীতি।
নেক আমল, নেকামল—পুণ্য কার্য
নেকি—পুণ্য।
নেকী—পুণ্যবান।
নেত—ছিন্নবস্ত্র।
নৈরাশ—নিরাশ।
পটু—পূত, পবিত্র।
পদুত্তর—প্রত্যুত্তর।
পয়মাল—পদদলিত।
পরাঙ্গনা—পরনারী।
পরিত্যাগী—পরিত্যাগকারী।
পরিপাটি—পরিপূর্ণ।
পরিমাণে—অনুযায়ী।
পরিহার—ক্ষমা।
পরিহাস্য—পরিহাস, উপহাস।
পাইক—পেয়াদা।
পাখালনা—প্রক্ষালিত।
পাগ—পাগড়ি।
পাছু—পশ্চাৎ।
পাঞ্চালী—কবিতা, ছড়া।
পাটিকেল—পাট্‌কেল (ইঁট)।
পাতক—পাপ।
পাতল—পাতলা।
পাথাল—প্রশস্ত, প্রস্থ।
পান—পণ্য, লভ্যাংশ।
পারগ—সক্ষম, সমর্থ।
পাষণ্ড—বিপদ, অকল্যাণ।
পিয়ন—পান করণ।
পিষুণ—হিংসা, দ্বেষ।
পিষুণী—হিংসুক, বিদ্বেষী।
পুছার—জিজ্ঞাসা।
পুণ্যবন্ত—পুণ্যবান।
পুরুষতা—পৌরুষ।
পজ্যমান—পজনীয়, শ্রদ্ধেয়।
পরিত—পর্ণিত, পরিপূর্ণ।
প্রতিষ্ঠা—সুনাম, সুখ্যাতি।
প্রবন্ধ—বর্ণনা, ব্যাখ্যা।
প্রবীণ—প্রকাশিত।
ফকিরি—দরবেশি, সন্ন্যাসধর্ম।
ফতোয়া—ধর্মীয় বিধান।
ফণী, ফণি—চিরুণী।
ফর্জ, ফরিজা—অবশ্য কর্তব্য।
ফলবন্ত—ফলবান।
ফরাগত—প্রশস্ত, চওড়া।
ফানী—অনিত্য, নশ্বর।

ফাসেক—দুষ্কৃতিকারী।
ফোকনা—মূত্রাশয়।
ফোকরা—ফকিরের বহুবচন।
বট—মুদ্রা বিশেষ।
বড়হি—বড়ই।
বদন—মুখমণ্ডল।
বদল—পরিবর্তন, বিনিময়ে প্রদত্ত বস্তু।
বন্দীআন—বন্দী, কয়েদ।
বয়ান—বর্ণনা ; মুখ।
বরাত—শবেবরাত।
বর্কত—সুসার, পুণ্য।
বলবন্ত—বলী, শক্তিশালী।
বহুতর—অনেক, অধিক।
বহুলতা—বাহুল্য, আতিশয্য।
বাখান—প্রশংসা ; ব্যাখ্যা।
বাগোআন—বাগান।
বাঙ্গ—আহ্বান, ডাক।
বাড়ি—আঘাত।
বাঞ্ছা—বাঞ্ছিত।
বাদ—বাজি।
বাদর—বাদল, বর্ষা।
বান্ধা—বন্ধকী, বাঁধা।
বালা—আপদ, বিপদ।
বাহ্য—মলত্যাগ।
বিকিকিনি—ক্রয়বিক্রয়।
বিদিত—সমীপ, নিকট।
বিধি—প্রভু, নিয়ম।
বিনি, বিনু—বিনা, ব্যতীত।
বিনোদ—আনন্দিত, উৎফুল্ল।
বিবস্ত্র—উলঙ্গ।
বিয়োগ—মৃত্যু।
বিরলে—নির্জনে।
বিরসে—মুখ ভার করিয়া।
বুদ্ধিবন্ত, বুদ্ধিমন্ত—বুদ্ধিমান।
বুধজন—জ্ঞানী ব্যক্তি।
বৃদ্ধক—বৃদ্ধ।
ব্যক্তক—প্রকাশ।
বেগর—ছাড়া, ব্যতীত।
বেজোড়া—অযুগ্ম, বেজোড়।
বেপার—বাণিজ্য, ব্যবসা।
ব্যাজ—দেরী।
ব্যাধিবন্ত—রোগী।
বোব—বোবা।
ভক্ষ্য—ভক্ষিত, ভুক্ত।
ভণ্ডবাক্য—মিথ্যা।
ভরম—ভ্রমান্ধ।
ভাগ্যমন্ত—ভাগ্যবান।
ভাঙ্গা—ছেঁড়া, কাটা, ফাড়া।
ভাতি—প্রকার।
ভাব—প্রেম।
ভারতী—পাঞ্চালী, কবিতা।
ভালা—ভাল, উত্তম।
ভালাই—কল্যাণ।
ভিতে—দিকে।
ভীত—ভয়।
ভুজার্জিত—স্বোপার্জিত।
ভেট—সাক্ষাৎ।
মওতা—মৃত ব্যক্তি।
মকরূহ—অপছন্দীয়।
মক্রচক্র—ধোঁকাবাজি।
মখলুক—সৃষ্ট।
মওতা—আসক্তি।
মনকির নকীর—কবরে জিজ্ঞাসাকারী দুই ফেরেস্তা।
মর্কট—মাকড়সা।

মর্তবা—মর্যাদা, ব্যাখ্যা।
মহোদধি—মহাসাগর।
মাগন—যাঞা, ভিক্ষা।
মাগনিআ—ভিক্ষুক।
মাঙ্গক—ভিক্ষুক।
মানা—মনে করা, নিষেধ।
মিছাক—প্রতিজ্ঞা।
মিছোআক, মেছোআক—দাঁতন।
মিযান—তুলাদণ্ড।
মিরি—কণ্ঠনালী।
মিলিক—স্বত্ব, অধিকার।
মুকর্রব—মুখ্য, বিশিষ্ট।
মুক্তমুখ—রোজাহীন, বেরোজাদার।
মুজি—অপকারী।
মুঞি—আমি।
মুটকি—মুষ্টাঘাত।
মুৎসুদ্দি—পেশকার, অগ্রণী।
মুর্দার—মৃত, শব।
মুলুআ—মজুর, মজুরি স্বরূপ।
মুশরেক, মোশরেক—পৌত্তলিক।
মুসলমানি—ইসলাম ধর্ম।
মুসলমানী—হিজরী (সন)।
মুসাফ—কোরান।
মৃত্যুক—মরণশীল।
মূল—মূল্য।
মেকদার—পরিমাণ।
মেকরায—কাঁচি।
মেহমানি—ভোজ।
মোনাফেক—কপট, প্রতারক।
মোস্তাহাব—শাস্ত্রমতে যে কাজ করা ভাল ;
কিন্তু না করিলে পাপ হয় না।
মোহন্ত, মহান্ত—তত্ত্বজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ।
মোহর—আমার।

যথ—যত।
যথেক—যতকিছু, যতসব।
যন্ত্রী—যন্ত্রবাদক।
যাওন—যাওয়া।
যাচকতা—ভিক্ষা, যাঞা।
রজক—তুল্য, অনুরূপ।
রতি—পরিমাণ বিশেষ, সঙ্গম, সামান্যতম।
রহমত—দয়া, করুণা।
রহমতুল্লা—'য়রহমুকুমুল্লাহ'
(খোদা তোমাকে শান্তি দিন)।
রাই—সরিষা।
রাও—রব, শব্দ।
রাকাত—নামাজের নির্দিষ্ট অংশ।
রাজী, রাজি—সন্তুষ্ট, সম্মত।
রিযোয়ান—বেহেশ্‌তের রক্ষক।
রীত—রীতি।
রুহু—আত্মা।
রোষ—ক্রোধ।
লজ্জাগত—লজ্জিত।
লজ্জাস্থলী—গুপ্তাঙ্গ।
লহরিত—তরঙ্গিত।
লাগ—সাক্ষাত।
লাঘব—অসম্মান, অপকাজ।
লাঞ্ছন—যাতনা, দুঃখ।
লাদি—গোবর।
লাবুক—লাউ, একতারা।
লুতি, লুতিকর্ম—পুং-সঙ্গম।
লেখন পড়ন—লেখাপড়া।
শক্কর—চিনি।
শয়তানে দাগা দেওয়া—স্বপ্ন দোষ হওয়া।
শরণজন—আশ্রয়প্রার্থী।
শরীয়ত—ধর্মবিধান।
শরীরবন্ত—দেহধারী।

শাকির—কৃতজ্ঞ।
শাহাদত—শহীদের মর্যাদা।
শিকরা—শিকারী পাখী।
শিরতাজ—মুকুট।
শিরিক—খোদার অংশীদার স্থাপন।
শিশুক—শিশু।
শুকরানা—কৃতজ্ঞা জ্ঞাপক।
শুসার—তুল্য।
শৈশবতা—শৈশবকাল।
শোকর—কৃতজ্ঞতা।
শোচন—অনুতাপ, শোক প্রকাশ।
শ্বন—ফুকুর।
সঞ্চরণ—প্রবেশ।
সদাগরি—ব্যবসা।
সন্তাপ—দুশ্চিন্তা।
সব—সমূহ, গণ।
সবর, সবুর—ধৈর্য।
সবান—সবার, সকলের (সম্ভ্রমার্থে)।
সমসর—সমকক্ষ।
সমূলে—উচিত মূল্যে।
সরুদ—গান।
সাঙ্গ—শেষ, সমাপ্ত।
সাদর—সমাদর, যত্ন।
সাবির—ধৈর্যশীল।
সারা—শেষকরা, ত্রাণ করা।
সালাআত, সালাওত—দরূদ।
স্বামী—প্রভু।
সিফত—গুণ।
সুকথন—সুবাক্য।
সুড়ন—ঝাঁট।
সুজান—অভিজ্ঞ।
সুপ্রযন্ত—পরিপাটি।
সুবিবেক—সুবিবেচক।
সুরঙ্গ—আনন্দমুখর।
সুরত—সুরা, অধ্যায়।
সুসম—কল্যাণ।
সুসার—বরকত পুণ্য।
সেজদা, সজিদা—প্রণিপাত।
সেহরী—রোজার সময়ে শেষ রাত্রির ভোজন।
স্খল—পতন।
স্রবিত—ধারা বিগলিত।
হয—ঘোড়া।
হলকুম—কণ্ঠ।
হলধর—চাষী, কৃষক।
হসদ—হিংসা।
হাউযে কাউসর—বেহেশ্‌তের ঝর্ণা বিশেষ।
হাকিকত—সুফী সাধন পন্থা বিশেষ।
হাজত—প্রয়োজন।
হাজামত—ক্ষৌর কর্ম।
হাদিআ—উপঢৌকন, উপহার।
হামদ—প্রশংসা, স্তুতি।
হালাল করা—বিধিমতে গ্রহণ করা।
হাসনা—সুদহীন, পুণ্যার্থে।
হাসিবাজি—হাসিঠাট্টা।
হুজুর—সমীপ।
হুর—স্বর্গ অপ্সরী।
হেট—নিম্ন, নিম্নদিক।

—

তুহফাঃ-ই-নসাঈহ

শায়খ ইউসুফ গদা

অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরায়শী

'তুহ্‌ফাঃ-ই-নসাঈ'হ্* ইসলামী বিধিনিষেধ সংবলিত শাস্ত্র-পুস্তিকা। ফারসী ভাষায় পদ্যে রচিত। ৭৯৫ হিজরী—১৩৯৩ খ্রীস্টাব্দে শায়খ ইউসুফ গদা স্বীয় পুত্র আবুল ফত্‌হের প্রতি উপদেশ-ছলে এটি রচনা করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাত্মপন্থী শায়খ মাহমুদ নাসিরুদ্দীন 'চেরাগে দিল্লী'র শিষ্য ছিলেন।

শাস্ত্র-পুস্তিকা হিসাবে 'তুহ্‌ফঃ-ই-নসাঈ'হ্ খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও এক সময়ে এটি বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় ছিল; নতুবা এর পক্ষে সুদূর দিল্লী থেকে আরাকানে পৌঁছা সম্ভবপর হত না। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি আলাওল 'তোহ্‌ফা' নামে এর একটি পদ্যানুবাদ করেন।

মূল পুস্তিকার হস্তলিখিত প্রাচীন কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। লাহোরের বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক 'মালিক সিরাজ উদ্দীন এণ্ড সন্স' প্রকাশিত একটি পুস্তিকা আমি এ অনুবাদে ব্যবহার করেছি। প্রকাশের বেলায় পুস্তিকাটি সুসম্পাদিত হয়নি; ফলে বহু ভুলভ্রান্তি বিদ্যমান। বয়েত সংখ্যাও অনেক বেশী। ইউসুফ গদা লিখেছেন:

আব্‌য়াত গুফ্‌তম জুম্‌লেগী হফ্‌সদ বরাঁ হফ্‌তাদ ব্ শশ্‌
আব্‌বাবে উ পঞ্জ ব্ চেহল্ আন্দর হিসাব ও হম্ হসর

বয়েত বলেছি সর্বমোট সাত'শ আরো ছিয়াত্তর;
অধ্যায় হলো পঁয়তাল্লিশটি, সংখ্যায় এবং গণনায়।

আলাওল লিখেছেন:

সপ্তশত একাশী বয়েত কৈল সার।

আর এ পুস্তিকায় পেয়েছি আট শ' বাইশটি বয়েত। নিম্নের এ ছেচল্লিশটি বয়েত প্রক্ষিপ্ত বলে অনুমান করি:

৬৮—৭১, ১০৭, ২৬১, ২৬৫, ৪১৩, ৪৩০, ৪৩৫, ৪৮১, ৪৮২, ৪৯৫, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০৭, ৫১৩, ৫১৬, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৬৭, ৫৬৯, ৫৯০, ৬০৮—৬১২, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৭৭—৬৮০, ৬৯৪, ৭১৫, ৭৫৯—৭৬৩, ৮১৮—৮২২।

* উপদেশাবলীর উপঢৌকন

অনুমান বলার কারণ, প্রক্ষেপ বিচারের পূর্ণ সুযোগ আমি গ্রহণ করতে পারিনি। আমি সাধারণভাবে নিম্নের এ ক'টি বিষয় থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি:

এক—ইউসুফ গদার উক্তি, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এতে তিনি পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায়ে সাত শ' ছিয়াত্তরটি বয়েত লিখেছেন বলে মনে করি। ভূমিকা এ উপসংহারকে তিনি গণনায় ধরেননি। তা না হলে প্রক্ষেপের সংখ্যা দাঁড়াবে একানব্বই।

দুই—আলাওলের 'তোহ্ফা' গ্রন্থে এসব বয়েতের কোন প্রকার অনুবাদ নেই, যদিও তোহ্ফা মূলের ভাবানুবাদ মাত্র।

তিন—অনেক ক্ষেত্রেই এ-সব বয়েত অধ্যায়ের মূল ভাব ও ভাষার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন বলে মনে হয়েছে।

অশেষ করুণাময় অনন্ত কৃপালু আল্লাহ্র নামে

॥ হাম্দ্ ॥

১. অনন্ত প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করছি জ্বিন ও মানুষের সৃষ্টিকর্তার, যিনি আকাশ-মণ্ডল এবং চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারকাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

২. তিনি 'আরশ'কে দান করেছেন এত বিশালতা, যার এক দিক থেকে কোন পাখী বিদ্যুৎ গতিতে চার শ' বৎসর উড়ে গেলে অন্য দিকের নাগাল পেতে পারে।

৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন বেহেশ্ত, যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিস্তৃতি এমনি, এই সপ্ততল পৃথিবী ও আকাশ তার তুলনায় ঢালে রক্ষিত গোলক মাত্র।

৪. নদী-উপনদী ও ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন তিনি ভূমির উপর, বৃক্ষগুলি ফলে পরিপূর্ণ, মাটি মধু আর চিনি উগলে দিচ্ছে।

৫. সম্পূর্ণ মৃত ধরাকে তিনি বৃষ্টির জলে সঞ্জীবিত করেন, এই শুষ্ক মাঠ কখনো দেখ ধূসর, আবার কখনো সবুজ।

৬. নিজ কৃপায় তিনি গ্রহ-তারকাকে করেছেন উজ্জ্বল প্রদীপ, তাতে আকাশ হয়েছে সমুজ্জ্বল, সুশোভিত—মানুষের পথ-প্রদর্শক।

৭. এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, সকলেই আল্লাহ্র গুণগান করে; নিখিল জগৎই তাঁর বন্দনাকারী—জড়ে অজড়ে প্রভেদ নেই।

৮. কিন্তু পৃথিবীতে সকলেই প্রতি বস্তুর গুণগান বুঝতে সক্ষম নয়, যদিও নিখিল জগতের প্রতিপালক এর প্রতিটির সংবাদ রাখেন।

৯. এই অগণ্য ভোগসামগ্রী তাঁর দয়া ও কৃপারই সুযোগ্য দান, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাকেও এই দান সম্ভারের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।

॥ হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠে ॥

১০. রসূলদেব যিনি বিশিষ্ট প্রাণস্বরূপ, তাঁর উপর মাণিকঝরা শান্তির বাণী পাঠ করছি; তিনি আরশ ও আকাশমণ্ডলের জ্যোতি—সমগ্র সৃষ্টির সম্রাট।

১১. পৃথিবীর তিনি বাদশা, নবীগণের তিনি সম্রাট, পাপী-তাপী আমাদের সুপারিশের জন্য বিচারের দিনে তিনি সচেষ্ট থাকবেন।

১২. 'লওলাক'-ছত্র[১] তাঁর শিরে, তাঁর সম্মুখে রসূলগণ প্রহরারত; তিনি বেহেশ্তে প্রবেশ না করা পর্যন্ত রসূলগণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করবেন।

১৩. পৃথিবীতে 'কুহেকাফ' থেকে 'কায়রোয়ান' শহর পর্যন্ত এমন কোন বাদশা দেখিনি, ভূমিতেও নয়, আকাশেও নয়—মুস্তফার মত আর কেউ নেই।

১৪. রসূলগণ সকলেই এই পৃথিবীর বুকে অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন, আর তাঁর এক দৃষ্টিতেই চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গেল আকাশে।

১৫. অধর্মের সকল প্রথাকে লুপ্ত করেছে তাঁর জ্ঞান; তাঁর অলৌকিকত্ব দর্শন মাত্রই সমগ্র আরব স্বীকার করে নিয়েছে।

জগৎ-গুরু সূফীকুল শিরোমণি মাহমুদ নাসিরুদ্দিন পুণ্যাত্মার প্রশংসায়

১৬. কুরআন-তত্ত্ববিদ শায়খ মহাত্মন মাহমূদ আমাদের পীর, তাঁর মত সম্মানিত, প্রসিদ্ধ আর কেউ ছিলেন না।

১৭. তাঁর সমকক্ষ জ্ঞানী আর কাউকে দেখা যায়নি; অলৌকিক ক্ষমতায়ও তাঁর তুল্য আর কেউ জন্মায়নি।

১৮. তিনি ছিলেন মহামান্য শায়খ, জগৎ ছিল তাঁর অনুসারী; এই তত্ত্বদর্শীর তিরোধানে সকল অধ্যাত্মপন্থী অন্ধ হয়ে গেছেন।

১৯. জগজ্জন তাঁর দ্বারের ধূলি সুরমা করে নেওয়ার অভিলাষী ছিল; অতি সুসময়ে সহৃদয় ব্যক্তিরা তাঁর চরিত্রাবলীর অনুসরণ করেছেন।

২০. হে জগৎপূজ্য শায়খ, খোদার নিকট আমাদের মুক্তি প্রার্থনা করুন, যাতে পরকালে বিপদমুক্ত হই, বেহেশ্‌তে হৈম-গৃহ লাভ করি।

।। গ্রন্থ-রচনার কারণ ও আবুল ফত্‌হের প্রশংসায় ।।

২১. আমি ইউসুফ গদা উপদেশ-ছলে কয়েকটি কথা বলছি, স্বীয় সুযোগ্য উত্তরাধিকারী চোখের জ্যোতি আবুল ফত্‌হের জন্য।

২২. নিজের জ্ঞান দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে পরিপূর্ণ করাই ধর্মের বিধান; হে প্রভু, তাই কর, আমার এটুকু গ্রহণ কর।

২৩. তোমার নিকট চাই ওর জন্য জ্ঞানানুমত কাজ, খোদা-ভীরুতা ও ধার্মিকতা; তুমি তাকে অতুলনীয় অধ্যাত্মপন্থী করে দাও।

২৪. একান্ত ভাবে চাই তোমার নিকট হে প্রভু, তাই কর—যে পাঠ আমি দিই, যে কথা শুনাই, তার ফলপ্রসূ-জগৎ যেন সম্মুখে দেখতে পাই।

২৫. এর পরেই আমি উপদেশ দেব, প্রত্যেক অধ্যায়ে তা শুনে নাও; পরিণামে তা অমূল্য মাণিক। হে প্রিয়, তুমি শুনো।

২৬. এর নাম দিলাম তুহ্‌ফঃ-ই-নসাঈ'হ্‌; খোদার নিকট আশা করছি, পুণ্যবানদের দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হবে—দুগ্ধ মধুর ন্যায় গৃহীত হবে।

২৭. কষ্ট সহ্য করেছি বহুকাল, দুঃখ পেয়েছি প্রসব ব্যথায়—তারপর জন্ম দিয়েছি এই এতটুকু 'তোহ্‌ফা'—সমুজ্জ্বল, সুপ্রসিদ্ধ।

২৮. হে প্রভু, তোমার দয়া আর কৃপায় এই 'তোহ্‌ফা'কে এমনি করে দাও, যেন এর প্রতি সমগ্র জগৎ আকৃষ্ট হয়, রাত্রিদিন পাঠ করে।

প্রথম অধ্যায়

।। মহাগুণান্বিত আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ বর্ণনায় ।।

১. শিশু বালিগ হলে তাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে অবহিত করা ফরজ; নিশ্চিত ভাবে আল্লাহ্‌কে এক জানবে—তাঁকে ছাড়া আর কাউকে নয়।

২. আল্লাহ্‌কে জানবে অতুলনীয়, সমকক্ষ নেই, সমতুল্য নেই। তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তাঁর মাতাও নেই, পিতাও নেই।

৩. তাঁর পানাহার ও দার-পরিগ্রহের প্রয়োজন হয় না কখনো; নিদ্রা নেই, ঔদাসীন্য নেই, তাঁর ভুলভ্রান্তিও হয় না।

৪. কারো সাহায্য নেন না, কারো সঙ্গে পরামর্শ করেন না; সমগ্র জগৎই তাঁর প্রত্যাশী—তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

৫. স্বয়ম্ভূ-স্বাবলম্ব দেহধারী—তাঁর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের কল্পনা কোর না; রসূলুল্লাহ্ প্রদত্ত নাম ব্যতীত তাঁকে অন্য নামে ডেক না।

৬. তাঁকে ফুল ভেব না, তারপর রঙের কথা বল না, স্বাদের কথাও; গন্ধের কথা বল না—আকৃতি আছে; তাঁর আকৃতি নেই, আকার নেই।

৭. তাঁকে কোন স্থানে আবদ্ধ মনে কোর না, আরশও তাঁর স্থান নয়; তাঁর সম্মুখ-পশ্চাৎ, ডান-বাম, উর্ধ্ব অধঃ নেই।

৮. তাঁকে চিরজীবী জানবে, তাঁর কর্ণ আছে, চক্ষুও; সকল বস্তু তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে—আলো আঁধার, ভালমন্দ।

৯. তিনি জগতের অস্তিত্ব দান করেছেন আর এ কার্যে তিনি স্বাধীন; কোথাও তিনি পরাভূত হননি, সর্বদা নির্বিকার।

১০. সমগ্র জগৎ সৃষ্ট, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অনাদি নেই; তাঁর সমগ্র গুণাবলীও এমনি, জেনে রাখ, হে পুত্র।

১১. তিনি কোন অনাদিকালে একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—এ কথা জেনে রাখ; তাঁকে আদেশকারী জান, নিষেধকারী জান; তিনিই একা বিশেষ্য আর সকলেই বিধেয়।

১২. তাঁর বাক্যে অক্ষর নেই, ধ্বনি নেই, কারক চিহ্ন নেই, উচ্চারণ নেই; অবশ্য জানবে তাঁর বাক্য হৃদয় ও বুদ্ধির উপলব্ধির বস্তু মাত্র।

১৩. পরকালের বিচারের শেষে বেহেশ্‌তে আল্লাহ্‌কে দেখা যাবে ; সকল বিশ্বাসীই তাঁকে সজল চক্ষে দর্শন করবে।

১৪. সকলেই ভুলে যাবে বেহেশ্‌তের ভোগসুখ, পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট ; পাগল হয়ে যাবে সকল বিশ্বাসী তাঁর একটি মাত্র বিদ্যুদ্দৃষ্টিতে।

১৫. এ দর্শন কোন স্থানে নয়, কোন দিকেও তা সংলগ্ন নয় : এ কথায় কোন আকৃতি নেই, উপলব্ধিরও কিছু নেই—কোন তুলনা নেই।

১৬. আল্লাহ্‌কে স্বপ্নে দর্শন শাস্ত্রানুমোদিত ; সকল পূর্বসূরী থেকেই এ কথা বর্ণিত রয়েছে, এ সম্পর্কে শত শত হাদীসও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ বিশ্বাসের নিয়ম ও অঙ্গ সমূহের বর্ণনায় ॥

১৭. যদি নবীরা জন্মগ্রহণ না করতেন আর পৃথিবীতে কোন ধর্মও না থাকত, তবু আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন মানুষের অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হত।

১৮. অন্তরে সত্য বলে জানাই বিশ্বাস, এই হল এর প্রধান অঙ্গ ; জিহ্বা দ্বারা স্বীকারোক্তি শুধু সমাজের জন্যই, হে পুত্র।

১৯. অন্তরে যদি সত্য বলে জান আর জিহ্বায় স্বীকার না কর, তবে আল্লাহ্‌র নিকট তুমি বিশ্বাসী কিন্তু মানুষের নিকট অবিশ্বাসী।

২০. অজ্ঞতায় নিমজ্জিত কোন ব্যক্তি যদি কারও নিকট থেকে জ্ঞানের কথা না শোনে, তবে সে যত দূরে যাবে, তত দূরই দোজখে শাস্তি ভোগ করবে।

২১. যদি কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে, অথচ তত্ত্বজ্ঞান পাঠ না করে, তবে সে অন্ধবিশ্বাসী ; অবশ্য অন্ধবিশ্বাসও গ্রহণযোগ্য।

২২. বিশ্বাসী কখন কোথাও অবিশ্বাসীর পর্যায়ে নেমে আসবে না, শত মহাপাপ থেকে অধিক পাপও যদি সে করে।

২৩. যেমন অবিশ্বাসী শত সহস্র পুণ্য কাজেও বিশ্বাসীর মর্যাদা লাভ করতে পারে না—বৃষ্টিধারার সমান পুণ্য করলেও।

২৪. হে আমার প্রাণপ্রিয়, নিজ বিশ্বাসে কোন সন্দেহ, কোন আশঙ্কা প্রকাশ কোর না ; সত্য করে বল, 'আমি বিশ্বাসী', নতুবা তুমি অবিশ্বাসীর পর্যায়ে পড়বে।

২৫. দোজখে বিশ্বাসী চিরদিন থাকবে না—নির্দিষ্ট কাল মাত্র ; পাপের পরিমাণ অনুসারে শাস্তি পাবে, ততটুকুর পরেই সে বেরিয়ে আসবে।

২৬. যদি তুমি অসংখ্য পাপ করে থাক, তবে তার সমতুল্য পুণ্যও কর; আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করবেন, তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ বিশ্বাসের বিষয় ও কবরের শাস্তি বর্ণনায় ॥

২৭. কবরের জিজ্ঞাসাকে সত্য বলে জান; মুনকির নকীর নামক দুই ফেরেশতা মানুষ দূর হওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসা করবে—বয়স্ক, শিশু সবাইকে।

২৮. বিশ্বাসী ও পুণ্যবান তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে; তারা বলবে, 'নওশার মত আনন্দ-চিত্তে শুয়ে থাক'।

২৯. কতক বিশ্বাসী পাপী আল্লাহ্‌র দয়ায় উত্তর দিতে সমর্থ হবে; অবিশ্বাসীদের বাক্‌রোধ হবে, সর্বদা অধিক শাস্তি পেতে থাকবে।

৩০. যদি পানিতে ডুবে যায়, বাঘে খেয়ে ফেলে কিংবা পুড়ে যায়—তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে, সত্য জান; শুধু কবরেই সীমাবদ্ধ নয়।

৩১. কবরের সংকোচনকে সত্য জান; পুণ্যবানদের জন্য অতি সহজ; কিন্তু পাপীদের জন্য তা কাঠের চোঙ্গে মাদক দ্রব্য পেষণের ন্যায় কষ্টদায়ক হবে।

৩২. পৌত্তলিকদের সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে; তাদের বেহেশ্‌তে গমনও ব্যাহত হবে—সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদের[২] এই মত।

৩৩. বিশ্বাসী পাপী কিছুকাল কবরে শাস্তি ভোগ করবে; অবিশ্বাসীরা সর্বদাই অধিক শাস্তি পেতে থাকবে।

৩৪. অগণিত পুরস্কার, সুখ ও সদাচার মিলবে কবরে; বিশ্বাসী যদি পুণ্যবান হয়, তবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তও দেখতে পাবে।

৩৫. আমাদের বর্তমান জীবনের মত জীবন হবে কবরে, কোন চড়ুই যদি কবরের উপর বসে, তা নর না মাদী, মৃতব্যক্তি তাও বুঝতে পারবে।

৩৬. শান্তি ও শাস্তি—কবরে যাই হোক না কেন, পাপ--পুণ্যের জন্যই হবে; জিন ও মানুষ ছাড়া সকলেই তা বুঝতে পারবে।

৩৭. শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারে সমস্ত জীবিতের মৃত্যু ঘটবে; দ্বিতীয় ফুৎকারে সকলেই কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।

৩৮. মুখে শিঙ্গা নিয়ে, পিঠ বাঁকিয়ে, এক পা সম্মুখে ও এক পা পিছনে করে সে[৩] দাঁড়িয়ে আছে।

৩৯. সমস্ত জগতের দেহ—পাগল, বুদ্ধিমান, বালক, জিন, শয়তান, হিংস্র জন্তু, পশু আর পাখী সকলেই হাশরের মাঠে।

৪০. সবাই উপস্থিত হবে, প্রত্যেকেই হিসাব দেবে ; পাপীদের উপর ন্যায়বিচার হবে, কোন অত্যাচার নেই, জোর-জুলুম নেই।

৪১. তুলাদণ্ডকে অবশ্য সত্য জান---বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের জন্য ; কৃতকর্মের ওজন হবে, ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক।

৪২. যদি পুণ্যের ওজন ভারী হয়, তবে তাকেই পুণ্যবান বলে জানবে, আর যার পাপের বোঝা ভারী, সে অবশ্যই দুষ্ট-দুর্ভাগা পাপী।

৪৩. এরপর পুস্তিকাগুলি উড়তে থাকবে, ডান হাতে পাবে বিশ্বাসীরা আর অবিশ্বাসীরা পাবে বাম হাতে।

৪৪. দোজখের উপরে আছে এক সাঁকো, তার উপর দিয়ে সমগ্র সৃষ্টি পার হয়ে যাবে ; তরবারির চাইতে ধারাল আর চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম।

৪৫. কতক পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে, কতক বাতাসের ন্যায়, কতক আরোহীর মত, কতক পদাতিকের তুল্য আর কতক পিপীলিকা সম ধীর গতিতে।

৪৬. অনেক মুখ উজ্জ্বল হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়, আর অনেক সুন্দর মুখ এমন কাল হবে যেন রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকার।

৪৭. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কথা বলবে, হাত পা সাক্ষ্য দেবে, সমস্ত জগৎ হতবুদ্ধি হয়ে যাবে, মানুষের হুঁশজ্ঞান থাকবে না।

৪৮. 'হউযে কাউসর'কে সত্য জান ; বেহেশ্তে আছে চারটি নহর---পানি, দুধ মধু আর মদের।

৪৯. বেহেশ্ত, দোজখ উভয়কেই বর্তমানে সৃষ্ট জান ; উভয়েই তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বিদ্যমান।

৫০. এখনো প্রতি পলে 'মালিক' দোজখে ইন্ধন নিক্ষেপ করছে আর বেহেশ্তে প্রতি মুহূর্তে 'রিদোয়ান' সুগন্ধিসিক্ত একটি গৃহ তৈরী করছে।

৫১. বেহেশতে বিশ্বাসী থাকবে চিরকাল, মৃত্যু নেই, রোগ নেই আর অবিশ্বাসী তেমনি অনন্তকাল দোজখের আগুনে পুড়ে মরবে।

৫২. বিশ্বাসী তার পাপের পরিমাণে শাস্তি পাবে, তারপর দোজখ থেকে বেরিয়ে আসবে ; বেহেশ্তে যাবে, মুক্তা খচিত একশ' গৃহ লাভ করবে।

৫৩. বিশ্বাসী দোজখে গেলেও আগুন তার নিকটে ঘেঁষতে চাইবে না, তার উপর কোন কঠোরতা হবে না ; অবশ্য ভয়ভীতিতে সে মুহ্যমান থাকবে।

৫৪. দোজখে অবিশ্বাসী জিন পরীরা পুড়বে ; পরীদের বেহেশতে যাওয়া সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মতানৈক্য বিদ্যমান।

৫৫. খোদার দয়ায় নিরাশ বা উদাসীন হওয়া অবিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে ; অদৃশ্য সংবাদ-পরিবেশনকারী জ্যোতিষীকে সত্যবাদী বলাও অবিশ্বাস।

৫৬. ওলী-আল্লাহ্রা নবীদের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন নন, ফেরেশ্তাদের মধ্যেও তাঁদের সমকক্ষ কেউ নেই।

৫৭. দরবেশ, ওলী-আল্লাহ্ সবাই ফেরেশ্তাদের চেয়ে মর্যাদাবান; অবশ্য মুখ্য চার ফেরেশতা তাদের চেয়েও মর্যাদাশালী।

৫৮. নবী, ওলী-আল্লাহ্ দরবেশ ও পুণ্যবান লোক ছাড়া সাধারণ মানুষের মর্যাদা ফেরেশ্তাদের চাইতে বেশী নয়।

৫৯. নবীদের পরে আবু বকরের মত কেউ নয়, তারপর উমর এবং তাঁর পরে উসমান।

৬০. তাঁদের পরে আলী, তিনি ছিলেন পৃথিবীর বাদশা; এভাবে মানলেই তুমি খাঁটি মুসলমান হবে, রক্ষা পাবে, 'রাফেযী'দের'[৩] পাপ থেকে দূরে থাকবে।

৬১. খোদেজা নারীদের রানী—সর্বশ্রেষ্ঠা; এর পর আয়েশা; মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হলেন ফাতেমা।

৬২. হযরত মুহম্মদ মুস্তফার সঙ্গীদের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য কোর না; তাঁদের প্রত্যেককেই নক্ষত্র স্বরূপ জানবে; কোন মুর্শীদই তাঁদের সমকক্ষ নয়।

৬৩. সাক্ষ্য দাও যে, এই দশ জন বেহেশতবাসী হবেন—আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী।

৬৪. সাদ, সয়ীদ, তালহা, আবূ উবায়দা, যুবায়ের ও আবদুর রহমান (রা:)।

৬৫. 'মীসাক'[৪] কে সত্য জেন, আদম থেকে শুরু করে সমগ্র সৃষ্টির জন্য; একথা অস্বীকার কোর না, দোজখ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

৬৬. বেহেশত, দোজখ, আরশ, কুরসী, লৌহ, কলম—সকলকে বর্তমান জান, সৃষ্টও; ধ্বংস হবে না, বিকৃত হবে না।

৬৭. 'লৌহে' যা লিখিত হয়েছে, যা লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে; তাছাড়া কোথাও কিছু হবে না—কোন বিকারও ঘটবে না।

৬৮. বাদশার বিরুদ্ধে কোথাও তরবারি কোষমুক্ত কোর না—যদিও অত্যাচার করে, শত অবিচার ও অন্যায় দেখ।

৬৯. নিজ বাদশার ছত্রচছায়াতলে থেকে বিদ্রোহী দমনে যুদ্ধ কর; যদি কাউকে বিদ্রোহ করতে দেখ যথা শীঘ্র হত্যা কর।

৭০. বিদেশ ভ্রমণে গেলে রোযা ভঙ্গ বৈধ, অবশ্য রোযা রাখা ভাল, কিন্তু নামাযের বেলায় 'কসর' পড়া অবশ্য কর্তব্য।

৭১. ভাল হোক, মন্দ হোক, সকলের পিছনে জুম্মার নামায আদায় করা উচিত; ঘরেই থাক আর বিদেশেই থাক মোজার উপর 'মসেহ' করবে।

৭২. পাপী আর পুণ্যবান সকলের জন্যই শাফায়াত সত্য, খোদার নিকট মার্জনা চেয়ে অনেককেই দোজখ থেকে বের করে আনবেন।

৭৩. মৃতদের জন্য জীবিতরা দান করবে, প্রার্থনা জানাবে, তাতে তাদের শাস্তি কমবে। বেশী শাস্তি পাবে।

৭৪. যদি কোন কাজ তোমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায় প্রার্থনা করবে; প্রার্থনা হল উপাসনার মুখ্য বস্তু, প্রার্থনার প্রভাব স্বীকার্য।

৭৫. 'দজ্জাল' ও 'দাব্বা'৫ কে প্রলয়ের চিহ্ন বলে জান; ইসা নবী নেমে এসে গাধার পৃষ্ঠে আরোহিত দজ্জালকে হত্যা করবেন।

৭৬. জগতে 'ইয়াজুজ মাজুজ'ও সৃষ্ট হবে, তাদের অনেকের মাথা আকাশে ঠেকবে আর অনেক হবে এক বিঘত লম্বা।

৭৭. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই; তওবার দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে, যা এতদিন মানুষের জন্য খোলা ছিল।

৭৮. অতি মাত্রায় ব্যভিচার সংঘটিত হলে বুঝবে কিয়ামতের চিহ্ন প্রকাশ পাচেছ; স্ত্রী-লোকদেরকে ঘোড়ার উপর দেখলে জানবে খুব শীঘ্রই কিয়ামত আসছে।

৭৯. অন্যান্য চিহ্ন হল; মানুষ শুধু জ্ঞানার্জন করবে—সে অনুসারে কাজ করবে না; নামাযী দেখতে পাবে অল্প আর মসজিদ অনেক।

৮০. মানুষকে দেখবে দালানকোঠা তৈরীতে মনপ্রাণ দিয়ে লিপ্ত হয়েছে; তখন মরণ কামনা করবে, মৃত্যুই তখন ভাল।

৮১. মাহমূদ, আহমদ, তাজুদ্দীন প্রভৃতি নামীয় লোকদেরকে পরের চাকরি করতে দেখবে চতুর্দিকে; শাদী, কবুলা, যিরকা ইত্যাদি নামের লোকেরা হবে সম্পদশালী ও খ্যাতিমান।

৮২. যাযাবর, পশুর রাখাল আব অজপাড়াগাঁয়ের লোক, যাদেব পায়ে মোজা জুটে না আর মাথায় পাগড়ি;

৮৩. এদেরকে যখন শহরবাসী হতে দেখবে, সেখানে ওরা উঁচু উঁচু প্রাসাদ তৈরী করতে থাকবে, তখন অবশ্যই কিয়ামত আসবে।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ জ্ঞান, কর্ম ও তার মর্যাদা বর্ণনায় ॥

৮৪. শৈশবের বিদ্যাপাঠ পাষাণে অংকিত চিত্রতুল্য আর বৃদ্ধাবস্থার পাঠাভ্যাস হল জলের উপর চিত্রাংকন।

৮৫. কুরআন পড়, ভাষ্যও; হস্তলিপি, শব্দপ্রকরণ, অভিধান, ব্যাকরণ, শব্দার্থতত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্র, ধর্মবিধি, হাদীস এমন কি একত্ববাদও শিখে নাও।

৮৬. জ্ঞানার্জন কর, যাতে তোমার উপকারে আসে, তোমাকে রক্ষা করে; বেহেশ্ত পাবে, হুরীও আর নাজাত পাবে দোজখ থেকে।

৮৭. বিধি-নির্দেশ, বিচার, আহার্য সংস্থান বা অন্য কোন কাজের জন্য নয়, শুধু সত্যের জন্য যে জ্ঞানচর্চা করবে, তা অবশ্যই তোমার রক্ষী হবে।

৮৮. সত্যের খাতিরে যে জ্ঞানোপার্জন, তাকে তোমার উপকারী মনে করতে পার, যে জ্ঞানলাভ সত্যের জন্য নয়, তাতে অজস্র অলক্যাণ দেখতে পাবে।

৮৯. সভায় উচ্চাসন লাভের জন্য যদি জ্ঞানচর্চা কর, তবে তা বেশ্যাপনারই সমতুল্য বরং বেশ্যাগিরিও তার চেয়ে ভাল।

৯০. কখনো ধর্মবিধির চাতুরি শিখ না, তাহলে সে চাতুরি দিয়ে পাপার্জন করবে, ধর্মানুশাসনের বাইরে কখনো পদক্ষেপ কোর না, হে পুত্র।

৯১. যদি জ্ঞানকে ভালবাস কিংবা জ্ঞানীকে—জ্ঞানান্বেষীকে, তাহলে তুমি পাপমুক্ত হবে—জীবনে যে পাপ করেছ।

৯২, কখনো জ্ঞানান্বেষী—ছাত্রকে দেখলে সহায়তা কর, খোদা তোমাকে বেহেশ্ত দেবেন—যদি তুমি কলমের একটি ভাঙ্গা হাতলও দান কর।

৯৩. যদি জ্ঞানচর্চা করে কোন ব্যক্তি স্বল্প উপাসনা সহ, আল্লাহর নিকট সে বিশিষ্টদের অন্তর্গত, অতি-উপাসকদের চাইতেও নিকটতর।

৯৪. উপাসক ও দরবেশের চেয়ে জ্ঞানীর মর্যাদা বেশী, যেমন অতি সাধারণ মানুষের চেয়ে রসূলে খোদার মর্যাদা অধিক।

৯৫. জ্ঞানীর সঙ্গে উপাসকের তুলনা কোর না—যে নিজকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত আর জ্ঞানী শত শত জনের মুক্তিকামী।

৯৬. জ্ঞানীদের পদধূলিতে পরিণত হও, তাহলে বেহেশ্তে স্থান পাবে; মূর্খদের নিকট থেকে দূরে থাক, তাহলে দোজখে জ্বলবে না।

৯৭. জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হল কাজ করা, পাঠদান কিংবা বিচার তার উদ্দেশ্য নয়; যে জ্ঞানীর কাজ নেই তাকে গুণবিহীন ধনুক মনে করবে।

৯৮. জ্ঞানোপার্জন শেষ হলে খোদাকে ভয় কর, শুদ্ধমতি হও; নতুবা তুমি ধর্মের চোর, ডাকাত এমন কি ধোঁকাবাজে পরিণত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ মলমূত্র ত্যাগ, অজু, তয়ম্মুম ও গোসলের বর্ণনায় ॥

৯৯. মলত্যাগ কালে বাম পায়ের উপর দেহভার অধিক ন্যস্ত করবে; কেবলার দিকে মুখ করে বস না, পিঠও দিও না।

১০০. পায়খানায় প্রবেশকালে প্রথমে বাম পা রাখবে; সঙ্গে কোন কাগজ থাকলে তা রেখে যাও—সঙ্গে নিও না।

১০১. মলমূত্রের বেগ অধিকক্ষণ রোধ করে রেখ না, যথা শীঘ্র ত্যাগ কর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সহ্য করে থাকলে, বহু দুঃখ ও অকল্যাণ দেখতে পাবে।

১১২. অজুসহ সর্বদা থাকলে নাপাক জামাকাপড় পরো না, আর অজু না থাকলে তা তখনি করে নাও।

১০৩. অজু না থাকলে কুরআন শরীফের দিকে তাকিও না; আকাশের দিকে, গ্রহতারা, চাঁদসূরুজের দিকে দৃষ্টিপাত কোর না।

১০৪. কাবার দিকে, জ্ঞানীর চেহারার দিকে চেয়ো না, নামজপ কোর না, পাঠ নিও না, পিতামাতার দিকে দেখ না।

১০৫. সালামের উত্তর দিও না, মসজিদের ভিতর এস না; ঘুমিও না, খেয়ো না, মৃতদেহে কাফন পরিও না এবং বিদেশ ভ্রমণে বের হয়ো না।

১০৬. এসব কিছুকে সুনীতি বলে মনে করবে, খোদার নিকট তার প্রতিদান পাবে, যখনি নামাযের সময় উপস্থিত হয়, অজু কিংবা তয়ম্মুম কর, হে পুত্র।

১০৭. অজু ছাড়া কুরআন-শরীফ স্পর্শ কোর না, অপবিত্র দেহে মসজিদে যেও না— অবশ্য দুষ্কৃতিকারী হবে, দারিদ্র্য আসবে, দেশভ্রমণের বিপদ দেখা দেবে।

১০৮. বীর্য যদি কামনার সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসে কিংবা লিঙ্গাগ্র সম্মুখ বা পশ্চাৎ-দ্বারে প্রবিষ্ট হয়,—

১০৯. শুক্রস্খলন হোক বা না হোক, গোসল ফরজ হবে; পশু বা মৃতদেহে আসঙ্গলিপ্সায় বীর্যপাতেই গোসল ধর্তব্য।

১১০ যদি কোন রাতে সানন্দ শুক্রস্খলনে বয়ঃপ্রাপ্ত হও, তবে অতি প্রত্যুষে গোসল করবে এবং অজু সহ ফজরের নামায পড়বে।

১১১. যদি কোন স্ত্রীলোক ঋতু বা প্রসবোত্তর রক্তস্রাব মুক্ত হয়, তবে গোসল করে পবিত্র হবে—এও ফরজ।

১১২. জুম্মা, দুই ঈদ এবং আরফার দিনের গোসল সুন্নত, মৃতদেহ গোসল দেওয়া ওয়াজিব—গোসল দিয়ে পবিত্র কর।

১১৩. যদি কোন সংকট উপস্থিত হয়, মনেপ্রাণে গোসল কর; কোন বিধর্মী মুসলমান হলে গোসল করা মুস্তাহাব।

১১৪. প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত এবং কয়েকবার শাহাদত কলেমা পাঠ কর; অবশ্যই তুমি পাপমুক্ত হবে, বেহেশতে আটদ্বারের যে কোনটি দিয়ে প্রবেশ করবে।

১১৫. প্রতি অজুতেই দাঁতন করবে, রোযাতেও; জামা ও শরীরে সুবাস লাগাও, হাশরের মাঠে সুবাসিত হবে।

১১৬. লম্বা দাড়িতে চিরুণী ফিরাও, পাপতাপ থেকে মুক্তি পাবে, বুকের চুলেও চিরুণী লাগাও—চোখের ভুরুতে—মাথার চুলে।

১১৭. অজু না থাকে কিংবা অপবিত্র হও, উভয়েই এক তয়ম্মুম যথেষ্ট—যদি পানি না পাও, শীতাধিক্য হয়—প্রাণের ভয় থাকে।

১১৮. মাটির যা কিছু হোক না কেন—ছাই, বালু ও সুরমা ; ধূলি দিয়েও তয়ম্মুম করতে পার, যদি মাটি ভাল হয়।

১১৯. গোসল বা অজু করতে গিয়ে কারও সঙ্গে কথা বল না ; অজু শেষ হলে সূরা 'কদর' পাঠ কর।

১২০. কথা বলার পূর্বেই নামায আদায় কর, খোদার নিকট প্রার্থনা জানাও, তোমার প্রয়োজন মিটবে অতি সত্বর—তখনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ নামাযের সময় ও বেনামাযীদের শাস্তি বর্ণনায় ॥

১২১. নিয়মিত ঠিক সময়ে নামায পড়, ত্যাগ করলে অভিশাপগ্রস্ত হবে; নিয়মিত নামায ত্যাগকারীকে বিধর্মী ভেব, তার স্থান হল দোজখ।

১২২. দিনরাত্রের যে কোন দুই অক্তের নামায যদি একত্র কর, তবে এক 'হুকবা'[৬] কাল দোজখে আবদ্ধ থাকবে।

১২৩. ফজরের নামায আদায়ের পর তুমি কারও সঙ্গে কথাবার্তা বল না—যতক্ষণ না সূর্যোদয়ের সময় প্রার্থনা কর, তাহলে তুমি গণ্যমান্য হবে।

১২৪. তুমি দোজখে পুড়বে এবং সেখানে থাকবে অনেক দিন—যদি জুম্মা এবং পাঁচ অক্তের জামাত ত্যাগ কর, হে পুত্র।

১২৫. আযানের শব্দ শুনেই চুপ হয়ে যাও, কোন কথা বল না, কোন কাজে লিপ্ত হয়ো না, তার উত্তর দাও, হে খ্যাতিমান।

১২৬. যদি উত্তর না দাও কিংবা সে সময় কথা বল, তবে সর্বদা তোমার সম্মুখে নানা আপদ-বিপদ এসে উপস্থিত হবে।

১২৭. 'চাশতের' নামায নিয়মিত পড়, 'এশরাকের' নামাযও কামাই কোর না ; তাহলে তুমি ধনাঢ্য হবে—অনেক ধনসম্পদ লাভ করবে।

১২৮. অর্ধরাত্রে তাহাজ্জদের নামায আন্তরিকতার সঙ্গে আদায় করবে ; তাহলে তুমি খোদাকে দেখতে পাবে, গোলমাল থেকে রক্ষা পাবে।

১২৯. অসংখ্য ভোগসামগ্রী পাবে যদি তুমি সে সময় না ঘুমাও, তা অতি বিশিষ্ট লোকদের সময়—অতি প্রত্যুষ ছাড়া পাবে না।

১৩০. যদি তুমি খোদার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাও, তবে তোমার উচিত অতি প্রত্যুষে সে কাজে লিপ্ত হওয়া—অতি প্রত্যুষে অজু করা।

১৩১. 'বিতরের' নামায আদায়ের পর কারও সঙ্গে কথা বল না ; এশার নামায না পড়ে শয্যায় দেহ রেখ না।

১৩২. নামায শেষ হওয়া মাত্রই 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ কর ; বেহেশত তোমার প্রতি আসক্ত হবে, হুর পাবে, ফলমূলও।

১৩৩. ফরজ নামায শেষ করেই খোদার নিকট মার্জনা চাও, তাহলে রসুলে খোদার নামাযের মতই হবে তোমার নামায—হে খ্যাতিমান।

১৩৪. যদি স্বধর্মী কারো মৃত্যু সংবাদ শোন, তবে সেখানে উপস্থিত হবে; উপস্থিতিতেই পুণ্য পাবে, ত্যাগ করার অনেক ক্ষতি।

১৩৫. নিয়মিত জুম্মার নামায পড়বে, কখনও ত্যাগ করবে না; শাসক—অত্যাচারী, দেশদ্রোহী হোক কিংবা ন্যায়পরায়ণ।

১৩৬. প্রতি অক্তেই আযান দেবে, এর অন্যথা কোর না, অগণিত অসংখ্য পুণ্য পাবে—একাজে কোন মজুরি নিও না।

১৩৭. আজ মজুরি নিয়ে তুমি ভবিষ্যতের পুণ্যকে নষ্ট কোর না, তা ইমামতি, আযান, শিক্ষাদান কিংবা অন্য কিছু হোক।

সপ্তম অধ্যায়

॥ যাকাত, দান খয়রাত প্রভৃতির বর্ণনায় ॥

১৩৮. খোদার দয়ায় যদি তোমার ধনদৌলত থাকে আর তা বহুদিন ধরে রাখতে চাও, তবে এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ কোন গরীবকে দান কর।

১৩৯. প্রচলিত দুশো দেরহাম যদি এক বৎসর তোমার নিকট থাকে, তোমার নিত্য প্রয়োজনের বাইরে এবং কোন ঋণ না থাকে;

১৪০. বিশ 'মিসকাল'[৭] সোনা থাকলে আধা মিসকাল দাও আর ঐ দুশো থেকে দাও পাঁচ দেরহাম; দোজখ থেকে মুক্তি পাবে।

১৪১. অলংকার যদি থাকে, তবে জেনে রাখ, তার উপর যাকাত ফরজ; তাহলে তোমার নিকট বহুদিন থাকবে, ছেলেমেয়ে সৌন্দর্যভূষিত হতে পারবে।

১৪২. ঘোড়া গাধা খরিদ করলে, প্রতিটিতে এক দীনার দাও; নয়তো ওদের মূল্য ধরে যাকাত দাও, হে খ্যাতনামা।

১৪৩. গরু থেকে দাও এক বছুরে আর চল্লিশ বকরী থেকে দাও একটি; বকরী দাও এক বছুরে আর পাঁচ বছুরে দাও উট যদি থাকে।

১৪৪. শস্যে দাও দশ ভাগের এক ভাগ, যদি তোমার চাষাবাদ থাকে; নতুবা অন্যায়-কারী হবে আর শস্যে সুসার থাকবে না।

১৪৫. যাকাত-প্রদত্ত ধন অবশ্যই তোমার নিকট থাকবে এবং তোমার সন্তানসন্ততিদের নিকট; আগুন তাকে ছুঁবে না; পানিতে ডুববে না।

১৪৬. যদি নামায পড় অথচ যাকাত না দাও, তবে বেহেশতে বাসস্থান পাবে না, দ্বারেই পড়ে থাকবে।

১৪৭. দান কর নিজ ধন থেকে---নিজ বিশিষ্ট সম্পদ থেকে ; কারো দান গ্রহণ কোর না, সে যাকাত কিংবা সদকা যা-ই হোক না কেন।

১৪৮. অন্যায়ভাবে যদি দান কর আর তাতে পুণ্যের আশা রাখ, তবে পাপী হবে, দোজখে যাবে, মদ্যপানের চেয়েও এ হেয়তর।

১৪৯. ফকির যদি অন্যায়ভাবে প্রদত্ত দানের কথা জেনেও দোয়া করে, তবে এ পাপে সে পাপী হবে, অভিশপ্ত হবে, মুখে ছাই পড়বে।

১৫০. অন্যায়ভাবে দান করা কালে যদি তুমি 'বিসমিল্লাহ' পাঠ কর, তবে কাফের হবে, দোজখে যাবে, শাস্ত্র-গ্রন্থে এ নির্দেশ রয়েছে, দেখে নাও।

১৫১. যদি চুপে চুপে দান কর, তবে খোদার গজব থেকে রক্ষা পাবে; নূহ নবীর মত তোমার আয়ু হবে, অনেক গুণ ধনসম্পদ পাবে।

১৫২. খোদার উদ্দেশ্যে দান কর, সুনাম কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দিও না, যদি লোক দেখানোর জন্য দাও, তবে হাশরের মাঠে এক রেণুও পাবে না।

১৫৩. গরীবকে দান কর, কষ্ট দিও না, খোঁটা দিও না ; তোমার হাত নিচু কর, তাহলে ওর হাত উঁচু হবে।

১৫৪. গম দাও অর্দ্ধ 'সা'৮, খোরমা ও যবে তার দ্বিগুণ ; 'ঈদুল ফিতরে' এ অবশ্য দেয় ; 'ঈদুল আযহায়' গরু ছাগল কুরবানি কর।

১৫৫. গরু সাত জনের পক্ষ থেকে, একজনের পক্ষ থেকে ছাগল ; পরকালে যখন 'পুলসিরাত' পার হবে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় পার হয়ে যাও।

১৫৬. যদি কোন প্রয়োজন সম্মুখে আসে কিংবা বিপদ, দান কর, তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে, বিপদ অতি শীঘ্র দূর হয়ে যাবে।

১৫৭. যদি দান করতে চাও, তবে আত্মীয়স্বজনকেই দান করা উচিত ; ভিক্ষুককে কখনো দিও না---যদি তাদেরকে গরীব দেখ।

১৫৮. খোদার অসন্তুষ্টি বাঁচিয়ে যে দান করা হয়, তা ভবিষ্যতে ফল দেবে ; কখনো আপদ-বিপদ আসবে না, ভয়-ভীতি দেখা দেবে না।

অষ্টম অধ্যায়

॥ পবিত্র রমযান মাসের রোযা সমূহের বর্ণনায় ॥

১৫৯. রমযান মাস এলেই আন্তরিক নিয়তে রোযা রাখ, নিন্দাচর্চা কোর না, কুকথা বল না, কুকাজ একদম ছেড়ে দাও।

১৬০. যদি আবহাওয়া গরম গরম থাকে পানি দিয়ে ইফতার কর আর ঠাণ্ডা থাকলে খোরমা সহযোগে রোযা ভাঙো।

১৬১. ইফতার করার পর খোদার নিকট তোমার প্রার্থনা জানাও, যে কোন সমস্যা, যা তোমার নিকট জটিল বলে মনে হয়, হে পুত্র।

১৬২. রোযা রাখবে খোদার নামে, সুনাম বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়; রাত্রে যে পরিমাণ আহার করবে, ইফতারেও ততটুকু গ্রহণ কর।

১৬৩. দিনের বেলা এক প্রহরে যে পরিমাণ আহার করতে, তা খেয়ো না, গরীবকে দাও; যদি তুমি নিজে তা গ্রহণ কর, তবে তেমন পুণ্য পাবে না।

১৬৪. মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখবে, সর্বদা রোযাশূন্য থেক না; দেশে কিংবা বিদেশে থাক---পূর্ণিমার তিনটি রোযা সর্বদা রাখবে।

১৬৫. রজব মাসের প্রথম মধ্য এবং শেষ রোযাটি রাখবে; জিলহজ্জের আট, নয়, দশ, আরফা ও কুরবানির রোযা অর্ধদিন।

১৬৬. বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা, শাওয়াল মাসের প্রথম ছয়টি রোযা, খোদার নামে প্রতি দুই মাসের সোমবারের রোযাটি রাখবে।

১৬৭. সৈন্যদলের অধিনায়ক, যে রাতদিন পর্যটনে ব্যস্ত, নফল রোযা রাখতে পারে, অবশ্য রোযা না রাখাই ভাল।

১৬৮. রোযাদার যদি রাত্রে পান খায় আর তার রং মুখে লেগে থাকে, তবে তা এমনি 'মাকরূহ' যে রোযা ভঙ্গের ভয় হয়।

১৬৯. সর্বদা শেষ রাত্রে আহার গ্রহণ করবে, কখনো ত্যাগ করবে না; খোদা কখনো শেষ রাত্রি ও ইফতারের আহার্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না।

১৭০. রোযাকে খোদার গুপ্ত রহস্য মনে কর, এ রহস্য কারো নিকট প্রকাশ কোর না; রোযা এমন গোপনেই রাখবে, যাতে পরিবার পরিজনও না জানে।

১৭১. পরকালে খোদা যখন প্রত্যেকের সুকর্মগুলি দাবীদারকে প্রদান করবেন, তখন তারা সকল পুণ্যই নিতে পারবে, একমাত্র রোযার পুণ্য ছাড়া।

১৭২. মসজিদে যখন আসবে---ই'তিকাফের নিয়ত করে আসবে; রমযানের শেষ দশ তারিখে 'ইতিকাফ কর, 'শবকদর' পাবে।

১৭৩. কখনো বাইরে যেয়ো না, বিশেষ প্রয়োজন ও অজু গোসল ছাড়া; বেচাকেনা কোর না; কখনো সে কারণে অহংকারী হয়ো না।

১৭৪. ই'তিকাফে পানাহার কর, ঘুমাও; কিন্তু খোদার নাম সর্বদা স্মরণ করবে, সকাল সন্ধ্যা কুরআন পাঠে নিরত থাকবে।

নবম অধ্যায়

॥ হজ্জ, দেশভ্রমণ ও জেহাদের বর্ণনায় ॥

১৭৫. পাঁচ অক্তের নামায ও জুম্মার নামায ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ো না; বাইরে আপদ-বিপদে ভরা, কখনো বিদেশে যাবার নাম কোর না।

১৭৬. যদি বিদেশে যেতে চাও, তবে কাবা জিয়ারতের নিয়তে যেতে পার, তা হলে' হেরম শরীফ'-এর 'তওয়াফ' সম্পন্ন করতে পারবে আর সেই পাথরে চুমা দিতে পারবে।

১৭৭. হজব্রতে গমনকে ফরজ জান, যদি তোমার পাথেয়ও বাহন থাকে, পরিবারবর্গকে এক বৎসরের আহার্য দিয়ে যেতে পার, যদি পথ নিরাপদ থাকে।

১৭৮. পরিপূর্ণভাবে হজব্রত পালন করলে, তোমার মধ্যে পাপের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না ; সন্তুষ্টচিত্তে বেহেশতে যাবে, হুরীদের সঙ্গে প্রাসাদে বসবে।

১৭৯. মদিনায় যাওয়া উচিত—মুস্তফার কবর জিয়ারতের জন্য, যাতে তুমি পাপমুক্ত হতে পার এবং তাঁর সঙ্গে মর্যাদার আসনে বসতে পার।

১৮০. যে ব্যক্তি হজ পালন করেছে কিন্তু মুস্তফার কবর জিয়ারতে যায়নি, তাকে বলা যায়, সে রসূলের প্রতি অবিচার করেছে, অবশ্য জেনে রাখ, হে পুত্র।

১৮১. যদি বিদেশে যেতে চাও, একা যেয়ো না, বন্ধু খোঁজ, যেখানেই যাও, ভাল প্রতিবেশী দেখে ঘর ভাড়া নাও।

১৮২. যদি বিদেশে যেতে চাও, সোম অথবা বৃহস্পতি বারে যেয়ো ; এ ভ্রমণে আনন্দ পাবে, হজ সমাপন হবে, টাকাও মিলবে।

১৮৩. শনিবার দিন বিদেশে যাও, শান্তিতে গৃহে ফিরবে ; খুব শীঘ্র তাদের মুখ দেখতে পাবে, ভ্রমণে খুব দেরী হবে না।

১৮৪. কর্কট-রাশিতে যদি চন্দ্র থাকে, তবে ঘর থেকে বের হয়ো না, সিংহ, বৃষ ও কুম্ভেও না ; তাহলে সেখানে তোমার দেরী হবে।

১৮৫. শুক্র ও রবিবারে পশ্চিম দিকে যেয়ো না, যদি যাও, দেহ অসুস্থ হবে, আরোগ্য মিলবে না, হে পুত্র।

১৮৬. শনি ও সোমবারে পূর্বদিকে যেযো না, যদি যাও, তবে অনেক দুঃখ-কষ্ট পাবে।

১৮৭. মঙ্গল ও বুধবারে উত্তর দিকে যেযো না ; বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণে যেতে নিষেধ করি।

১৮৮. যদি রাস্তা হারিয়ে ফেল, কোন দিক দিয়ে যাবে বুঝতে পারছ না, তবে সেখানে দাঁড়িয়েই আযান দাও, রাস্তা পেয়ে যাবে।

১৮৯. অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, এ যুদ্ধকে ফরজ জান ; যখনি বিধর্মীদেরকে গোলযোগ সৃষ্টি করতে দেখবে।

১৯০. যুদ্ধ থেকে কখনো মুখ ফিরিও না, অন্যায়কারী হবে, দোজখে যাবে, এ অতি মহাপাপ, এ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে।

১৯১. বিশ্বাসীরা যদি দশ জন থাকে, তবে বিশ জনের সমতুল্য আর বিপক্ষের দশ জনকে একজন মনে করবে ; তখন যদি 'মুখোজ্জ্বল'[৭] করে, তবে তা বৈধ বলে জান, হে পুত্র।

দশম অধ্যায়

॥ কুরআন পাঠ, নামজপ, প্রার্থনা ও দরূদ পাঠের বর্ণনায় ॥

১৯২. যখন কুরআন পড়, হে প্রিয়, মন প্রাণ দিয়ে পড় ; প্রত্যেক কথার অর্থ বুঝে নাও। দশ দিনে আবার নতুন করে পড়।

১৯৩. এঁর মধ্যে বহু তাৎপর্য লুকিয়ে আছে, চিন্তা সহকারে পাঠ কর, স্বাদ পাবে, মত্ত হবে, মাথাব আশেপাশে আলোক দেখতে পাবে—হে পুত্র।

১৯৪. পাঠ করার সময় মনে করবে তুমি খোদার বাণী শুনছ, তাঁর কাছেই মনের কথা বলছ, তাতেই তুমি মগ্ন হয়ে রয়েছ।

১৯৫. সত্যের জগতে কুরআনকে সম্রাট মনে কর ; সেখানে অসত্যের যে সংবাদ তুমি পাও ; তৎপ্রতি অসন্তোষ প্রকাশ কর।

১৯৬ বানান করে কতকগুলি বর্ণ উচ্চারণ কবাকেই কুরআন পাঠ মনে কোর না, 'দবীরস্তান পুস্তকে তাই আছে ; সকাল বিকাল পাঠ কর।

১৯৭. যদি চাও এঁর রহস্যজ্ঞাতা হতে পার, নিজ চক্ষে বিরাট জগত দেখতে পাবে। হৃদয়কে সে জন্য ঝাঁট দাও, ধনসম্পদের আবর্জনা সেখান থেকে বের করে দাও।

১৯৮. সূবা ইয়াসীন, নূহ, নবা, ওয়াকিয়া ও মূলক যথাক্রমে ফজর, জোহর, আসর, মগরিব ও এশার পরে পাঠ কব, হে পুত্র।

১৯৯. জুম্মার রাতে সূবা 'তাহা' পাঠ করবে, অগণিত পুণ্য পাবে ; জুম্মাব পূর্বে সূরা 'কাহফ' পাঠ করলে গোলমাল থেকে বাঁচতে পারবে।

২০০. কয়েদ থাকা কালে সূবা 'ইখলাস' বা ফাতেহা 'বিসমিল্লাহ' সহ পাঠ করতে পার ; যদি জ্বরে মাথা ব্যথা দেখা দেয, তবে একচল্লিশ বার পাঠ করবে।

২০১. মর্যাদা লাভের জন্য রাত্রিদিন সূবা ইউসুফ পাঠ কব ; প্লেগেব ভয় থাকলে সূরা 'তগাবুন' পাঠ করতে পাব।

২০২. পাঁচ উযাক্ত নামজপ করবে, নামজপকে তোমার আহার্য করে নাও ; এতবেশী নামজপ কর, যাতে মাথার চুলও নাম জপতে থাকে।

২০৩. যখনি তুমি খোদার নাম স্মরণ কর, খোদা তোমাকে স্মরণ করে থাকেন ; প্রতি ভোরে খোদার নাম জপে তুমি ওলী হযে যেতে পার।

২০৪. চুপে চুপে নাম জপ ও প্রার্থনা কব, তাহলে লোক দেখানো পাপ থেকে বাঁচতে পারবে ; যেদিন খোদা-দর্শন হবে, চর্মচক্ষে দেখতে পাবে।

২০৫. ইবাদতের মুখ্য বস্তু হল দোয়া, প্রার্থনা সহকারে বন্ধুর দ্বারস্থ হও ; মিনতি প্রকাশ কর ; তাড়াতাড়ি কবুল হবে।

২০৬. তখনি দোয়া কবুল হবে—যদি তা যুক্তিযুক্ত হয, আহার্যের জন্যও ; মিথ্যা, নিন্দা, কুকথা থেকে যদি জিহ্বাকে মুক্ত রাখতে পার।

২০৭. কবুল যেন একটি পাখী, সত্য ও বৈধ্যতা তার দুটি পাখা ; সে কখনো উড়তে পারবে না, যদি তুমি তার দুটি পাখাই ছিঁড়ে ফেল।

২০৮. যদি তুমি দোয়া করতে চাও, প্রথমে দরূদ পাঠ কর, শেষ করেও দরূদ পাঠ কর, তাহলে অতি শীঘ্র সুফল পাবে।

২০৯. দোযা কবুল হওয়ার সময় হল---জুম্মার আযানের সময়, জুম্মার শেষেও একটি সময় আছে, তখন দোয়া করাকে অমূল্য জান।

২১০. যখন দেখবে আযান শেষ হল, খোদার নিকট তোমার প্রয়োজন নিবেদন কর ; আযান একামতের সময়, মধ্য-রাত্রি ও ভোর বেলা।

২১১. বুধবারে জোহরের সময় থেকে আসর পর্যন্ত দোয়া পাঠ কর, জুম্মার রাত্রে, দুই ঈদের রাত্রে আর যখন বৃষ্টি হয়।

২১২. রোযার ইফতারের পর, যখন তোমার অন্তর কোমল থাকে ; যখন তুমি কুরআন পাঠ শেষ কর আর জমাতে যদি একশ' জন উপস্থিত থাকে।

২১৩. শবেবরাতে, রজব মাসের প্রথম রাত্রে ; যখন ধর্মযোদ্ধাদের আক্রমণ সম্পন্ন হয় বিধর্মী সেনাবাহিনীর উপর।

২১৪. ফরজ আদায় করার পর তুমি কায়োমনে প্রার্থনা করবে, আর যখন কাবা-শরীফ তোমার দৃষ্টিতে আসে, হে প্রিয়।

২১৫. কেউ যদি লম্বা দোয়া করতে থাকে, তবে মুসাফির হওয়ার জন্য বা অন্য কোন কারণে তা ছেড়ে চলে যেয়ো না ; মনে রাখ---পিতামাতার দোয়া অবশ্যই কবুল হয়।

একাদশ অধ্যায়

॥ জীবিকা-অর্জনের উপায়, অল্পে সন্তুষ্টি ও ভিক্ষার বর্ণনায় ॥

২১৬. উপার্জন করতে কোন প্রকার লজ্জা ও দ্বিধা কোর না, হে প্রিয় ; উপার্জন শিখ, জ্ঞানও---বহু বিষয়জ্ঞাতা কুশলী হও।

২১৭. জ্ঞান শিখ, শিল্পকর্মও, তা হলে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না ; যে ব্যক্তি শিল্প-কর্ম জানে সে পরের দ্বারে আহার্য সন্ধান করে না।

২১৮. নিজ শ্রমের উপার্জন আহার কর, দুঃখ কষ্ট সহ্য কর, পরের কাছে কোন বস্তু চেয়ো না---চিনি মধু যাই হোক না কেন।

২১৯. যে অবস্থায় থাক না কেন কাজ করে যাও, আলস্য আর অবিশ্বাসকে সমতুল্য জানবে, অলসকে গরু গাধার ন্যায় ভাবতে পার।

২২০. পাহাড় ও ময়দান থেকে পাথরের মত ভারী লাকড়ির বোঝা বয়ে আনবে, তা বিক্রি করে যে খাদ্য ভোজন করবে, পিতার উত্তম আহার্যের চাইতে তা শ্রেয়।

২২১. শির্নী হিসাবে জাউ আর তেতো পানি পান করা বাদশার দরবারে গিয়ে শরবত ও অন্যান্য সামগ্রী ভোগ করার চেয়ে ভাল।

২২২. কুকুরের ন্যায় আহার্যের জন্য কারো দস্তরখানের প্রত্যাশায় থেক না; যাকে এ প্রকৃতির দেখ, তাকে কুকুরের চেয়ে অধম মনে কর।

২২৩. উপার্জন কর, ভোগ কর, ধৈর্য আর অল্পে সন্তুটিকে নিজ পেশা করে নাও; যদি তুমি কারো কাছে ভিক্ষা না কর, বেহেশতে সোনার গৃহ লাভ করবে।

২২৪. যদি তুমি কারো নিকট হাত পাতো, তবে সকলেই তোমাকে ভিক্ষুক বলবে, আর যদি কাউকে দান কর, তবে বলবে, সে অবশ্যই দরাজদিল।

২২৫. অতি উত্তম উপদেশ দিচ্ছি, হে পুণ্যবান, শুনে নাও—নিজের দুঃখ কারো নিকট বল না, কষ্ট সহ্য কর, আহার্য ভোগ কর।

২২৬. যদি একদিনের আহার্য থাকে, তা যেমনি হোক না কেন, তা হলে ধর্মবিধিতে ভিক্ষা করা হারাম।

২২৭. যদি তুমি মর্যাদা ও গর্বের জন্য ধনসম্পদ চাও, তবে এই সম্পদকে অঙ্গারতুল্য দাহকারী মনে করতে পার।

২২৮. যদি সম্ভব হয়, তবে তুমি গৃহস্থিও করতে পার, চাষাবাদে নিজ কর্তব্য পালন কর, অধিক ফসল উৎপাদন কর।

২২৯. এ জগতে সকলের উপকারকেই হিসাবে ধরা হয়, গৃহস্থিতে জগতের উপকার, এর লাভ সীমাবদ্ধ নয়।

২৩০. হাতের কাজে না লাগিয়ে তীর ধনুক অনর্থক ফেলে রেখ না; ঘোড়া, উট প্রভৃতি দৌড়াতে শিখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ বিবাহ ও তার প্রাসঙ্গিক কর্তব্য বর্ণনায় ॥

২৩১. যতদিন সক্ষম হও বিবাহ করতে বিরত থাক, বিবাহে বিপদ, ধান্ধা ও দুঃখ, জেনে রাখ, হে খ্যাতিমান।

২৩২. যদি থাকতে না পার—বিয়ে করবেই, তবে পুণ্যবতী ও সুন্দরী দেখে বিয়ে কর, তোমার আজ্ঞা পালন করবে, সেবা করবে আর প্রাতঃসন্ধ্যা তোমার প্রতি সমবেদনা জানাবে।

২৩৩. তোমার সামনে যে সমস্যাই আসুক না কেন, সে তার অংশীদার হবে ; যদি তার এ প্রকার গুণ না থাকে, তবে যথাশীঘ্র তাকে ত্যাগ করতে পার।

২৩৪. বিবাহের প্রথমে চারটি বিষয় বিবেচনা করবে—বয়স, উচচতা, বংশ এবং চতুর্থে ধনাঢ্যতা।

২৩৫. যদি স্ত্রী করতেই চাও, তবে এসব গুণ ছাড়া কাউকে গ্রহণ কোর না,—চরিত্র, সৌন্দর্য, সদাচার ও আন্তরিক খোদাভীরুতা।

২৩৬. বেঁটে ও মোটা স্ত্রী কোর না, অন্যদিকে লম্বা ও হালকা পাতলা ; অধিক বয়স্কাও বিয়ে কোর না ; ওর সন্তান ভাল হয় না।

২৩৭. যে স্ত্রীলোকের পায়ে লম্বা রোঁয়া বিদ্যমান, তাকে বিয়ে কোর না ; যে খোঁটা দেয়, তাকেও না, আর ছলনাময়ী তো ওদের চেয়েও খারাপ।

২৩৮. যে মেয়ের দুঃখ দেওয়া স্বভাব, পায়ের হাড় চিকন—সেতো মুখের উপর মন্দ বলবে, সর্বদা তাকে দেখবে ঝগড়ার জন্য কোমর বেঁধে আছে।

২৩৯. তুমি তার সঙ্গ কামনা করলে, সে নিজেকে রোগী বানিয়ে ফেলবে ; প্রত্যেক কথায় আপত্তি, ছলনাময়ী, কৌশলের তার অন্ত নেই।

২৪০. তুমি আস্তে কথা বলতে যাবে, সে চীৎকার করে উঠবে, একটা হৈ-চৈ বাঁধিয়ে তুলবে ; তোমার অনুমতি না নিয়েই বাইরে যাবে, একা একা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে।

২৪১ তোমার ঘরে কোন লোক এলে, তার নিকট তোমার নিন্দা করবে, বলবে, 'আমি জ্বলে মরছি', যদিও ওর কোন জ্বালা নেই।

২৪২. কোথাও মাথায় কাপড় দেবে না, মুখ, হাত পা ধোবে না, চোখে সুরমা দেবে না, ভুরুতে কাজল আর মাথাও আঁচড়াবে না।

২৪৩. তোমার নিকট কথা গোপন করবে, কিন্তু তা অতিথি জানবে, শত্রু জানবে তোমার জন্য তৈরী খাদ্য সে আগে খাবে ; পুরুষের আগে আহার করবে।

২৪৪. যার এমন স্ত্রী আছে, সে দোজখে বাস করছে বলে মনে করতে পার ; তুমি, যদি এমন স্ত্রীর স্বামী হয়ে থাক, তবে এখনি তাকে ত্যাগ কর।

২৪৫. সংসারে যদি সুখ চাও, তবে তখনি গিয়ে একটি বাঁদী কিনে আনো, পূর্ণিমার চাঁদের মত, সুভাষিণী, খোশগল্পকারিণী।

২৪৬. যদি সে ভাল হয়, পুণ্যবতী, অল্পে সন্তুষ্ট থাকে, সেবা করে ; তবে তাকে নিয়েই ঘর বাঁধ, সুখে থাক ; নয়তো গিয়ে অন্য একটি কিনে আনো।

২৪৭. কামভাবে কোন মেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কোর না—যদি সে পরস্ত্রী হয় ; কোন বালকের প্রতিও দৃষ্টি দিও না, তার নিকট থেকে দূরে থাক।

২৪৮. যদি তুমি ব্যাভিচার বা পুংসঙ্গম করে থাক—অল্প হোক বা বেশী হোক, তবে তোমার সারাজীবনের শুভ কাজ নষ্ট হয়ে যাবে, কোন কাজে আসবে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

॥ নববধূকে গৃহে আনয়ন ও সহবাস-রীতির বর্ণনায়॥

২৪৯. বিয়ে করে স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি তার পা ধুয়ে ফেলবে, পরে সে পা-ধোয়া পানি ঘরের চার কোনায়, উপরে ও দরজায় ছিটিয়ে দেবে।

২৫০. স্ত্রীসঙ্গমকালে প্রথমে খোদার নাম নাও, শয়তানে, প্রেত—সবকিছু থেকে খোদার স্মরণ প্রার্থনা কর, হে খ্যাতিমান।

২৫১. ভোরেই খানাপিনার বন্দোবস্ত কর, বকরি ও গরু জবাই কর; খানা পাকাও, মানুষকে জানাও, হাদীসে তাই বলেছে।

২৫২. নিজ স্ত্রী সহবাসের সময় যদি পরস্ত্রীর কথা মনে কর, তবে মেয়ে জন্ম নেবে, পুত্র নয়।

২৫৩. ফলবান বৃক্ষের নীচে স্ত্রীসঙ্গম কোর না, খোদা যদি সন্তান দেন, তবে সে অত্যাচারী ও নির্বোধ হবে।

২৫৪. অজুহীন অবস্থায় যদি সঙ্গম কর, তবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে কার্পণ্যদোষ জন্মাবে; চন্দ্র ও গ্রহসমুহের ছায়ায়[১০] করলে সন্তান আরো খারাপ হবে।

২৫৫. সে সময় কথা বল না, তাহলে বোবা সন্তান হবে; লজ্জাস্থানে দৃষ্টিপাত কোর না তাতে অন্ধ সন্তান জন্মাবে।

২৫৬. খুব পেট ভরে খাওয়ার পরই সঙ্গম কোর না, তাহলে নির্ঘাত রোগী হয়ে পড়বে, অনেক ক্ষতি হবে, দুঃখ কষ্ট পাবে।

২৫৭. রাত্রির প্রথম দিকে সঙ্গম করতে পার, মোটামুটি সুখ পাবে; তবে শেষ রাত্রির সঙ্গমই সবচেয়ে ভাল ও প্রশংসনীয়।

২৫৮. রাত্রির প্রথম মধ্য ও অন্তে যদি স্ত্রীসঙ্গম কর, তবে অচিরেই বার্ধক্যের সমূহ আশঙ্কা করতে পার।

২৫৯. চন্দ্র-মাসের প্রথমে ও মধ্যে তুমি স্ত্রীর নিকট যেয়ো না, তাহলে তোমার ক্ষতি হবে, শেষে অবশ্যই সঙ্গমেচ্ছা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

২৬০. সঙ্গম শেষ হলে তাড়াতাড়ি স্ত্রীর নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাও; নিজকে গরম পানি দিয়ে ধোও, তাহলে জ্বর ও মাথাব্যথা হবে না।

২৬১. যুমতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস কর, বৃদ্ধার নিকট যেয়ো না; বৃদ্ধার কাছে যাওয়া আর বিষ পান করা একই কথা।

২৬২. ঘন ঘন স্ত্রীসঙ্গম কোর না, তাতে তোমার বড় ক্ষতি হবে; জেনে বুঝে যদি মস্তিষ্ক আর চোখের জ্যোতি নষ্ট করতে চাও, করতে পার।

২৬৩. সুস্বাস্থ্যবতীর সঙ্গে সহবাস করলে দৈহিক শক্তি বাড়বে, অফুরন্ত স্বাদ পাবে এবং অন্য অনেক উপহার হবে।

২৬৪. যদি স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে, তবে গোসল করে স্ত্রীসঙ্গম কর; নতুবা শয়তানও তোমার একাজে অংশী হয়ে পড়বে, হে পুত্র।

২৬৫. পূর্ণিমার সময় স্ত্রীসঙ্গ কামনা কোর না, তেমনি অমাবস্যার সময় স্ত্রীর সহবাসে যেয়ো না।

২৬৬. স্ত্রীকে এমন ভাবেই কাছে ডাকবে, যেন কেউ জানতে না পারে, কথা শুনতে না পারে আর সে ঘর যেন অন্ধকার থাকে।

২৬৭. সেখানে কোন শিশু থাকবে না, বিড়াল থাকবে না, কুকুর থাকবে না; এমন এক স্থানে যাও, যেখানে কোন জন্তু নেই।

২৬৮. কোন বিধবাকে দুঃখিত দেখলে নিজ স্ত্রীর নিকট বসো না আর কোন পিতৃহীনকে বিমর্ষ দেখলে নিজ সন্তানের মুখে চুমা দিও না।

২৬৯. ওদের দুরবস্থাকে ভয় কর; হঠাৎ যদি ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তবে সমস্ত জগৎ পুড়ে যাবে, পাহাড়—বৃক্ষলতা।

২৭০. স্ত্রী ঋতুবর্তী হলে তার সঙ্গে সহবাস অবশ্য পরিত্যাজ্য; যদি ভুলে সঙ্গম করে থাক, তবে টাকা পয়সা দান খয়রাত কর।

২৭১. গোঁয়ার অবিশ্বাসীর ন্যায় ওকে নিজের কাছ থেকে দূরে রেখ না; সমস্ত শরীর থেকে তুমি স্বাদ গ্রহণ করতে পার—শুধু রক্তস্রাবের স্থান ছাড়া।

২৭২. খোদা সন্তান দান করলে ভাল দেখে তার একটি নাম রাখ; যে নামের প্রথমে 'আহমদ' বা 'আবদ' শব্দ থাকে, তা খুবই ভাল।

২৭৩. জন্মের সাত দিন পরে তার মাথার চুল কামিয়ে ফেল; যদি মেয়ে হয়ে, তবে এক বকরি আর ছেলে হলে দুটি বকরি জবেহ কর।

২৭৪. মূর্খদের প্রথা অনুসারে তার মাথায় চুল রেখ না; এমনি টিকি রেখ না, যা শয়তানের বলে গণ্য হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

॥ আহারের নিয়ম-নীতি বর্ণনায় ॥

২৭৫. আহারের প্রয়োজন হলে দিনে একবার মাত্র আহার করবে; এ আহারই ফলদায়ক, আর সব রোগ ও মাথার ব্যথা।

২৭৬. ক্ষুধার পর যদি আহার কর, তবে সে আহারকে অক্ষতিকর মনে করতে পার; ভরাপেটে আহার করলে, তা কল্‌জে ও দিলের ক্ষতি করে।

২৭৭. তোমার সম্মুখ থেকে আহার কর, অন্যের সম্মুখে হাত দিও না; ছোট ছোট লোকমা নিও, তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবে।

২৭৮. আহারের ইচ্ছা হলে প্রথমে হাত ধুয়ে নাও, আহার শেষ করেও ধোও ; হাদীসে তাই করতে বলা হয়েছে।

২৭৯. সসম্মানে আহার কর, প্রতি গ্রাসে বিসমিল্লাহ' পাঠ কর ; উচ্চাসনে নিতম্ব রেখে বালিশে হেলান দিয়ে খেয়ো না।

২৮০. যদি মাটিতে দু'এক টুকরা পড়ে যায়, তবে সাথে সাথেই তা তুলে নাও ; শুরুতে ও শেষে লবণ ব্যবহার কর—দুটি লোকমায়।

২৮১. কারো আহার্যের নিন্দা কোর না, যা পাও তাই আহার কর ; বিস্বাদ, কটু বা এ ধরনের অন্য কিছু বল না।

২৮২. তুমি যদি অবশ্যই ধনী হতে চাও, পেতে চাও অনেক সম্পদ, তাহলে আহারের পরে দাঁত খিলাল কর, হে পুত্র।

২৮৩. অধিক হস্ত একত্রিত হওয়ায় কল্যাণ হয় ; পশুর মত একা আহার কোর না ; একাকী আহার করায় শয়তানের কুমন্ত্রণা থাকে।

২৮৪. আহার্য বস্তু বা পানিতে হঠাৎ যদি মাছি পড়ে যায়, তাহলে ওকে তাতে ডুবিয়ে দিয়ে ফেলে দাও ; আমার নিকট থেকে এ কৌশলটি শিখে নাও।

২৮৫. শেষ নবীও এ-কথা বলেছেন, হে প্রাণপ্রিয়, ওর এক পাখায় ক্ষতিকর বস্তু ও অন্য পাখায় ঔষধ লুকিয়ে আছে।

২৮৬. আহার শেষ করে তৎক্ষণাৎ শয্যায় শুয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নাও ; তাহলে দেহে শান্তি পাবে, মাথা ঠাণ্ডা থাকবে।

২৮৭. রাত্রে আহারের পর চল্লিশ কদম হেঁটে নিতে পার ; তাহলে অস্বস্থি বোধ করবে না, কোন অসুবিধা বা মাথাব্যথা হবে না।

২৮৮. যদি তোমার ঘরে অতিথি আসে, তবে তার যথাসাধ্য সম্মান কর ; ঘরে-ভাল-মন্দ যাই থাক না কেন, তখনি তার সম্মুখে পেশ কর।

২৮৯. যদি তুমি কারো বাড়ীতে অতিথি হও, তবে যেমন স্থানই থাক না কেন, বসে পড় ; গৃহস্বামীর নিকট থেকে লবণ ও পানি ছাড়া অন্য কিছু চেয়ে নিও না।

২৯০. যদি কোন উপলক্ষে তোমাকে কেউ দাওয়াত দেয়, তবে যথাসাধ্য আপত্তি করবে, আর গোলমালের সম্ভাবনা থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

২৯১. যে আহার্যে সন্দেহ আছে অথবা মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে ঢাক-ঢোল বাজছে, কুকথা, স্ফূর্তি ও মদের ব্যবস্থা রয়েছে ;

২৯২. কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যে ভোজ দেওয়া হয়েছে, কোন সৎকাজের জন্য নয় ; সেখানে ধনীদেরকে ডাকা হয়, গরীবরা গেলে ধমক খায় ;

২৯৩. যদি এ ধরনের ভোজ হয়, তবে সেখানে যাবার দাওয়াত কবুল কোর না ; একাকী ঘরে বসে থাক, এমন স্থানে যেয়ো না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

॥ পানি পান রীতির বর্ণনায় ॥

২৯৪. যদি পানি পান করতে ইচ্ছা হয়, তবে অল্প পান করবে ; সুস্থির হয়ে তিন শ্বাসে পান করবে, তাড়াতাড়ি এক নিশ্বাসে পান কোর না।

২৯৫. মাত্র চারটি স্থান ছাড়া আর কোথাও দাঁড়িয়ে পানি পান কোর না ; অজুর অবশিষ্ট, কোথাও যেতে যেতে, জমজম কূপের পানি, আর কারো পানাবশিষ্ট।

২৯৬. আরো চার সময় তোমার পানি পান করা উচিত হবে না ; প্রত্যুষে, সঙ্গমান্তে, নিদ্রাভঙ্গে ও মলমূত্র ত্যাগের পর।

২৯৭. যদি গুরুপাক মিষ্টান্ন বা তৈলাক্ত কোন বস্তু আহার কর, তবে ঘণ্টাখানেক পানি পান কোর না, অনেক ব্যথা থেকে মুক্তি পাবে।

২৯৮. যদি অনেক পাপ করে থাক, তবে সৃষ্ট জীবকে পানি পান করাতে পার ; তোমার পাপ মার্জনা হবে, বেহেশতের নদী থেকে তুমি পানি পান করতে পারবে।

২৯৯. সর্বসাধারণকে পানীয় পান, এর প্রতিদান দেবেন খোদা ; তৃষ্ণার্তকে এক পাত্র দিলে বেহেশতের চৌবাচ্চা থেকে শত পাত্র তুমি লাভ করবে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

॥ পোশাক পরিধানের রীতিবর্ণনায় ॥

৩০০. এমন পোশাক পরিধান করবে, যা দীর্ঘস্থায়ী হয় ; জহুনহ বা শরবতী[১১] কাপড় পরো না, তেমনি পরো, যাতে লজ্জাস্থান আবৃত হয়।

৩০১. সূতী কাপড় পরতে পার, তাতে ধর্মানুমোদিত শান্তি পাবে ; পাগড়ি পিরান কয় আর তবন এর চেয়ে মোটা হওয়া ভাল।

৩০২. কিমখাব, 'খয, দীবাজ'[১২] প্রভৃতি কাপড় কখনো পরো না ; তানা যদি রেশম হয়, তবু তা পরা উচিত হবে না।

৩০৩. সমস্ত পোশাকের মধ্যে সাদা রঙের পোশাকই পছন্দনীয় ; হে প্রিয় প্রিত, নীল আর হলুদ রং থেকে দূরে থাক।

৩০৪. পশম আর চামড়াও খুব বেশী পরো না ; এসবের উপর নামায পড়ো না ; সূতী কাপড়ের উপর নামায পড়া খুব ভাল, আলেমদের নিকট সুবিবেচিত।

৩০৫. সাত গজ লম্বা পাগড়ি পরবে, তার শামলা ফেলে দেবে ঘাড়ের নীচে, শামলা বিহীন পাগড়িকে শয়তানের বলে মনে করতে পার।

৩০৬. যে পাগড়ির শামলার সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে, তাকে উজ্জ্বল ভাবতে পার ; জ্ঞানশূন্য পাগড়ির শামলা অন্ধকার গৃহতুল্য।

৩০৭. কিছু আঁটসাঁট জামা পরলে, তা দীর্ঘস্থায়ী হবে আর পবিত্রও থাকবে ; সচ্চরিত আর পুণ্যবানদের পোশাকের ধারাই এই।

৩০৮. দাস্তানা ও মোজা পীত বা লাল রঙের পরা ভাল ; কাল রঙের দাস্তানা ও মোজায় মনের দুশ্চিন্তা জন্মায়।

৩০৯. বর্ম, দাস্তানা আর অন্য যা কিছু পরো না কেন ডান দিক থেকে পরবে আবার খোলার সময় উলটো দিক থেকে খুলবে।

৩১০. যখনি নতুন পোশাক পর, এক গণ্ডূষ পানি নেবে, দুবার সূরা 'কদর' পাঠ করবে এবং সে পানি জামার উপর ছিটিয়ে দেবে।

৩১১. লোহা, তামা, রাঙ ইত্যাদির আংটি পরিধান কোর না ; খাঁটি সোনার আংটি থেকেও দূরে থাক।

৩১২. কোন প্রয়োজন না থাকলে আংটি না পরাই ভাল ; রূপার আংটি পরতে পার যদি বিখ্যাত কোন ব্যক্তি হও।

সপ্তদশ অধ্যায়

॥ নামজপ ও নিদ্রার বর্ণনায় ॥

৩১৩. নামজপ করতে করতে নিদ্রা যাও ; নামজপ সহকারে নিদ্রা থেকে জাগরিত হও ; অজুসহ নিদ্রা যাওয়া উচিত, তাতে অনেক উপকার পাবে।

৩১৪. দুপুর রাত্রে গলিঘুঁজিতে হাটবে না, ঘর থেকে বের হবে না ; নিদ্রাকালে বাতি নিবিয়ে দেবে, বাসনপত্র ঢাকবে এবং দরজা বন্ধ করবে।

৩১৫. কোন ঘরে একাকী থাকবে না—যেখানে কেউ নেই ; নয়তো ভূতপ্রেত অনিষ্ট করতে পারে, ভয় পেতে পার।

৩১৬, এশার নামায শেষ করেই তুমি নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হও, পাপী হবে, দোজখে যাবে, যদি রাতভর কিচ্ছা-কাহিনী বলতে থাক।

৩১৭. দুপুরের খানিক বিশ্রামকে, অমূল্য সম্পদ মনে কর, তা কখনো ত্যাগ কোর না ; এতে দেহে শান্তি পাবে, মাথা ঠাণ্ডা থাকবে।

৩১৮. যথাসাধ্য মাটিতে শয়ন করবে না, প্লেগ কলেরা ও অন্যান্য মহামারী এ মাটি থেকেই আক্রমণ করে

৩১৯. যদি কোন স্বপ্ন দেখ, তবে আলেমদের নিকট তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করবে ; ছেলেমেয়েদের কাছে, শত্রুর কাছে বা অবিশ্বাসী জ্যোতিষের কাছে নয়।

৩২০. কোন স্বপ্নের অযথা ব্যাখ্যা যদি কেউ করে, তবে তার কুফল তার নিজের উপর আসবে, ভালকে যদি মন্দ বলে।

৩২১. কোন স্বপ্নকে, মন্দ বললে, মন্দই হয় ; একথা কিতাবে পড়েছি, হাদীসে দেখেছি।

৩২২. স্বপ্নের ফলাফলকে অবিশ্বাস কোর না ; পয়গম্বরদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে অনেক কথা চলে আসছে ; হযরতকে স্বপ্নে দেখলে সত্য বলে বিবেচনা করবে।

৩২৩. শয়তান হযরতের রূপ ধরে স্বপ্নে দেখা দিতে পারে না ; তাছাড়া কাবা, চাঁদ, সুরুজ—এদের কোন আকৃতিই সে ধরতে পারে না।

৩২৪. হে প্রিয়, জুম্মা, আশুরা আরফা ও ঈদের রাত্রে নিদ্রা যেয়ো না ; রমযানের শেষ দশ রাত্রি জাগরিত থাকলে শবেকদরের পুণ্য অবশ্যই লাভ করবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

॥ ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনায় ॥

৩২৫. বাণিজ্য কর, হে প্রিয়, জীবিকা অর্জনের এ পন্থা অতি উত্তম, জেনে রাখ ; বকরিতে খুব লাভ, ঘোড়া, অন্যান্য চতুষ্পদ আর গাধাতেও ;

৩২৬. অধিক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য শস্য কিনে মজুত কোর না, দাসদাসী বিক্রয় কোর না ; এ উভয়টি থেকে দূরে থাক অভিশপ্ত মজুতদারে পরিণত হয়ো না।

৩২৭. মজুত শস্য আর দাসদাসী বিক্রয়ের লভ্যে কোন সুসার থাকে না ; তুমি নিজ কাফনের কাপড়ও পাবে না, সমস্ত সম্পদ অন্যে ভোগ করবে।

৩২৮. যাতে কারো ক্ষতি হয়, সে লাকড়ি হোক, ঘাস হোক, সুর্কি হোক—এদের মজুত রাখাও দোষণীয়, শুধু মানুষের খাদ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

৩২৯. শস্য যদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, তবে তা ক্রয় করে তুমি স্তূপে পরিণত করতে পার, এতে মজুতের দোষ হবে না, বিশিষ্ট আলেমদের এই মত।

৩৩০. যদি গোলাম খরিদ কর, তবে তাকে কোথাও বিক্রয় করে দিও না ; তাকে ভাইয়ের ন্যায় ভাববে—অতি কুশ্রী হলেও।

৩৩১. ক্রয় বা বিক্রয়, কোন সময়েই কসম খেয়ো না ; সত্য বিষয়ে কসম খেলেও তোমার জীবিকা হ্রাস পাবে।

৩৩২. ক্রয় করার বেলা মেপে বা ওজন করে মাল ঘরে আনবে আর বিক্রয়ের বেলাও মাপ বা ওজন ছাড়া বিক্রি কোর না, হে প্রিয়।

৩৩৩. যদি কোন দাসীর মালিক হও, তবে জরায়ুর পবিত্রতা, অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করবে ; তাকে চুমা দিতে ইতস্তত: কর এবং তখনি সহবাসে প্রবৃত্ত হয়ো না।

৩৩৪. ঋতুকাল পূর্ণ হলে তাকে যথাশীঘ্র তোমার ব্যবহারে লাগাতে পার ; দাসী বিক্রয়কালেও জরায়ুর পবিত্রতা পছন্দনীয়।

৩৩৫. সুদ খাওয়া থেকে নিজকে রক্ষা কর ; সুদ খাওয়া আর মায়ের সঙ্গে ব্যাভিচার করা সত্তর বার একই কথা !

উনবিংশ অধ্যায়

॥ বাদশা, বড়লোক আর ধনীর সঙ্গলাভ না করার বর্ণনায় ॥

৩৩৬. দরবেশ হয়ে তোমার খানকায় বস, কারো নিকট কিছু প্রত্যাশা কোর না ; অল্পেসন্তুষ্টি এক সাম্রাজ্য, জেনে রাখ, মণিমাণিক্য পূর্ণ এক গৃহ।

৩৩৭. বাদশার নিকট যেয়ো না, বাদশা এবং সমুদ্রকে সমতুল্য মনে কর ; বাদশার নৈকট্যের লোভ করলে তোমাকে অনেক দুঃখকষ্ট পেতে হবে।

৩৩৮. বাদশার নিকট থেকে কখনো দয়াদাক্ষিণ্য প্রত্যাশা কোর না, তা করলে তোমাকে তার দ্বারের ধূলিতে পড়ে থাকতে হবে।

৩৩৯, তার কাজের অনুকরণ কোর না, এতে অনেক বিপদ জড়িত ; এতে সামান্য শান্তি আর অনেক গুণ বেশী দুঃখকষ্ট।

৩৪০. বাদশাদের কাজকে উত্তম পোশাক বলে মনে করতে পার ; আর এ পোশাক যদি কেউ ধার করে পরে, তবে তাকে কোন বিশিষ্ট লোক ভাবা যায় না।

৩৪১. তোমার দ্বারে যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি পদার্পণ করে, তবে তখনি তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ; কোন গরীব এলে, ঘরে যা থাকে, তার সামনে পেশ কর।

৩৪২. বাদশা আর ধনীদের নিকট থেকে দূরে থাক ; এদের নৈকট্য হলাহল পানতুল্য ; কোন বাদশার নিকট বসলে প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পারবে।

৩৪৩. গরীব দরবেশকে সম্মান কর, খোদার মুখ চেয়ে তাকে যে-কোন বস্তু দাও নূহ নবীর মত তোমার আয়ু হবে, দশগুণ ধনসম্পদ পাবে।

৩৪৪, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তাদের সেবা কর, উত্তর দাও ; টাকার জন্য ধনীর সম্মান করায় তোমার ধর্মের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যাবে।

৩৪৫. বাদশা যদি তোমাকে দয়া করে, তবে সেজন্য গর্বিত হয়ো না ; কারণ বাদশা চিনি বলে যা খেতে দেয়, আসলে তা তীব্র হলাহল।

৩৪৬. এদের নিকট কোন শান্তি পাবে না, ওরা কাউকে দয়া করে না, বাদশার স্নেহকে বিপদ মনে কর, তার অনুগ্রহ আপদ ও সর্বনাশ।

৩৪৭. যদি বাদশার দরবারে যাও, তবে জিহ্বাকে সংযত রাখ ; তার সামনে কোন কথা বল না, বোবার মত বের হয়ে এস।

৩৪৮. না ডাকলে বাদশার নিকটে যেয়ো না আর ডাকলে তখনি যাও ; তাদের আদেশ মেনে চল আর একে অবশ্য কর্তব্য বলে জান।

৩৪৯. বাদশার ন্যায়বিচারকে অন্যের ষাট বৎসরের ইবাদতের চাইতে অধিক মূল্যবান মনে কর ; কিংবা নিজে যদি এর চেয়েও বেশী করে।

৩৫০. যে ভূমির উপর সত্য ও ন্যায়ের বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় ; চল্লিশ দিন সেখানে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টিপাত হতে থাকে।

বিংশতি অধ্যায়

।। সদাচার, জীবনযাপন, পরামর্শ ও প্রতিবেশীর কর্তব্য বর্ণনায় ।।

৩৫১. তুমি সদাচারকে নিজের পেশা করে নাও, তাহলে অগণিত পুণ্য পাবে ; মানুষের সঙ্গে তেমনি ব্যবহার কর, যাতে তুমি খ্যাত লাভ করতে পার।

৩৫২. কোন অজ্ঞান যদি তোমাকে মন্দ বলে, তবে তার সদুত্তর দাও ; মানুষ তোমাকে সাহায্য করবে, তারাই বিচার-প্রার্থী হবে।

৩৫৩. বুদ্ধি ও ধৈর্য সহকারে মানুষের প্রতি ব্যবহার করতে শিখ ; তাহলে জগতে তুমি মধুতুল্য গৃহীত হবে, পরকালে অনেক পুণ্য ফল পাবে।

৩৫৪. সকলের প্রতি বিনয় ব্যবহার, প্রীতিকে তোমার কর্তব্য করে নাও, তাহলে মানুষ দেহাভ্যন্তরের আত্মার ন্যায় তোমাকে ভালবাসবে।

৩৫৫. সকল কাজে পরামর্শ কর, পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ কোর না ; কুরআনে খোদা পাক রসূলকেও এ আদেশ দিয়াছেন।

৩৫৬. যদি দাসদাসী খরিদ কর, তবে তাকে সহোদর তুল্য মনে করবে ; নিজ আহার্যের সমতুল্য আহার ও নিজ পোশাকের সমতুল্য পোশাক দাও।

৩৫৭. যদি কোন ভুল ত্রুটি করে, ক্ষমা কর, ধৈর্য ধর ; যদি বাসনপত্র ভেঙে ফেলে গালি দিও না ; অন্য একটি কিনে দাও।

৩৫৮. তার প্রতি এত বেশী কাজের আদেশ দিও না ; যাতে সে কষ্ট পায় ; বিশেষ করে তাকে যদি রোযা রাখতে দেখ, তবে যথাসাধ্য কাজের আদেশ দিও।

৩৫৯. প্রতিবেশীকে দুঃখ দিও না, তাদের প্রতি অতিরিক্ত দয়া প্রদর্শন কর ; নতুবা দোজখে তোমার জন্য কঠিন শাস্তির বন্দোবস্ত হবে।

৩৬০. প্রতিবেশীকে যদি কষ্ট দাও, তবে খোদা বলেছেন, তোমার ঘরবাড়ী সব তাকে দিয়ে দেবেন, হাদীসে একথা আছে।

৩৬১. সকল জ্ঞানী ও ওলী আল্লাহ' প্রতিবেশীদের অত্যাচার সহ্য করেছেন, তা এত বেশী যে, অনুমান করা যায় না।

৩৬২. তুমি সকলের সেবা কর, তাহলে তারাও তোমার সেবা করবে ; যে ব্যক্তি পরের সেবা করে, সেই নেতা হয়ে শিরে সম্মানের মুকুট ধারণ করে।

৩৬৩. ঘোড়া ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু কিনলে, ওদের আহার্য ও সন্তান ধারণের সুযোগ দাও ; ওদের সম্মুখে বারবার পানি রাখ, বেশী বা কম পান করুক।

৩৬৪. জানই তো ওদের মুখ বন্ধ, নিজের অবস্থার কথা বলতে পারে না ; সর্বদা ঠোঁট চেপে আছে—এমনি হতাভাগাদের প্রতি দয়া কর।

একবিংশ অধ্যায়

॥ পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বর্ণনায় ॥

৩৬৫. পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহার কর, অসংখ্য পুণ্য লাভ করবে; তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য, মনে রাখ; কুরআনে, হাদীসে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩৬৬. যে কেউ বেহেশতে যেতে চায়, তার জন্য একাজ অবশ্য করণীয়; খোদা তাঁর রসূলকে একথা বলেছেন, হে খ্যাতিমান।

৩৬৭. সকলের সেবা কর, তাহলে তুমিও সকলের সেবা পাবে; যে ব্যক্তি পরের সেবা করে, নেতা হয়ে সেইতো শিরে মুকুট ধারণ করবে।

৩৬৮. যে পিতামাতাকে সম্মান করে, শুন হে পুণ্যবান, ইহকাল পরকালে সকল মানুষের মধ্যে সে সম্মান লাভ করে।

॥ হযরত রসূলে খোদার সাহাবী 'আলকামা'র কাহিনী ॥

৩৬৯. শোননি কি, আলকামার মৃত্যুকালে খুবই কষ্ট হয়েছিল, কথা বন্ধ আরো অনেক যাতনা তিনি পাচ্ছিলেন।

৩৭০. তাঁর স্ত্রী হযরতের নিকট এসে বললেন, 'হে নবীদের বাদশা, আমার স্বামীর মৃত্যুকষ্ট খুবই ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি নিতান্ত দুর্বল ও অস্থির হয়ে পড়েছেন।

৩৭১. হযরত আহমদ মুস্তফা, আলী, বেলাল, সলমান ফারসী ও আম্মারকে পরপর আদেশ করলেন।

৩৭২. তাঁরা গিয়ে আলাকামাকে অন্তিম-পাঠ দিলেন, কিন্তু তাতেও তাঁর জিহ্বা নড়লো না; তাঁরা হযরতকে এ সংবাদ জানালেন।

৩৭৩. হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁর পিতামাতা কি জীবিত'? তাঁরা বললেন, 'তাঁর পিতা শুধু মারা গিয়েছেন।'

৩৭৪. তাঁর মা জীবিত আছেন, খুবই বৃদ্ধা ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন; হযরত বললেন, 'হে বেলাল, তুমি তাড়াতাড়ি যাও।'

৩৭৫. তাঁর মার নিকট আমার সালাম জানিয়ে বল, 'হে বৃদ্ধা, যদি সাধ্যে কুলায়, তবে আসুন, আপনাকে শ্রেষ্ঠ মানব ডেকে পাঠিয়েছেন।'

৩৭৬. আর তাঁর যদি আসার শক্তি না থাকে, তবে হে বেলাল, তাঁকে বল, আপনি নিজ গৃহেই আরাম করুন, আপনার নিকট রোযকিয়ামতের সুপারেশকারী নিজেই আসবেন।

৩৭৭. হযরতের মুবাল্লিগ নিয়ে এ খবর দেওয়া মাত্র, তা শুনে বৃদ্ধা খুশিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

৩৭৮. বললেন, 'হযরতের পায়ের ধূলির জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ করে দেব; তিনি হাতে লাঠি নিয়ে হযরতের সমীপে উপস্থিত হলেন।

৩৭৯. হযরত সালাম দিয়ে তাঁকে নিকটে ডাকলেন; তিনি আলকামার যাবতীয় কাজ আগাগোড়া বর্ণনা করলেন।

৩৮০. বললেন, 'আলকামা নামায পড়তো, রোযা রাখতো, ধার্মিক, খোদাভীরু, দাতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

৩৮১. কিন্তু আমার সেবায় সে অপারগ আর সন্তুষ্টি বিধানে সে ছিল অমনোযোগী, তাঁর স্ত্রীকে সম্মান দিত, আমাকে তেমন কিছু মনে করত না।

৩৮২. আমার কথায় সে কোন কাজ করত না, স্ত্রীর কথাই গ্রহণ করত; এজন্যই আমি তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট নই, হে কিয়ামতের সুপারেশকারী।

৩৮৩. হযরত তৎক্ষণাৎ বললেন, 'হে বেলাল, কতগুলি লাকড়ি একত্র কর, আমি আলকামাকে পুড়িয়ে মারবো, শীঘ্র আগুন ধরাও।'

৩৮৪. খুব বিনয়ের সঙ্গে তখন সেই বৃদ্ধা বললেন, 'হে নবীদের বাদশা, আপনি কিসের জন্য আলকামাকে আগুনে পুড়াবেন? সে আমার একান্ত প্রিয় পুত্র।

৩৮৫. হযরত বললেন, আপনি যদি নিজ সন্তানের উপর সন্তুষ্ট হন, তবে আমি তাকে কখনোই পুড়াব না, সে কিয়ামতের বিচারে মুক্তি পাবে।

৩৮৬. 'আপনি সাক্ষী থাকুন, হে মুহম্মদ, আমি আলকামার উপর সন্তুষ্ট হলাম; এখন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে যত অত্যাচার অবিচারই করে থাকুক না কেন।

৩৮৭. শেষ নবী বললেন, 'হে বেলাল, শীঘ্র যাও, আলকামার অবস্থা জিজ্ঞাসা কর, তাঁর প্রতি সুদৃষ্টি রাখ!'

৩৮৮. পুণ্যাত্মা বেলাল আলকামার নিকটে এসে শুনতে পেলেন, তিনি জোরে জোরে 'কলেমা' পাঠ করছেন।

৩৮৯. আলকামা বলছিলেন, 'খোদা এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর হযরত মুহম্মদ খোদার বান্দা ও রসূলদের বাদশা।'

৩৯০. আলকামার মা যখন তাঁর উপর সন্তুষ্ট হলেন, হে প্রিয়, তখনি তাঁর জিহ্বা খুলে গেল, তাঁর সকল যাতনা দূর হল।

৩৯১. তাঁর মৃত্যুকষ্ট সহজ হয়ে এল; এরপর তিনি তাঁর প্রাণ খোদার নিকট সমর্পণ করলেন; 'যুবক মারা গিয়েছে' এ সংবাদ হযরতের নিকট এল।

৩৯২. হযরত বললেন, তাঁকে অতি শীঘ্র গোসল দাও, কাফন দাও; তাঁর উপর নামায পড়া হলে তাঁকে কবরে নামিয়ে দেওয়া হল।

৩৯৩. হে বন্ধুরা শোন, হযরত বলেছেন, 'ইবাদত কোন কাজে আসে না মাতাপিতার সন্তুষ্টি না হলে।

৩৯৪. হে বাদশা, আমাকে অনুগ্রহ করে এতটুকু শক্তি দাও, আমি যেন আন্তরিক ভাবে তোমার উপাসনা করতে পারি আর মাতাপিতার সেবা করতে পারি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

॥ ঋণ ও কর্জ দেওয়ার বর্ণনায় ॥

৩৯৫ পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাক কর্জের ফেরে পড় না, হে প্রিয়; কর্জে হাত পা ভাঙে, কর্জের দরুন প্রাণ আর সম্মান, দুটোই যায়।

৩৯৬. কারো জন্যই তিনটি বিষয় ছাড়া ঋণ নেওয়া উচিত নয়--দুর্ভিক্ষ, কাফনের কাপড় কিনতে আর ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে।

৩৯৭. যদি তুমি কাউকে ঋণ দাও, তবে 'কর্জে হাসানা' দেবে; এর প্রতিদানে কিছু চেয়ো না, সময় দিও, গালি দিও না আর মামলা কোর না।

৩৯৮. আয়েশ আরামের জন্য কর্জ নিও না, তাহলে বিপদে পড়বে, দুঃখ পাবে, দুশ্চিন্তা বাড়বে আর এতে তুমি অসম্মানিত হবে।

৩৯৯. যদি তুমি কাউকে কর্জ দাও, তবে তা আর তার নিকট চেয়ো না; যদি দেয় তবে তাকে সন্তুষ্ট কর, নতুবা সম্পূর্ণ ছেড়ে দাও।

৪০০. ঋণের অর্থ থেকে যদি খাতককে কিছু মাফ করে দাও, তবে খোদার নিকট এ অতীব পুণ্যের কাজ, তোমার সে ধন দান বলে গণ্য হবে।

৪০১. তোমার যে দান খোদার নিকট গৃহীত হয়েছে, তা থেকে অনেক পুণ্য পাবে; যদি কাউকে এক দানাও দিয়ে থাক; তবে তার প্রতিদানও কিয়ামতের দিনে মিলবে।

৪০২. যদি কর্জের বদলে কোন বস্তু তোমার নিকট গচ্ছিত রাখে, তবে তা থেকে কোন উপকার গ্রহণ কোর না; চাষাবাদের জমি হলে, তার ফসল খেয়ো না বরং খাতককে দিয়ে দাও।

৪০৩. যত প্রকার বন্ধকী কারবার আছে, সকলের জন্যই এ এক নির্দেশ; হে প্রিয় শুনে নাও, এমনকি গাই বন্ধক রাখলেও তার দুধ খেতে পারবে না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

॥ কথা, নীরবতা, নিন্দা, হাঁচি ও শপথের বর্ণনায় ॥

৪০৪. যদি কোন সভায় যাও, তবে নীরব ও স্থির থাকবে ; কখনো প্রথমেই কথা বলবে না, মণিমাণিক্য তুল্য উত্তর দেবে।

৪০৫. রাতদিন নীরবে কাটাও, খোদার নাম ছাড়া অন্য কিছু বল না ; এমন কথা বলা উচিত যার প্রতিদানে খোদার নিকট পুণ্য পাবে।

৪০৬. যে কথা বলায় ইসলামের উন্নতি উদ্দেশ্য থাকে না, যার উদ্দেশ্য শুধু জীবিকা অর্জনের উপায়, তাকে পুরোপুরি অর্থহীন মনে করতে পার।

৪০৭. পরচর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তা করলে দোজখে যাবে ; কারো পরোক্ষে দোষক্রটির উল্লেখ করাকেই নিন্দাচর্চা বলা হয়।

৪০৮. যে কেউ অপরের নিন্দা করে, সে তাকে তার পুণ্য সমূহ দিয়ে দেয় ; নিন্দুক যেন শবের মাংস ভক্ষণ করে।

৪০৯. কখনো নিন্দা কোর না, নিন্দুকদের নিকট থেকে দূরে থাক, সমস্ত পাপ থেকে নিন্দাই অধিকতর মন্দ।

৪১০. পরচর্চাকারীকে দোজখী বলে মনে কর, সে বেহেশতের গন্ধও পাবে না ; যত ইবাদতই সে করুক না কেন, সবকিছুকে ব্যর্থ ভাবতে পার।

৪১১. জিহ্বাই সমস্ত বিপদ-আপদের জড়, এর দেহ ছোট হলেও, এর পাপকে বেশী মনে করতে হবে।

৪১২. এর দ্বারাই ধর্মচ্যুত হয়, খোদার অংশীদার স্থাপন করে, মানুষের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে ; এ জগতে নীরবতা অবলম্বনকারীদের চেয়ে ভাল আর কাউকে দেখিনি।

৪১৩. কারো উপর ব্যভিচারের দোষারোপ কোর না, এতে বহু পাপ ঘটে ; আর তাতে তোমার কোন লাভ নেই বরং তুমিও অতি শীঘ্র সে পাপে জড়িয়ে পড়বে।

৪১৪. কখনো মিথ্যা বল না, মিথ্যাবাদীদের উপর খোদার অভিশাপ ; মিথ্যুকের কখনো উন্নতি হয় না, তাকে কেউ দেখতে পারে না।

৪১৫. নিজ দাসীকে ব্যভিচার দোষে দুষ্ট বলে প্রচার কোর না—যদি সে প্রকৃত প্রস্তাবে সতী হয় ; এতে তোমার উপরে বিচার আসতে পারে, আর কিয়ামতে কালা মুখ নিয়ে উঠবে।

৪১৬. মানুষের উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ যদি তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে অভিশপ্ত হবে, তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না ; 'সিরাজী' গ্রন্থে দেখে নাও।

৪১৭. খোদা ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খেয়ো না ; এতে তুমি পাপী ও দোজখী হবে, আর এও একধরনের গোপন 'শেরেক'।

৪১৮. কখনো কসম খেয়ো না—যদিও এর বিষয় সত্য হয় ; অতি শপথকারীকে দোজখী বলে মনে করবে, খোদার সে শত্রু।

৪১৯. কাউকে দেখলে প্রথমেই তুমি সালাম দাও, এতে এত পুণ্য পাবে, যা গুণে শেষ করা যায় না।

৪২০. যদি তোমাকে কেউ সালাম করে এবং সে মুসলমান হয়, তবে সদুত্তর দাও ; আর বিধর্মী হলে তার মতই বল, বেশী নয়।

৪২১. বাদশা তার পারিষদকে সালাম করবে, প্রভু তার গোলামকে; বিবি তার দাসীকে আর ধনীবা গরীবদেরকে।

৪২২. কেউ একা থাকলে অনেককে সালাম দেবে, আরোহী পদাতিককে আর চক্ষুদান দেবে অন্ধকে।

৪২৩. যদি কারো হাঁচি আসে, তবে নিজে 'আলহমদুলিল্লাহ' বলবে আর শ্রোতা বলবে, 'য়রহমুকুল্লাহ'[১৩] ; একে 'ফরজে কেফায়া' মনে কর।

৪২৪. যদি তুমি তার আগে বলতে চাও, তবে 'আলহমদুলিল্লাহ' বলবে ; এতে কান, দাঁত আর পেটে কখনো ব্যথা হবে না তোমার, হে পুত্র।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

॥ ক্রোধ, অহংকার, ঈর্ষা, গর্ব, অন্যান্য দোষ ও লজ্জার বর্ণনায় ॥

৪২৫. ঈর্ষালু ব্যক্তি কখনো কল্যাণ বা কোথাও শান্তি পায় না ; ঈর্ষা সমস্ত সুকর্মকে তেমনি নষ্ট করে, যেমন চুল্লীতে ঈন্ধন।

৪২৬. গর্ব আর অহংকার ত্যাগ কর, পদধূলির ন্যায় বিনয়ী হও ; স্বার্থপর ঈর্ষালু দোজখে অনেক দিন থাকবে।

৪২৭. যদি তুমি কারো দোষ কীর্তন কর, শত দোষ তোমার উপর পতিত হবে ; তুমি ধোঁকা আর প্রতারণায় লিপ্ত হয়ো না, হলে দোজখে পুড়বে।

৪২৮. কারো সঙ্গে দোষ কীর্তনে বাকবিতণ্ডার সূত্রপাত কোর না, যদিও তুমি সত্যের দিকে থাক, তবেই বেহেশতে হুরের সঙ্গে বসতে পারবে, সম্মুখ ভাগে তোমার আসন থাকবে।

৪২৯. কারো প্রতি গর্ব কোর না, সকলকেই তোমার চাইতে উত্তম মনে কর ; যদি তুমি গর্বান্ধ হও, তবে অগ্নিপূজকদের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হবে।

৪৩০. অহংকার হল শয়তানের কাজ, বিনয়কেই তোমার পেশা করা উচিত ; তা না হলে অন্যায় ভাবে সে তোমাকে জলে-স্থলে ঘুরিয়ে মারবে।

৪৩১. বৃদ্ধা বা শিশু যাকেই দেখ, সম্মান করবে; কারণ শিশু নিষ্পাপ আর বৃদ্ধ তোমার চাইতে অধিক উপাসনা করেছে।

৪৩২. বিশ্বাসী কখনো নিজের বুকে ঈর্ষাকে লালন করে না; রাত্রে শয়নের পূর্বেই মন থেকে সমস্ত ঈর্ষার কালিমা ধুয়ে ফেলে।

৪৩৩. এমন কি বৃক্ষ দেখলেও নত হও; তার সেবা কর—নীচ দিয়ে গমন কালে।

৪৩৪. মানুষের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে ইসা নবী গেলেন আকাশে আর কার্পণ্য ও অহংকারের ফলে কারূন পাতালে প্রবেশ করল।

৪৩৫. যদি কোথাও কোন বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য কর, দেখবে মাটির দিকে নত হয়ে আছে; তুমিও তার শাখার ন্যায় ফলভারে নত হও।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

॥ একাগ্রতা, লোক দেখানো ভাব ও ক্রটিহীন ধার্মিকতার বর্ণনায় ॥

৪৩৬. নামায, রোযা এমন কি দানও একমাত্র খোদার জন্যই করবে, বেহেশত, হুর কিংবা দোজখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়।

৪৩৭. যদি পৃথিবীর প্রাচুর্য কিংবা পরকালের প্রতিদানের আশায় ধর্ম পালন কর, তবে তুমি একজন শ্রমজীবী মাত্র; তোমার শ্রমের মূল্য সম্পূর্ণ পাবে না।

৪৩৮. খোদাকে পাবে তুমি—এ উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাও; যদি একাগ্রচিত্তে তাঁকে ডাক, হে প্রিয়, তবে চর্মচক্ষেই তাঁকে দেখতে পাবে।

৪৩৯. সকল কাজেই অনন্যচিত্ত হও; সুখ্যাতি ও লোক-দেখানোর জন্য কাজ করাকে অধর্ম মনে কর, এর চাইতে খারাপ কিছু নেই।

৪৪০. চৌকিদারের চোর তাড়ানোর ন্যায় উচচ-স্বরে যদি খোদার নাম জপ কর, তবে গুনাহগার হবে বরং তুমি হতভাগার উপর কপটতা দোষ আসবে।

৪৪১. যদি খোদার নিকট দুনিয়া চাও আর তার জন্য ধর্ম পালন কর, তবে অবশ্যই দুনিয়া পাবে কিন্তু বেহেশত থেকে দূরে থাকবে।

৪৪২. কেউ যদি-নামাযে দাঁড়িয়ে ডানে বামে দৃষ্টিপাত করে, তবে খোদা বলেন, 'সে কি আমার চাইতে ভাল কিছু দেখতে পেয়েছে?'

৪৪৩. যদি তোমার অন্তর খোদাতে সমর্পিত থাকে, তোমার কার্যে থাকে তাঁর উপস্থিতি; এই যদি হয় তোমার কাজের ধারা, তবে এর প্রতিদানে পরিপূর্ণ মাণিমাণিক্য পাবে।

৪৪৪. যদি খোদার নিকট হুরী, প্রাসাদ—বেহেশতের সুখ চাও, তবে অবশ্যই শত হুরী পাবে; কিন্তু খোদাকে পাবে না, হে পুত্র।

ষড়বিংশ অধ্যায়

॥ নির্ভরতা, সন্তুষ্টি, ভয় ও আশার বর্ণনায় ॥

৪৪৫. যদি খোদার উপর নির্ভর কর এবং সন্তুষ্ট থাক তোমার সকল কাজে, তাহলে অবশ্যই ওলী হবে—বিশিষ্টদের পন্থা অনুসরণ করে।

৪৪৬. 'আমার সমস্ত কাজ তোমার খেদমতে সমর্পণ করছি, হে মালীক'; রাত্রিদিন এ বাক্য উচ্চারণ কর, তাকে ভয় কর—অন্য কাউকে নয়।

৪৪৭. খোদার ভয় এতটুকু থাকবে, যেন নিজকে ছাড়া অন্য কাউকে দোজখী বলে না ভাব; আর আশা এতটুকু রাখবে যে, বেহেশতে তুমিই সকলের চাইতে উচ্চাসন পাবে।

৪৪৮. মুসলমান আশা ও ভয়ের মাঝখানে বাস করে, তার ভয় থাকবে অল্প আর আশা থাকবে অধিক।

৪৪৯. শয়তান ছয় লক্ষ বৎসর ইবাদত করেও বিতাড়িত হল আর আবু বকর পুতুলের সামনে থেকেও খোদার অসীম করুণা লাভে ধন্য হলেন।

৪৫০. অন্তরকে শুধু রুটি উপার্জনের দিকেই নিযুক্ত রেখ না; যতদিন জীবিত থাক, খোদাই তোমার রুজি দেবেন, তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ।

৪৫১. খোদা ছাড়া আর কারো নিকট থেকে দানের প্রত্যাশা কোর না, হে প্রিয়—ফেরেশতা, জিন বা মানুষ যে কেউ তোমাকে দান করুক না কেন।

৪৫২. খোদা তোমাকে বলছেন, 'আপদে-বিপদে সন্তুষ্ট থাক, নয়তো এই আকাশের নীচ থেকে দূরে গিয়ে অন্য কোথাও তোমার প্রভুর অনুসন্ধান কর'।

৪৫৩. তোমার ধর্ম-কর্মের উপর ভরসা কোর না, নিজের ইবাদত নিয়ে অহংকারী হয়ো না; 'বলআম' ও 'বরসীা'[১৪]-র ন্যায় সিদ্ধ পুরুষও অভিশপ্ত, অপমানিত হয়েছেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

॥ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার বর্ণনায় ॥

৪৫৪. যদি সর্বদা শান্তি পেতে চাও, তবে ধৈর্যাবলম্বন কর; পৃথিবীতে ধৈর্যের চাইতে উত্তম কিছু দেখিনি।

৪৫৫. সকল কাজে ধৈর্য ধর, ধৈর্য থেকে শান্তি লাভ করবে; যদি শত্রুকে অত্যাচার করতে দেখ, ধৈর্য ধর, জয়ী হবে।

৪৫৬. কারো প্রত্যাশা হৃদয়ে পোষণ কোর না, খোদার প্রত্যাশা কর; কারণ তিনি পশু-পাখী আর মানুষ—সকলকেই আহার্য প্রদান করেন।

৪৫৭. অত্যাচারী যদি অত্যাচার করে, ধৈর্য ধর, কারো নিকট বল না ; কারো নিকট প্রতিশোধ চেয়ো না, যতক্ষণ না 'ন্যায় বিচারক' তোমার প্রতিশোধ নেন।

৪৫৮. বিশ্বাসের অর্ধেক ধৈর্য আর অর্ধেক হল কৃতজ্ঞতা ; এ দুটি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, তুমি সত্যিকারের বিশ্বাসী হবে, হে পুত্র।

৪৫৯. তোমার সম্পদকে খোদার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর ; এর চেয়ে বেশী চাইলেও তোমাকে কৃতজ্ঞ হতে হবে, হে খ্যাতিমান।

৪৬০. কৃতজ্ঞ সম্পদশালী অনেক গুণে গুণী, কিন্তু তবু সে নিঃস্ব ধৈর্যশীলের সমমর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় না।

৪৬১. কৃতজ্ঞ সুলায়মান নবী যদিও সম্পদশালী বাদশা ছিলেন, তবু মুস্তফার সমশ্রেণীতে সেই পৌঁছতে পারে, যে গরীব হয়েও ধৈর্য ধারণ করে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

।। অনুতাপ ও ধর্মভীরুতার বর্ণনায় ।।

৪৬২. কৃতকর্মের জন্য আজই অনুতপ্ত হও, ভবিষ্যতের আশায় থেক না ; হতে পারে বর্তমানেই তোমাকে পরকালের দিকে যাত্রা করতে হবে, ভবিষ্যৎ আর পাবে না, হে পুত্র।

৪৬৩. অনুশোচনা করবে আন্তরিকতার সঙ্গে, গত বিষয়ের জন্য লজ্জিত হবে ; সে পাপকে স্মরণ করে অস্থির ও দুঃখিত হবে।

৪৬৪. নিজকে রক্ষা কর, দুনিয়ার দৌলতে অযথা হস্তক্ষেপ কোর না ; এর জন্য প্রতি কণার হিসাব তোমাকে দিতে হবে—কিয়ামতের ময়দানে।

৪৬৫. যদি সামান্য একটি পাপ থেকেও তুমি নিজকে দূরে রাখতে সমর্থ হও, তবে তা খোদার নিকট সমস্ত মানুষ ও জ্বিনের ধার্মিকতার চাইতে উত্তম।

৪৬৬. বান্দা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, তাহলে এক কণাও অবশিষ্ট থাকে না, কোন দাগও না।

৪৬৭. দুনিয়ার ফাঁদে যদি পা দাও, তবে প্রতি বস্তুর নিকট ওর জন্য হাত পাততে হবে ; খোদাকে পাবে না, ক্রোধগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪৬৮. দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করাকে পাপ ও ত্রুটি বলে মনে কর ; যে ধনসম্পদের লালসায় উন্মাদ, তাকে খোদার শত্রু জানবে।

৪৬৯. ধনসম্পদের প্রতি উদাসীন থাকলে শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারবে ; এজন্য ধার্মিক শয়তান থেকে দূরে থাকে, তার উপরে কুমন্ত্রণার চাল ব্যর্থ হয়।

৪৭০. দুনিয়ার সকল সম্পদ যে একত্র করতে চায়, তাকে কুকুর মনে করবে ; সে তা দিয়েই তার পেট পূর্ণ করে থাকে ; এ সম্পদ ইঁট পাথরের সমতুল্য।

৪৭১. যে সাধুপুরুষ ধনসম্পদের জন্য লালায়িত, তাকে সাধু বলে মনে কোর না, সে ধার্মিকের ছদ্মবেশে চোর---মানুষের আকৃতিতে শয়তান মাত্র।

৪৭২. দুনিয়া যেহেতু প্রতারক, তাই তার প্রেমে পড়া চরম ভুল ; তার সম্পদ একত্র করায় শত বিপদ, এতে কোন ধার্মিকতা বা সুষ্ঠু কল্যাণ নেই।

ঊনবিংশ অধ্যায়

॥ কৃপণতা, দানশীলতা, আত্মত্যাগ ও আত্মপরায়ণতার বর্ণনায় ॥

৪৭৩. যদি কার্পণ্য ও আত্মপরায়ণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পার, তবে মুক্তি পাবে, আর এত পাবে যে, তুমি বাদশার ন্যায় উচ্চাসনে বসবে।

৪৭৪. আত্মত্যাগকে চরিত্রে পরিণত কর, কারো নিকট কিছু চেয়ো না ; চাওয়া অত্যন্ত কুঅভ্যাস, দেওয়াই পছন্দনীয় কাজ।

৪৭৫. কয়েক শ' দরবেশ একত্রে বিদেশ ভ্রমণ বেরিয়েছিলেন, তারা সকলেই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন, শুধু একজনের নিকট পানি ছিল।

৪৭৬. সকলেই একে অন্যেকে পানি দান করলেন এবং তৃষ্ণায় প্রাণ ত্যাগ করলেন ; সে পানি এমন অবস্থায় পড়েছিল যে, সেখানে কেউ ছিল না।

৪৭৭. সভাপতির আসনে, সিংহাসনে, বেদীতে, সভায়---যেখানেই থাক না কেন, পরের জন্য আত্মত্যাগ কর, তাহলে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হবে।

৪৭৮. কার্পণ্য করা যার অভ্যাস, তাকে খোদার শত্রু বলে মনে কর, আর খোদার প্রিয়পাত্র হল সোনারূপা দানকারী।

৪৭৯. ভবিষ্যতের অভাবের চিন্তায় ধনসম্পদ জমিয়ে রেখ না, সে দিন সত্যি যখন আসবে, সে ধন কেউ ঁুজে পাবে না।

৪৮০. পুত্র-কন্যার ভোগের জন্য ধনসম্পদ মাটির নীচে পুঁতে রেখ না ; তাহলে প্রয়োজনের সময় কেউই তাদেরকে তার সংবাদ দিতে পারবে না।

৪৮১. তাদেরকে খোদার উপরে স্থান দিয়ো না, যার জন্য কোথাও তুমি অভিযোগ করতে পারবে না, তাদের কাজের জন্য চিন্তাযুক্ত হয়ো না, সকল চিন্তা অন্তর থেকে দূর করে দাও।

৪৮২. এই সম্পদ তোমার জন্য সাপ হবে আর সেই সাপ তোমার গলায় পৈতার ন্যায় ঝুলবে ; ভবিষ্যতে তোমার এ পৈতাই তোমাকে দোজখে নিয়ে যাবে ; এই আগুন নিভাও, পৈতা িঁড়ে ফেল।

ত্রিংশ অধ্যায়

॥ বিনয়, সদাচার ও পরোপকারের বর্ণনায় ॥

৪৮৩. মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহলে সকলের বন্ধু হতে পারবে; সৎলোকের সাথে সদাচার, অসৎলোকের সাথে আরো বেশী।

৪৮৪. যে বিনয় প্রকাশ করে, তার প্রতি শতগুণ দেখাও, আর যে অহংকার করে, তার প্রতি গর্ব না করাকে দান স্বরূপ মনে কর।

৪৮৫. যদি কারো সাথে কিছুদিন একত্রে থাকতে চাও, তবে সে দিনকে রাত্রি বললে, তুমি তাকে নক্ষত্র ও চন্দ্র দেখিয়ে দাও।

৪৮৬. কোন লোক যদি তোমার উপর অবিশ্বাসী হয়ে সর্বদা ঝগড়া করে; গাধাকে বলে ঘোড়া আর ঘোড়াকে বলে গাধা;

৪৮৭. দুঃখিত হয়ো না, দুশ্চিন্তা কোর না---যদি কেউ তোমাকে মন্দ বলে; মানুষ খোদাকে যে কত মন্দ বলে, তা গুণে শেষ করা যায় না।

৪৮৮. কারো প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয়ো না, কারো নিন্দায় দুঃখ কোর না, প্রশংসায় তোমার লাভ নেই, নিন্দায়ও ক্ষতি নেই।

৪৮৯. কারো সঙ্গে কথা বলার সময়, তার বুদ্ধি অনুরূপ বলবে; যদি কোন জ্ঞানীকে শ্রোতা হিসাবে পাও, তবে তাঁর নিকট মণিমাণিক্য ছড়াতে পার।

৪৯০. যদি জানতে পার, একটি মূর্খ, কোন কথাই বুঝে না, তবু তার জন্য এমন সব কথা বলবে, যাতে সে অনুপ্রাণিত হয়।

৪৯১. যদি কোন বস্তু কিনতে চাও, তবে বিনম্র বচন ব্যবহার-করবে; বিক্রির বেলাতেও তেমনি করো, তাহলে সে ব্যবসায়ে লাভ দেখতে পাবে।

৪৯২. পরের উপকার কর, তুমি কারো উপকার পাশে আবদ্ধ হয়ো না; সারা জীবন এমন ভাবে চল, অবশ্যই তুমি শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে খ্যাত হবে।

৪৯৩. কোন পুস্তকে দেখিনি, কোন জ্ঞানীর নিকট থেকেও শুনিনি; পরোপকারীর চাইতে বড় প্রতিদান আর কেউ পাবে না।

৪৯৪. ফকির-দরবেশকে রুটি দাও, উভয় জগতে মুক্তি পাবে; যদি তুমি ভিক্ষুকদের উপর একবার কৃপাদৃষ্টি কর, খোদা তোমার উপর শতবার দৃষ্টি দেন।

৪৯৫. দিনে রাতে খোদা যদি ছত্রিশ হাজার বার আমাদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, তবে তোমার অন্তর কোথায় ঘুরে বেড়ায়, একবার দৃষ্টি দাও, হে অন্ধ।

৪৯৬. কষ্ট কর, দুঃখ সহ্য কর, মানুষের উপকার করতে থাক; একাজের প্রতিদান অসংখ্য; এর চাইতে ভাল কোন কাজ নেই।

৪৯৭. যাঁতা কলের পাথরের ন্যায় হও, দুঃখ সহ্য কর, পরোপকার কর; নতুবা পাগলের ন্যায় উপহাস্যাস্পদ হয়ে দ্বারে দ্বারে রুটি ভিক্ষা করে বেড়াও।

৪৯৮. পাখীর জন্য সে সময় কী আনন্দের---যখন সে কারো জালে আটকা পড়ে ; সে তাকে বিক্রি করে রুটি কিনে, স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে খেতে দেয়।

৪৯৯. ভিখারী যখন তোমার দ্বারে এলো, তোমার নিকট একটি রুটি চায় সে, তুমি তাকে রুটি দিলে না অথবা ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলে।

৫০০. খোদা বলেন, 'আমি রুটি চেয়েছিলাম, আমাকে একটি গ্রাসও তুমি দাওনি ; ভিক্ষুককে শীঘ্র তাড়িয়ে দিলে বলেন, 'আমাকে দ্বার থেকে তাড়িয়ে দিলে'।

৫০১. যদি তুমি কোন ভিখারীকে তাড়িয়ে দাও, মুখের গ্রাস থেকে তাকে বঞ্চিত কর, তবে এই পাপে এক হাজার বৎসর দোজখে জ্বলবে।

৫০২. রুটি দান করাকে যদি অভ্যাসে পরিণত কর, তবে বেহেশতে মর্যাদা লাভ করবে, খোদার নিকট উত্তম পোশাক পাবে, মাথায় মুকুট ধারণ করবে।

৫০৩. ভিখারী তোমার দ্বারে এলে, তাকে খোদার নিকট থেকে উপঢৌকন মনে করবে, শতগুণ তার সম্মান করবে, যথাসাধ্য তাকে দান করতে সচেষ্ট হবে।

৫০৪. এতিমদেরকে পালন কর, খাওয়াও পরাও ; প্রতি মুহূর্ত আদর আপ্যায়নে রাখ, যেন ওরা পিতামাতার কথা মনে না করে।

৫০৫. কেউ যদি তোমার সেবা করে, সেবকের মত তোমার সম্মুখে থাকে, তাকে সর্বদা আপ্যায়ন করবে, চোখের জ্যোতির ন্যায় দেখবে।

৫০৬. যদি একটি কি দুটি রুটি তোমার সম্মুখে থাকে, তবে তা থেকেও এক গ্রাস বা দু'গ্রাস দান করে দাও, এতে অধিকতর মর্যাদা পাবে,, একাই দুটিই খেয়ো না।

৫০৭. এ সকল আদেশ ধনীর উপরে ভিখারী ও অনাহারীর উপরে নয় ; তারা নিজেরাই রুটির প্রত্যাশী, অন্যকে রুটি দেবে কোথেকে।

একত্রিংশ অধ্যায়

॥ সহনশীলতা ও ক্রোধের বর্ণনায় ॥

৫০৮. সকল বিষয়ে সহনশীল হও, তাহলে অবশ্যই প্রিয় হবে ; খোদার নিকট সহ্য করার চাইতে উত্তম কিছু নেই।

৫০৯. কোন মূর্খ যদি তোমাকে মন্দ বলে, তবে সহ্য কর, কোন কিছু বল না ; মানুষ তোমাকে সাহায্য করবে, সকলে সহানুভূতি জানাবে।

৫১০. মানুষ অনেক বিদ্যা পাঠ করেই জগতে জ্ঞানী বলে কথিত হয়, কিন্তু তার মধ্যে যদি সহ্য গুণ না থাকে, তবে সে ফলহীন বৃক্ষের ন্যায়।

৫১১. কারো উপর ক্রোধান্বিত হয়ো না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি খোদার ক্রোধে পতিত হয় ; যদি তোমার উপরে কেউ ক্রুদ্ধ হয়, তবে কোন কথা বল না, সহ্য কর।

৫১২. ক্ষমা কর; কোন কারণে যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, তাদের সে ত্রুটি ভুলে যাও, তাহলে খোদার নিকট তুমি সবচাইতে প্রিয় হবে।

৫১৩. যখন ক্রোধ উপস্থিত হয়, তোমার নিকট পাহাড়ের ন্যায় মনে হবে; সে ক্রোধ দমন কর, তাহলে তৃপ্তি পাবে—মধু মিষ্টির ন্যায়।

৫১৪. যার মধ্যে এ গুণ দেখবে, তাকে বেহেশ্‌তী বলে মনে করতে পার—হঠাৎ কারো উপর রাগ করে, আবার তৎক্ষণাৎ নিজকে দমন করে ফেলে।

৫১৫. খোদা যদি কাউকে জ্ঞান-মুক্তা দান করে থাকেন, তবে তা ধৈর্যের সঙ্গে সুগ্রথিত হওয়া প্রয়োজন, তাহলে তার সমকক্ষ সুখী পৃথিবীতে কেউ হবে না।

৫১৬. দাঁড়ানো অবস্থায় যদি ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাহলে বসে পড়, বসা অবস্থায় এলে শুয়ে পড়, নতুবা পানি ঢেলে ঠাণ্ডা হও।

৫১৭. দিনে যদি ক্রোধান্বিত হও, তবে রাত্রে যেন তা অবশিষ্ট না থাকে, ক্রোধগ্রস্তকে সন্তুষ্ট কর, তাহলে অতিরিক্ত পুণ্য পাবে।

৫১৮. যদি কোথাও তুমি জঘন্য শত্রুর কবলে পড়, সে তোমাকে হত্যা করতে চায়, তবে তা সহ্য কোর না, তাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

॥ সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার বর্ণনায় ॥

৫১৯. সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ফরজ—সকল বিশ্বাসী মুসলমান বৃদ্ধ, যুবক, দাস ও স্বাধীনের উপর।

৫২০. ধর্মকথা শুনতে গেলে মনঃপ্রাণ দিয়ে শুনবে, ভাল কিংবা মন্দ যাই বলুক না কেন, তুমি ভালটি নাও, মন্দটি ত্যাগ কর।

৫২১. জ্ঞানী যদি উপদেশ দেন, তবে তা শতগুণ সম্মানের সঙ্গে শুন, তাঁর কুকর্মের প্রতি দৃষ্টি দিয়ো না, তাঁর জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য কর।

৫২২. যদি সৎকাজে আদেশ বা অসৎকাজে নিষেধ করতে কেউ শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেখানে আদেশ-নিষেধ ত্যাগ কর, তার নিকট থেকে দূরে চলে যাও।

৫২৩. যদি উপদেশ দিতে চাও, তবে প্রথমে নিজেকে দাও, তারপর পরিবারবর্গকে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে।

৫২৪. গোবর দিয়ে লেপ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে, গোবরে দেয়াল লেপো না; গোবর দিয়ে লেপলে ফেরেশ্‌তা দূর হয়ে যায়।

৫২৫. গোবরের ঘুঁটি দিয়ে রান্না কোর না, যদিও তা ছাই হয়ে যায়; মহামান্য ইমাম ইউসুফ একে অপবিত্র বলেছেন।

৫২৬. যদি কোন শহরে কিছু সংখ্যক লোক কুকাজ আর অধর্ম করতে থাকে, অন্যেরা তাতে নিষেধ না করে, তাহলে তাদের সকলের উপরেই বিপদ পতিত হবে।

৫২৭. তুমি সৎকাজে আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ করাকে ত্যাগ কোর না ; করলে তুমি বিপদে পতিত হবে, তাদের একজন বলে গণ্য হবে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়

॥ সঙ্গীত শ্রবণ, নৃত্য ও গীতবাদ্যের বর্ণনায় ॥

৫২৮. সুকণ্ঠকে সম্পদ মনে করবে, এও খোদার দান ; 'তোমাদের কণ্ঠস্বরকে সুষম কর, প্রসিদ্ধ হাদিস বিদ্যমান।

৫২৯. সুস্বর প্রাণে দাগ কাটে, মর্ম স্পর্শ করে—প্রেমিক করে দেয় ; প্রথমে সে নিজ স্থানে থাকে, তারপর উন্নত মার্গে উপনীত হতে চায়।

৫৩০. যথাশক্তি বেরিয়ে আসতে চায়, দেহ তার আঁচল ধরে ফেলে, এ প্রকার ভাবকে তুমি নৃত্য বলতে পার, যতক্ষণ না তোমার চৈতন্য আসে।

৫৩১. সঙ্গীত শ্রবণ খোদার রহস্য বিশেষ, অনেকেই এ সম্পদে বঞ্চিত, পুরুষরাই এর মূল্য বুঝতে পারে, কাপুরুষরা এর মর্ম জানবে কি করে।

৫৩২. তার জন্যই সঙ্গীত শ্রবণ যুক্তিযুক্ত, যে তা শুনে সংজ্ঞা হারায়, শুধু প্রাণ অবশিষ্ট থাকে ; নতুবা না শোনাই উত্তম।

৫৩৩. যখন সুস্বর শুনতে পাও, নিজভাবে মগ্ন হয়ে 'আলহম্‌দুলিল্লা' বল; এতে যদি আকম্পিত হও, তবে অন্য ভাব জন্মলাভ করবে।

৫৩৪. যতক্ষণ স্থির থাকতে পার, নৃত্য কোর না, হে প্রিয়; এ ভাবকে অস্বীকার কোর না, জেনে রাখ, এতে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা বিদ্যমান।

৫৩৫. গীতবাদ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কোথাও সঙ্গীত শুনতে যেয়ো না, তানপুরা, বরবত, চঙ্গ প্রভৃতি হাদীসে নিষিদ্ধ হয়েছে।

৫৩৬. ঢোলও নিষিদ্ধ, অবশ্য ধর্মযোদ্ধাদের ঢোল ছাড়া, বিয়ের উপলক্ষ ছাড়া আর কোথাও 'দফ' বাজিয়ো না, হে পুত্র।

৫৩৭. গীতকে নারী জাতির যাদু বলে মনে কর ; যদি কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য শোন, তবে অবশ্যই বিপদে পড়বে ; এসব থেকে দৃষ্টি ফেরাও।

৫৩৮. সঙ্গীত শ্রবণে যদি কাউকে 'আহাহা' বলে চীৎকার করতে শোন, তাতে গর্বিত হয়ো না, হতে পারে নিন্দাই তার উদ্দেশ্য।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

॥ অন্যায্য খেলাধুলা ও শতরঞ্জ খেলার বর্ণনায় ॥

৫৩৯. সমস্ত খেলাধূলাই নিষিদ্ধ, শুধু স্ত্রীর সঙ্গে নিঃস্বার্থ খেলা ছাড়া ; যে খেলাধূলা করে বেড়ায়, তাকে গরু গাধার তুল্য মনে করবে।

৫৪০. শতরঞ্জ খেলায় যে হাত দেয়, সে যেন শূকরের রক্তে নিজ হাত সিক্ত করে।

৫৪১. শৎরঞ্জ খেলায় যদি কাউকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেখ, তবে বুঝবে, সে তার মায়ের গুপ্তস্থানে দৃষ্টিপাত করছে।

৫৪২. খোদাপাক মুসলমানের উপর প্রতিদিন তিন হাজার বার দৃষ্টিপাত করেন, শতরঞ্জ খেলোয়াড়রা এ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে, হে পুত্র।

৫৪৩. ইমাম শাফেয়ী শতরঞ্জ খেলাকে তখনি দোষমুক্ত বলেন, যখন এতে বাজি ধরা বা কুকথার স্পর্শ থাকে না।

৫৪৪. যদি কেউ সালাম দেয়, তবে তার উত্তর দিতে পারে, নামায কাজা হয় না, আর তাতে কেউ গর্বানুভব করে না।

৫৪৫. বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকৌশল শিক্ষাই হয় মুখ্যউদ্দেশ্য ; আর মনের বিমর্ষভাব দূর করার জন্য মাত্র এক ঘণ্টা, হে পুত্র।

৫৪৬. যদি বাজি ধরার প্রশ্ন থাকে, তবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে; যাদেরকে খেলাধূলায় মত্ত দেখ, খুব করে তাদেরকে ধমকে দেবে।

৫৪৭. কবতর নিয়ে খেলা কোর না, ধর্মের বিধানে অভিশপ্ত হবে ; যখনি তুমি উড়াবে, তোমার উপর অভিশাপ পড়বে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৫৪৮. ঘোড়া দৌড়ান কিংবা উট, তীর ছোঁড়া বা দৌড় দেওয়া—এ সবকিছুই বৈধ ; এসবে বাজি ধরাও হালাল মনে করতে পার।

৫৪৯. অবশ্য উভয় দিকে বাজি ধরার শর্ত থাকলে, তা নিষিদ্ধ হবে, হে প্রিয় ; কোন তৃতীয় ব্যক্তি যদি একদিকে মাত্র বাজি ধরে, তবেই হালাল জানবে।

৫৫০. যদি পায়ে পালকবিশিষ্ট কবুতর বা মাথায় ঝুঁটিওয়ালা মোরগ পাও, তবে নিজ থেকে উভয়কে দূর কোর না, এতে ঘরে ভূতপ্রেত আসে না।

৫৫১. শিকারের উদ্দেশ্যে বাজ পোষা সর্বদাই শোভন কাজ ; এ উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তুমি শিকার কর, হে পুত্র।

৫৫২. কখনো কুকুর নিয়েখেলা কোর না, তোমার সুকর্ম হ্রাস পাবে ; অবশ্য পাহারাদার বা শিকারী কুকুর রাখতে পার।

৫৫৩. শিকারের দিকে তীর নিক্ষেপ, কুকুর ধাবিত করা বা বাজ ছেড়ে দেওয়ার কালে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে।

৫৫৪. কুকুর শিক্ষিত হবে, শিকারকৃত জন্তর মাংস খেয়ে ফেলবে না; বাজও এমনি শিক্ষিত হওয়া চাই যে, ডাকলেই উড়ে আসবে।

৫৫৫. এরা শিকার ধরলে, আঘাতে যদি শিকার মরে যায়, তবে জবেহ্ করার প্রয়োজন নেই, জবেহ্কৃত জীবের ন্যায় পবিত্র মনে করবে।

৫৫৬. জীবিত পেলে জবেহ্ কর, দৌড়তে থাকলে পিছে দৌড়াও; অপেক্ষা করে বসে থাকা উচিত, সম্পূর্ণ স্থির হলে আনন্দে আহার কর।

৫৫৭. লাঠি দিয়ে কোন জীবকে আঘাত করলে যদি মারা যায়; তবে তাকে নিষিদ্ধ শব মনে করবে; পানিতে পড়ুক বা ছাদে, এ শিকার কখনো খেয়ো না।

৫৫৮. আগুনে যদি কোন জন্তু পুড়ে যায়, তবে তাকে নিষিদ্ধ শব মনে করবে; তোমার সম্মুখে এসব সমস্যা চন্দ্র-সূর্য তুল্য উজ্জ্বল করে দিলাম।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

॥ প্রাণী জবেহ্ করা ও আহারের বর্ণনায় ॥

৫৫৯. যখন কোন প্রাণীকে জবেহ্ করতে চাও, বিসমিল্লাহ্ পাঠ কর; যদি স্বেচ্ছায় পাঠ না কর, তবে তা মৃত শবে পরিণত হবে, তা কখনো কোর না।

৫৬০. জবেহ্কারী যদি মুসলমান হয়, পুরুষ, স্ত্রী বা বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে, জবেহ্ শুদ্ধ হবে, খেতে পার।

৫৬১. জবেহ্কালে চারটি রগ কাটবে, কণ্ঠনালী এবং খাদ্যনালীসহ তিনটি রগ; এদের মধ্যে মোট তিনটি কাটতেই হবে, কণ্ঠনালী বা অন্য যাই হোক।

৫৬২. তাহলেই জবেহ্ শুদ্ধ হবে, নিঃসন্দেহে আহার করতে পার; যদি বিস্মিল্লাহ্ পাঠ ভুলে যাও, তবু পবিত্র মনে করে খেতে পার।

৫৬৩. য়হুদী, খ্রীস্টান, অন্যান্য গ্রন্থধারী এবং উপাসনায় সমকেবলামুখী—সকলের জবেহ-কৃত প্রাণী আহার করা বৈধ, পবিত্র ও সন্দেহাতীত।

৫৬৪. এসব উপলক্ষে যদি প্রাণী জবেহ্ কর—নতুন ঘর, কূয়া বা পুষ্করিণী, ঘরে নতুন স্ত্রী আগমন, কেউ বিদেশ থেকে প্রত্যাগত হলে;

৫৬৫. কোন বিপদ দূরে গেলে; বাগান বা শস্যক্ষেত্র উপলক্ষে, কোন পতিত জমি উদ্ধারে বা বাদশা শহরে এলে;

৫৬৬. তবে অপছন্দনীয় হবে; তুমি এদের মাংস আহার কোর না, ভিখারী, কয়েদী এবং দরিদ্ররাই শুধু তা ভোগ করতে পারবে।

৫৬৭. এ সকল লোক ছাড়া অন্যের জন্য এর মাংস খাওয়া ঠিক নয় ; জবেহ্ কৃত প্রাণীকে মৃত মনে করবে, বিধর্মীর জবেহ্ ভাববে।

৫৬৮. যে পাখীর নখবিশিষ্ট থাবা আছে, যে পশুর ধারাল দাঁত আছে—এদের মাংস আহার কোর না, এদের থাবা ও দাঁত যদি শিকারের সময় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

৫৬৯. চিতা ও ময়ূরের মাংস সর্ম্পকে রসূলে খোদা অনুমতি দেন নাই ; কিন্তু হরিণ, খরগোশ, জঙ্গলী গাই ও গাধা।

৫৭০. গাধা ও খচ্চরের মাংস ধর্মের বিধানে সন্দেহজনক বলে জান ; ঘোড়ার মাংস ইমাম আবূ হানিফার নিকট নিষিদ্ধ।

৫৭১. যে পশু বা পাখী মল ভক্ষণ করে, তার মাংস খাওয়া অপছন্দনীয় ; বন্দী করে রাখ, আহার দাও ; গৃহপালিত মোরগ প্রভৃতি তিন দিন, বকরি সাত দিন ও গরু দশ দিন।

৫৭২. যদি মাংস কাঁচা থাকে, তবে তা আহার কোর না, ঝল্‌সিয়ে নাও ; রান্নার জন্য আগুনের তাপ অবশ্য দেয়, হে প্রিয়।

৫৭৩. কচ্ছপ, কাঁকড়া এবং এ প্রকার অন্যান্য জীব আহার কোর না, পানিতে মৃত মাছ, চিংড়ি মাছ এবং এ ধরণের পঙ্গপাল খাও।

৫৭৪. মাছ ও পঙ্গপাল জবেহ্ করার প্রয়োজন নেই, তখনি খেতে পার ; যকৃৎ ও কল্‌জে খাওয়া রসূলের সময় থেকেই চলে আসছে।

৫৭৫. কিন্তু অন্ত্র সহ পাকস্থলী আহারের কোন প্রথা নবী রসূলদের নিকট থেকে আসেনি, হে প্রিয় পুত্র।

৫৭৬. মাংস বা চর্বির গিঁট, পীত, প্রস্রাব, স্ত্রীঅঙ্গ, পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষ এই ছয়টি আহার করা অপছন্দনীয় ; প্রবহমান রক্তকে নিষিদ্ধ জান।

৫৭৭. হাঁড় যদি কোমল পাও বা মজ্জা, আহার করতে মচ্‌মচ্ শব্দ করে ; সরু বা মোটা যাই হোক না কেন, অভাবের সময় আহার করতে পারে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

॥ মাস ও দিবসসমূহ এবং এদের শুভাশুভের বর্ণনায় ॥

৫৭৮. তিন বার পড় সূরা ফাতেহা বিসমিল্লাহ্ সহ, কামাই কোর না—যখনি আসবে নতুন মাস, হে আমার চোখের মণি।

৫৭৯. চন্দ্র মাসের প্রথম রাত্রে পড়বে সূরা 'ইন্না ফতহ্না', তা পড়তে কখনো ভুল কোর না ; তোমার উপর কোন বিপদ আসবে না, সর্বত্র জয় হবে, সাহায্য মিলবে।

৫৮০. মুহররম মাসে দেখ মুদ্রা ; সফর মাসে আয়না, রবিউল-আউয়ালে প্রবহমান পানি আর রবিউল-আখিরে ছাগল, হে চন্দ্রমুখ।

৫৮১. জমাদিউল-উলাতে তরলিত রূপা, জমাদিউল-উখ্‌রাতে বৃদ্ধ, রজব মাসে কুরআন আর শাবান মাসে সবুজ ঘাস।

৫৮২. রমযান মাসে তলোয়ার, শাওয়াল মাসে সবুজ পোশাক, জিল্‌কদে শিশু আর জিলহজ্জে সুন্দরী মেয়ে।

৫৮৩. বৎসরের প্রথম দিনে রোযা রাখবে, হে প্রিয় ; বৎসরের শেষ দিনেও রোযার নিয়ত কর, পুণ্য পাবে।

৫৮৪. রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে তুমি রোযার নিয়ত কর, এশা পর্যন্ত নামাজ পড়, তখন ইফতার করবে, হে পুত্র।

৫৮৫. যদি এভাবে দিন কাটাতে পার, তবে উভয় জগতে মুক্তি পাবে ; বেহেশ্‌তের প্রহরী তোমার খেদমত করবে, মাণিকের প্রাসাদ পাবে।

৫৮৬. রজবের মাঝামাঝি খানাপিনার বন্দোবস্ত কর, রোযা রাখ, দোয়া কর—খুবই বিনীতভাবে, তাহলে খুব শীঘ্র কবুল হবে।

৫৮৭. রজবের প্রথম, মধ্য ও শেষ তারিখে গোসল কর ; তোমার পাপে অপবিত্র দেহ নবজাতকের তুল্য পবিত্র হবে।

৫৮৮. রমযান মাসে বেশী করে কুরআন পাঠ কর, শাবানে দরূদ আর রজব মাসে দিনে রাতে মার্জনা চাও, হে প্রিয় পুত্র।

৫৮৯. শবেবরাত এলে ছ'টি কাজ মনপ্রাণ দিয়ে করবে—গোসল কর, সুরমা লাগাও এবং ভোর অবধি জাগরণে কাটাও।

৫৯০. প্রথমত: নিজ ঈমানের জন্য, দ্বিতীয়ত: জীবনে সংসারের জন্য আর তৃতীয়তঃ আয়ুর জন্য সূরা ইয়াসিন পড়বে, তাহলে দীর্ঘায়ু হবে।

৫৯১. ঘরের ডেগচি, হাঁড়ি আর অন্যান্য আসবাব পত্রে হাত বুলাবে, কবর জিয়ারত করবে, ধর্মোপদেশ শুনবে, হে খ্যাতিমান।

৫৯২. খোদার উদ্দেশ্যে নামায পড়, অন্তর দিয়ে দোয়া কর ; তোমার নিজের জন্য আর পিতামাতার জন্য মার্জনা ভিক্ষা কর।

৫৯৩. দুই ঈদে গোসল কর, জামা কাপড়ে খুশবু লাগাও ; রোযার ঈদে মাঠে যাবার আগে পেট ভরে খোরমা খেয়ে যেয়ো।

৫৯৪. আরফা আর হজের সময় এলে সূরা 'আম্বিয়া' পাঠ করবে ; তাতে উমরা, হজ, দৌড়ানো, পাথর ছোঁড়া ও কুরবানি—সবকিছুর পুণ্য পাবে।

৫৯৫. কুরবানি করার সামর্থ যদি না থাকে, তবে সূরা 'কওসর' পাঠ কর ; জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন সর্বদা সূরা 'আল্‌ফজর' পাঠ করবে।

৫৯৬. রোযা রাখ, নামায পড়, দোয়া কর, সুরমা লাগাও, বিবাদ মীমাংসা কর, যথাশক্তি বেশবিন্যাস কর, খানা পাকাও আর আলেমদের খেদমতে যৎসামান্য উপহার দাও।

৫৯৭. এতিমদেরকে কোন বস্ত্র দাও, আত্মীয়স্বজনকে সদয় জিজ্ঞাসাবাদ কর ; আমি যে দশটি কাজের কথা বলেছি, আশুরার দিনে তা করবে, হে পুত্র।

৫৯৮. সফর মাসে বিদেশে যেয়ো না, কারো সঙ্গে যুদ্ধ কোর না ; কারণ এ মাসে অনেক বিপদ ও ভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

৫৯৯. আখেরী-চাহার-শোম্বায় গোসল কর, জামাকাপড় ধোও, ঘরে বসে আরাম কর এবং পরিবারবর্গের সঙ্গে আহার কর।

৬০০. শনিবারে মাছ ধর আর বাইরে শিকারে যাও ; হরিণ এমন কি চিতাও পেয়ে যাবে, ভাল শিকার মিলবে।

৬০১. রবিবারে ঘর তৈরী কর, তোমার জন্য শুভ হবে, বাগান, ক্ষেত কর ; কূপ, পুষ্করিণী কাটাও।

৬০২. যদি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা থাকে, তবে সবচেয়ে ভাল হল সোমবার, হে প্রিয়।

৬০৩. রক্তমোক্ষণ বা ক্ষৌর কর্মের জন্য মঙ্গলবার ; মঙ্গল রক্ত-ক্ষেপিণী, তার ক্ষণটি অতীব মঙ্গলজনক মনে করবে।

৬০৪. কোন রোগের জন্য ঔষধ সেবনের ইচ্ছা থাকলে বুধবারে তা করতে পার, ভাল হবে, হে পুত্র।

৬০৫. যদি কোন উদ্দেশ্যে বাদশা বা শাসকের দর্শন প্রার্থী হতে চাও, যাতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ; তজ্জন্য বৃহস্পতিবার খুব ভাল ফলদায়ক।

৬০৬. শুক্রবারে বিয়ে কর, স্ত্রীসঙ্গমও কর, সীমা অতিক্রম কোর না, পুণ্য লাভ করবে, খোদা তোমাকে সন্তান দান করবেন।

৬০৭. শনি-মঙ্গলবারে যদি নতুন জামা পর, কাট বা কিনে আন, তবে তোমার সম্মুখে বিপদ এসে ভীড় জমাবে।

৬০৮. বৎসরের বারই তারিখকে অশুভ দিন বলে জানবে, এসব দিনের প্রতি উদাসীন থেক না, সমস্ত কাজ ত্যাগ করবে।

৬০৯. মুহর্‌রম মাসের এগার, সফরের দশ, রবিউল-আউয়ালের চার, আর রবিউল-আখেরের দশ।

৬১০. জমাদিউল-উলার সাতাশ, জমাদিউল-উখরার বাইশ, রজবের বাইশ আর শাবানের তেইশ।

৬১১. রমযানের চার, শাওয়ালের সাত, জিলকদের সাত, জিলহজের আট, হে পুত্র।

৬১২. চন্দ্র মাসের এক, তিন, পাঁচ, পঁচিশ ও ষোল তারিখে কোন কাজ কোর না, কোথাও যেয়ো না, বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৬১৩. তিন, আট, তের, আঠার, তেইশ, আঠাশ তারিখে কোন কাজ কোর না, বিশেষ করে বিদেশে কোথাও যেয়ো না।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

॥ যৌবন ও বার্ধক্যের বর্ণনায় ॥

৬১৪. তোমার বয়স চল্লিশ বৎসর পুরো হলেই সবকিছু ত্যাগ করে ঘরে বসবে; কুকাজ করবে না, কুকথা বলবে না, বেশী করে ইবাদত বন্দেগী করবে।

৬১৫. যদি এভাবে না থাক বরং উলটো বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হও; তাহলে তোমার পুণ্য হবে কম, পাপ হবে বেশী, দোজখের জন্য তৈরী হতে পার।

৬১৬. মানুষের সম্ভাব্য বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে ধরতে পার; তার এক তৃতীয়াংশ অসহায়তায় গেল, অপর তৃতীয়াংশ কাটলো চেতনাহীন উন্মাদনায়;

৬১৭. শেষ তৃতীয়াংশে শুধু বিপদ আর বিপদ; কখনো হাত-পা ধরবে, কখনো ধরবে মাথা।

৬১৮. এক মূহূর্তও সুস্থতা নেই, সর্বদাই নানা অসুখ-বিসুখ; রাতে ভাল ঘুম হবে না, হা হুতাশ করতে করতে ভোর হয়ে যাবে।

৬১৯. শরীরে সর্বদা জ্বর থাকবে, হাত পা কাঁপবে, একটি মাত্র রুটিও হজম হবে না, চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পাবে।

৬২০. পরামর্শের জন্য তার নিকটে কেউ আসবে না, নিজ পরিবারবর্গের নিকট অবজ্ঞা লাভ করবে, কেউই সম্মান দেখাতে চাইবে না।

৬২১. বুদ্ধি তেমন থাকবে না, স্মরণ থাকবে না কোন কথা, শত্রু তাকে ভয় করবে না, প্রতিদিন জীবনের স্বাদ তিক্ত হয়ে আসবে।

৬২২. কোন প্রেয়সীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, ঘৃণার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেবে; সুতন্বী ও মধু-ওষ্ঠীরা দূর থেকে তার কথা শুনবে।

৬২৩. মাথার চুল যখন সাদা হয়ে যাবে, সুদেহীরা দূরে পালাবে, সে বৃদ্ধ বৈ তো নয়, নতুবা তার নিকটে আসতে দ্বিধা কেন।

৬২৪. যদি সৌভাগ্যবান বাদশাও হয়, যার অধীনে সমস্ত পৃথিবী; তারও সাধ থাকবে না, শান্তি থাকবে না---যখন দেহ ভেঙে পড়বে।

৬২৫. বৃদ্ধের প্রতি কেউ তাকায় না, কেউ তাকে দয়াও করে না; এক খোদা ছাড়া আর সকলেই তাকে তাড়িয়ে দেয়।

৬২৬. কোন লোক বৃদ্ধ হলে, খোদার তরফ থেকে তাকে বলা হয়, 'তোমার দেহের হাড় ক্ষীণ হয়ে গেছে, মাথার চুল হয়ে গেছে সাদা।

৬২৭. কারো কথা শুনতে পাও না, দেখতে পাও না কোন কিছু; হাত পায়ে শক্তি নেই, তোমার কোমরের বাঁধন ভেঙে গেছে;

৬২৮. তোমার মিশ্‌কের ন্যায় কাল চুল, কর্পূরের ন্যায় সাদা হয়ে গেছে; ফুলের ন্যায় উৎফুল্ল মুখ, ধূসর হয়ে এসেছে; তোমার তীরের ন্যায় সোজা দেহ ধনুর তুল্য বেঁকে পড়েছে আর দেহের রগগুলি হয়েছে তার গুণ।

৬২৯, তোমার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না, কোন বন্ধু তোমাকে জিজ্ঞাসা করে না ; কেউ তোমাকে চাকরও রাখতে চায় না, কারণ তুমি মজুরি পাওয়ার উপযুক্ত নও।

৬৩০, তুমি আমার নিকট এস, তাহলে আমি তোমাকে এর চাইতে ভাল ভাবে পালন করব ; শত হুর দেব বেহেশ্তে, অসংখ্য প্রাসাদ দেবো মণিমাণিক্যের।

৬৩১, বৃদ্ধের প্রতি আমার দয়ার কোন সীমা পরিসীমা নেই, তোমার চুলের শুভ্রতা আমার জ্যোতি, যে জ্যোতি দোজখে আগুন হয়ে জ্বলছে।

৬৩২. কাজেই অবস্থা যখন এই দাঁড়ায়, বৃদ্ধের দ্বারা কোন কাজই হয় না ; তখন তোমার অবস্থা বুঝে কাজ কর, যৌবনকালকে অমূল্য সম্পদ ভাব।

৬৩৩, হে যুবক, যৌবনের কথা যদি তুমি কোন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর, তবে সে এত বলবে, যা কোন সংখ্যায় ধরে রাখা যায় না।

৬৩৪. যদি কোন বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাও, তবে কায়মনোবাক্যে তার সেবা করবে ; তুমি বৃদ্ধ হলে তেমনি সম্মান লাভ করতে পারবে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

।। দুঃখ, কষ্ট রোগ ও মৈত্রীর বর্ণনায় ।।

৬৩৫, দুঃখ বিপদকে সম্পদ মনে কর, বন্ধুদের উপর অবতীর্ণ হয় ; শত্রু কখনো এ সম্পদ লাভ করতে পারে না---সচচরিত্র বিশ্বাসী ছাড়া।

৬৩৬. তোমার উপর কোন বিপদ পতিত হলে, আন্তরিকতার সঙ্গে দান কর ; কারণ বাদশা যাকে বিষ পান করতে দেয়, সে অবশ্যই বিশিষ্ট জ্ঞানী।

৬৩৭. যদি কোন দেহ রোগ-শোক শূন্য হয়, তবে অবশ্যই সে দেহে কল্যাণ থাকে না ; যার প্রতিদিন মাথা ব্যথা, খোদা তাকেই ভালবাসেন।

৬৩৮. মহা বিপদের রাজত্ব, হে প্রিয়, সকলেই তার উপযুক্ত নয় ; আইয়ুব, জাকারিয়া, আর ইউনুসের ন্যায় বিশিষ্ট লোকরাই এর মর্যাদা বুঝেন।

৬৩৯, পৃথিবীতে শত্রুরা শতগুণ সম্পদ ভোগ করে আর বন্ধুরা রুটির জন্য দ্বারে দ্বারে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

৬৪০. বিশিষ্ট লোকেরাই এর মর্যদা বুঝে, সাধারণের তা বুঝার শক্তি নেই ; জলের মাছ প্রেমের মর্যাদা কি বুঝবে, তার ভাল সংবাদ জানে পতঙ্গ।

৬৪১, যদি কোন বিশ্বাসীর এ গুণ না থাকে—এ পৃথিবীতে, তবে তাকে পূর্ণ বিশ্বাসী মনে কোর না, তার বিশ্বাসে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

৬৪২' দেহে যদি রোগশোক না থাকে, তবে নিজের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না, এমন কি যদি কোন অত্যাচারীও তোমাকে অপমানিত, লজ্জিত ও হেয় না করে থাকে।

৬৪৩. খোদা যখন তার কোন বান্দাকে বন্ধুতে পরিণত করতে চান, তখন তার দেহে রোগ, মনে শোক দেখা দেয় আর দৃষ্টির সম্মুখে ধনসম্পদ থাকে না।

৬৪৪. চার শ' বৎসর সিংহাসনে বসে ফিরআ'উন বাদশাই করে গেছে, সে কোনদিন রোগাক্রান্ত হয়নি, কোন দুঃখ পায়নি।

৬৪৫, যদি সুস্থ থাক, তবে খোদার কৃতজ্ঞতা জানাও ; বিপদে পড়লে, ধৈর্য ধর ; কারো নিকট দুঃখের কথা বল না, যতক্ষণ না এই প্রবাসকাল শেষ হয়।

৬৪৬. এরপর ঔষধ সেবন কর, কিন্তু ঔষধের উপর সম্পূর্ণ ভরসা কর না ; ওতেই রোগ ভাল হবে ভেব না ; এক খোদা ছাড়া কোন আরোগ্যকারী নেই।

৬৪৭. ধৈর্য ধারণ করলে অনেক পুণ্য পাবে ; দুঃখ, বিপদ আর শোক গোপন করে রাখ, প্রকাশ করলে তেমন কিছু পুণ্য পাবে না।

৬৪৮, কোন রোগীর কথা যদি শুনো, তখনি তাকে দেখতে যাও, পথের দূরত্ব যদিও কয়েক ক্রোশ হয়।

৬৪৯, যদি অন্যের বিপদে না দেখতে যাও, তবে খোদা মুখোমুখি বলেন, 'আমি একবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিলাম, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করনি।'

৬৫০, রোগী যদি কোন বস্তু খেতে চায়, তবে তা এনে দাও ; তার নিকট থেকে, হে প্রিয়, দোয়া নাও—যে কোন কঠিনতম বিপদের জন্য।

৬৫১, যদি কখনো রোগী হয়ে পড়ো, পাঁচ অক্তের নামায ত্যাগ কর না ; হেলান দিয়ে, শুয়ে আদায় কর, তা হলে দোজখে পুড়বে না।

৬৫২, পাঁচ অক্তের নামায যদি ঠিক থাকে, তবে বিপদকে খোদার দয়া মনে করতে পার ; ফরজ নামায ত্যাগ করলে অবশ্যই দোজখে জ্বলতে হবে।

৬৫৩, বিপদের সূত্রপাত হলেই দান কর, রোগীর জন্য সদকা দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ঔষধের শরণাপন্ন হয়ো না।

৬৫৪. সদকা দাও খোদার নামে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো নামে দিয়ো না ; কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হলে, হাদীসে আছে—সদকা দান কর।

৬৫৫, সদকা বিপদ দূর করে, রসূলে খোদার হাদীস বিদ্যমান, আয়ুষ্কাল দীর্ঘ আর তাতে পুণ্যও পাওয়া যায়, হে পুত্র।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

॥ আপদবিপদ শোক প্রকাশ ও আনুষঙ্গিক কর্তব্য বর্ণনায় ॥

৬৫৬. তোমার উপর কোন বিপদ পতিত হলে ধৈর্য ধর, হে প্রিয় ; তুমি নবীদের সমান পুণ্য পাবে, সীমা অতিক্রম কর না।

৬৫৭, যদি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হও, তবে সে সব বিপদের কথা চিন্তা কর, যা জিন ও মানুষের নবী নিজ জীবনে সহ্য করেছেন।

৬৫৮, দুঃখ বিপদে যদি হা-হুতাশ করে অস্থির হয়ে পড়ো, কোন লাভ হবে না, পুণ্য থেকেও বঞ্চিত হবে।

৬৫৯, হা-হুতাশ করা, মাথা কুটা, চীৎকার করা, কাপড় ছেঁড়া, মুখ খাম্‌চানো, দাড়ি ও চুল ছেঁড়া—ইত্যাদি কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

৬৬০, মূর্খদের ন্যায় শোক পালন কোর না, মাটিতে শুয়া, কথা না বলা, রাতদিন না খেয়ে থাকা, একাকী ঘরের কোণে বসে থাকা ;

৬৬১, রাত্রে ঘরে আলো না জ্বালানো—অন্ধকার করে রাখা, বাসনপত্র কোথাও নিতে না দেওয়া, ঘরের লেপ না দেওয়া ;

৬৬২, কোন কাজ না করা, ক্ষেতের কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করা ; মলিন জামা পরা বা জামা পীত ও ধূসর রঙে রঞ্জিত করা।

৬৬৩, সমস্ত বিপদে আপদে, তা পুরুষের হোক বা স্ত্রীলোকের হোক, মাথার কাপড় ফেলে দেওয়া ধর্ম বিধানে নিষিদ্ধ।

৬৬৪, অবশ্য এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তির যদি মৃত্যু ঘটে, যার তিরোধানে ইসলামের বিপুল ক্ষতি হয়েছে আর তা অপূরণীয় ;

৬৬৫. যদি কখনো এমন সময় তোমার সম্মুখে আসে, হে প্রিয়, ঘরের প্রদীপ নিভে যায়, কিংবা বাসনপত্র ভেঙে যায় কোন কারণে ;

৬৬৬, অনাহারে থাক কিংবা কোন অত্যাচারী তোমাকে কষ্ট দেয়—এ সকলকে বিপদ বলে জানবে, সন্তুষ্ট থাকবে, ত্যাগ করবে।

৬৬৭. স্বধর্মী কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলে, শোক প্রকাশে যাও ; এ ধরনের কাজকে সুন্নত মনে কর, কখনো ত্যাগ কোর না।

৬৬৮, যদি আশ্রিত বিধর্মী নাগরিকদের রোগে দেখতে যাও, মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কর, ধর্ম বিধানে তা বৈধ, 'হেদায়া' খুলে দেখতে পার।

৬৬৯, জানাযাতে উপস্থিত হয়ে যদি দেখ, সেখানে গোলমাল, তবে চীৎকার কোর না, কোন অভিযোগও না ; কুরআনও উচ্চ-স্বরে পাঠ কোর না।

৬৭০, শোকাকুল হয়ে চীৎকার করে বল না, 'অমুক মরেছে, তোমরা এস' ; শবের উপর ফুল দিয়ো না, বাদাম, খোরমা বা চিনি।

৬৭১, কবরকে চতুষ্কোণ করা অপছন্দনীয়, পিঠের ন্যায় কর ; কবরে জামা পরিয়ো না, পান বা শরবত সেখানে নিয়ো না।

৬৭২, কবরের উপর ফল, ঘাস ইত্যাদি হলে, তুলে নিয়ো না ; এর পৈথানে বসে কুরআন পড়ো না, শিথানে বসে পড়তে পার।

৬৭৩. পথভ্রষ্টদের মত কবরে চুমা দিয়ো না, হে প্রিয়, এতে অতিশয় পাপ হয় ; অবশ্য পিতামাতার কবরে দিতে পার।

৬৭৪. সেখানে কোন পেটিকা নিয়ো না, কোন বস্তু আহার কোর না, হেস না, ঠাট্টা কোর না—তোমার হৃদয় পাষাণে পরিণত হবে।

৬৭৫. কবরকে নানাভাবে সাজানো কিংবা নিজের কবর পাকা করে নেওয়া শাস্ত্রগ্রন্থে অপছন্দনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে; দান খয়রাতে বহু পুণ্য।

৬৭৬. কারো আত্মার শান্তি কামনায় যদি দান কর, তবে তা তার উপর সমর্পণ কর; প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার রাত্রে তা করলে দশ গুণ বেশী পুণ্য পাওয়া যায়।

৬৭৭. সে রাত্রে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আত্মা খোদার অনুমতি নিয়ে আসে, বলে, 'আমরা আত্মীয়স্বজনের সুখ-দুঃখ দেখতে যাই।'

৬৭৮. তারা স্বজনের নিকট নিজেদের ধনসম্পদের অবস্থা দেখে; আকুল হয়ে তাদেরকে অভিশাপ দেয়—যদি কোন খারাপ কিছু দেখে।

৬৭৯. যে খোদার নামে মৃতদের জন্য দান করে, তাদের আত্মা তা পায় আর সে নিজেও এর জন্য পুণ্যভাগী হয়।

৬৮০. তারা আক্ষেপের সঙ্গে নিজেদের অবস্থা বলতে থাকে, মাতা, পিতা, ভাই-ভগ্নি, পুত্র, কন্যা—সকলকে।

৬৮১. কবরের উপর গম্বুজ তুলো না, পাকা করে কোন দালানও না; বায়ুতে আঘাত করে, বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়—এতেও পাপ মুক্তি ঘটে।

৬৮২, কবর জিয়ারত করা সুন্নত, দিবারাত্রি জিয়ারত কর; তৃতীয় বা সপ্তম দিবসের 'ফাতেহা' শাস্ত্রবহির্ভূত, ত্যাগ কর।

৬৮৩. মৃতদের উদ্দেশ্যে খানাপিনার বন্দোবস্ত কর আন্তরিকতার সঙ্গে; তাহলে প্রতিটি দেরমের বদলে দিনারের স্বর্ণ পাবে।

৬৮৪. মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তৃতীয়, সপ্তম ও চত্বারিংশ দিবসে যদি ভোজের বন্দোবস্ত কর, তবে তা গরীবকে দেবে আর অসহায়া বিধবাকে।

চত্বারিংশ অধ্যায়

॥ ধর্মযুদ্ধে নিহতদের প্রতি কর্তব্য বর্ণনায় ॥

৬৮৫. যখন কোন মুসলমান খোদার রাস্তায় নিহত হয়, কিংবা কোন অত্যাচারী তাকে তলোয়ার বা তীর দিয়ে হত্যা করে;

৬৮৬. এক মুহূর্ত ও জীবিত থাকে না, তখনি মৃত্যু হয়; পানাহার করে না, কমবেশী যাতনা পায় না।

৬৮৭. শহীদের সংজ্ঞা ধর্মশাস্ত্রে এছাড়া আর কিছুই নয়, হে প্রিয়; অন্যান্য শহীদদের কথা হযরত যেমন বলেছেন, শুনো হে খ্যাতিমান।

৬৮৮. পানিতে ডুবে যায়, আগুনে পুড়ে যায়; বিদেশে গিয়ে যদি পেট-পীড়া বা প্লেগে মারা পড়ে;

৬৮৯. যে ব্যক্তি জুম্মার দিনে বা রাত্রে মারা যায় ; যে খোদা প্রেমিক ধর্মভীরু--তার প্রেম গোপনে রাখে।

৬৯০. সঙ্গীত শ্রবণে যার মৃত্যু ঘটে, খোদার প্রেমে যে তা শুনে ; গর্ভবতী যদি মারা যায় ; দেয়ালের নীচে পড়ে যদি মৃত্যু হয় ;

৬৯১. ঘোড়ার পায়ের নীচে দলিত হয় ; বিদ্যুতের আঘাতে, বজ্রপাতে কূপে পড়ে বা সিংহ কবলিত হয় ; শূকরের দন্তাঘাতে মরে ;

৬৯২. যে সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয় , পরস্পব সকলকে সংখ্যানপাতে দেখো ষোল জন হবে।

৬৯৩ যে ধন-সম্পদের জন্য বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিংবা বীরত্ব, খ্যাতির উদ্দেশ্যে, সে মোটেই পূণ্য পায় না।

৬৯৪. যে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে কোন আঘাত পায়নি তার সঙ্গে বুকে কোমরে আঘাত প্রাপ্তের তুলনা হয় না।

৬৯৫. পৃথিবী থেকে তারা সসম্মানে যাবে, সন্তুষ্টচিত্তে, হাসি মুখে , পুণ্যবানদের চাইতে পাঁচ শ' বৎসর পূর্বে শহীদরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।

৬৯৬. বেহেশ্‌তে আর কেউ পুনরায় দুনিয়ায় আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, একমাত্র শহীদ ছাড়া , যদিও সেখানে স্বর্ণের প্রাসাদ পায়।

৬৯৭ কোন বিশ্বাসী যদি অন্তর দিয়ে খোদার নিকট প্রার্থনা জানায় শাহাদতের পুণ্য লাভ হলে মাথা ব্যথা বা জ্বর, যাতেই মরুক না কেন শহীদের পুণ্য পাবে।

৬৯৮. শহীদদেরকে মৃত মনে কোর না, কখনো মনে একথা স্থান দিয়ো না, তারা দুনিয়ার জীবিতদের ন্যায় শরবত আর ফল ভক্ষণ করে।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

॥ দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতার কারণ সমূহের বর্ণনায় ॥

৬৯৯. দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতার কারণ চল্লিশটি, অবশ্যই তা বিশ্বাস কর ; বিভিন্ন গ্রন্থে তা দেখতে পাবে, বিশ্বস্ত ইমাম জাফর সাদেক থেকে বর্ণিত।

৭০০. অপবিত্র দেহে আহার কর না নলি দিয়ে পানি পান কর না ; ঘরে ভাঙা বাসনপত্র রেখ না।

৭০১. উন্মুক্ত স্থানে প্রস্রাব কর না, রাত্রে ঘর ঝাট দিয়ো না , বাসনপত্র খোলা অবস্থায় ফেলে রেখ না।

৭০২. স্ত্রীর নাম ধরে ডেকো না; স্ত্রীও যেন তোমার নাম ধরে না ডাকে; ছেলেমেয়ে পিতামাতার নাম ধরে ডাকবে না।

৭০৩. অবহেলার সাথে পানাহার কর না; সন্তানকে অভিশাপ দিয়ো না; রুটির টুকরোগুলিই মুকুট হবে; তা ফকিরদের নিকট থেকে কিনে নাও।

৭০৪. দাঁড়ানো অবস্থায় পাজামা পরবে না; বসে পাগড়ি বাঁধবে না; যতদূর সম্ভব মানুষের নিকট থেকে দূরে থাকবে।

৭০৫. শুষ্ক চুলে চিরুণী দিয়ো না; দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা আঁচড়িয়ো না; চিরুণী ভেঙ্গে গেলে তা কখনও কাছে রাখবে না।

৭০৬. কাঁচি দিয়ে গুপ্ত স্থানের চুল কখনো ফেলো না; চল্লিশ দিনের উর্ধে সেখানে চুল বাড়তে দিয়ো না।

৭০৭. বৃদ্ধদের সামনে হেঁটো না; বৈঠকখানার দরজায় বস না; হাতের কাছে যা পাও, তা দিয়েই দাঁত খিলাল কোর না।

৭০৮ কখনো পিয়াজের ছাল পোড়াতে দিয়ো না; ঘরে মাকড়সা দেখলে, তখনি তা দূর করবে।

৭০৯ জীবন্ত উকুন ফেলে দিয়ো না; নামাযে আলস্য কোর না; মিথ্যা কথার অভ্যাস কোর না; গুপ্তস্থানে দৃষ্টি দিয়ো না।

৭১০. হাত ধুয়ে তা আঁচলে মুছো না; পরিহিত জামাকাপড় সেলাই করো না তাহলে স্বচ্ছল হতে পারবে, হে পুত্র।

৭১১. ফজরের নামায শেষ করেই যদি তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বেরিয়ে আস, তবে অনাহারে কষ্ট পাবে, তোমার উপরে অনেক বিপদ পাত ঘটবে।

৭১২. প্রাতঃকালে নিদ্রা গেলে, নানা বিপদে জড়িয়ে পড়বে; সত্য শপথ করলেও তোমার জীবিকার হ্রাস পাবে।

৭১৩. তরমুজ ইত্যাদি ফলের বীচি দাঁতে ভাঙলে, খাদ্যাভাব দেখা দেবে; দাঁতে নখ কেটো না, ছুরি দিয়েও না।

৭১৪. পরিবারবর্গের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য কোর না; হাত না ধুয়ে যদি আহার কর, তবে তোমার সম্পদ হ্রাস পাবে।

৭১৫. আহারের পরে বাসনপত্র ধুয়ে রাখবে; কারণ শয়তান আধোয়া বাসন চাটতে থাকে, হে পুত্র।

৭১৬. রাত্রিদিন ঘরে ঝগড়া ফ্যাসাদ আর হৈ হল্লা করা তোমার জীবিকা দূরে চলে যাবে, কখনো ফিরবে না।

৭১৭. যে চল্লিশটি কথা তোমার উদ্দেশ্যে বলাম, তা অন্তরে গেঁথে নাও, তাহলে কখনো কারো মুখাপেক্ষী হবে না, প্রতিদিন শত মাণিক লাভ করবে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

॥ ধনাঢ্যতার কারণ সমূহের বর্ণনায় ॥

৭১৮. ধনী হওয়ার কারণ মোটামটি ত্রিশটি, বিশ্বাস কর; এগুলি পালন করলে অনেক কিছু লাভ করবে।

৭১৯. সর্বদা চাশ্তের নামায পড়বে, কখনো কামাই কোর না; বাড়ীতে থাক বা বিদেশে থাক, সর্বদা 'আইয়ামেবীয-এর রোযা রাখবে।

৭২০. সর্বদা ভোরশয্যা ত্যাগ করবে, কখনো সে সময় শুয়ে থাকবে না; তসবী পাঠ, নামজপ করবে; প্রত্যেক ভোরে মার্জনা চাইবে।

৭২১. সর্বদা খোদার শোকর আদায় কর; নিজ ধনে কুরআন শরীফ কিনো; তীর কিনো; ঘোড়া কিনো আর মাতাপিতার সেবা কর।

৭২২. রাত্রে রাত্রে সূরা জুম্মা পড়ো, দিনে রাতে পড়ো সূরা মুজাম্মিল; সর্বদা পড়বে সূরা ওয়াকিআ, মাগরেব পরে খুবই ভাল।

৭২৩. মোজা বা দাস্তানা পরলে পীত রঙের পরবে; নখ কাটতে চাইলে বৃহস্পতিবার কাটবে।

৭২৪. যদি আংটি পরতে চাও, আকীক পাথরের পরবে, হে প্রিয়; যদি কেউ তোমার শরণাপন্ন হয়; সাহায্য করে তার অভাব দূর করবে।

৭২৫. যদি কারো সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তবে তা কখনো ভেঙো না, হে প্রিয়; মসজিদে ঝাড়ু দাও, অনেক সম্পদ পাবে।

৭২৬. খোদার উদ্দেশ্যে হজব্রত পালন কর; হযরতের কবর দর্শন কর; ব্যবসা—বাণিজ্যে সত্যকে তোমার লক্ষ্য ও পথপ্রদর্শক করে দাও।

৭২৭. ঘরে কাপ্পির পানি রাখবে, এ থেকে ঘর যেন কখনো খালি না থাকে, যদি ধনের সুসার চাও, বকরি কিনে আনো।

৭২৮. সর্বদা জুম্মর দিনে গোসল করবে; বিশেষ করে আখেরী-চাহার শোম্বায়, আশুরার দিনে অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশী রান্না কর।

৭২৯. গম মিশ্রিত করে রুটি পাকাও, শস্য থাকলে পাত্র দিয়ে মাপো, ওজন কোর না।

৭৩০. হাত ধুয়ে আহার কর, অবশ্যই ধনী হবে, একা থাকলে বিয়ে করে নাও, অনেক সম্পদ পাবে।

৭৩১. তোমার সম্মুখে যে ত্রিশটি কথা বললাম, সর্বদা তা পালন করবে, দাঁত খিলাল কর—একথা মনের পটে এঁকে রাখ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

।। বেহেশ্‌ত লাভের সুনিশ্চিত কারণ সমূহের বর্ণনায় ।।

৭৩২. বেহেশ্‌ত হল পুণ্যবানদের স্থান, তা তুমি পেতে পার, হে প্রিয়, যদি প্রতিদিন সে উদ্দেশ্যে কাজ করে যাও।

৭৩৩. বেহেশ্‌ত লাভের কাজ অনেক, তার কোন সীমা সংখ্যা নেই, মোটামুটি তা থেকে তোমার নিকট সাতাশটির কথা বলব, হে পুত্র।

৭৩৪. প্রথমে একাগ্রচিত্তে, খাঁটি মন দিয়ে তুমি কলেমা পাঠ কর, এর পর সারা জীবন তার উপর স্থির থাক।

৭৩৫. বিশ্বাসীদের সন্তোষ বিধান কর, খোদার উদ্দেশ্যে আহার্য দান কর, দোষত্রুটি মার্জনার অভ্যাস কর, তাহলে বেহেশ্‌তে আট দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে।

৭৩৬. অতিথি অভ্যাগতকে সম্মান কর, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যদি তোমার নিকট কেউ গোপন কথা বলে, তবে তা কারো নিকট প্রকাশ করো না।

৭৩৭. তোমার উপর বিপদ পতিত হলে, মানুষের কাছে বল না, সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এমন করে নিজ অন্তরে লুকিয়ে রাখবে।

৭৩৮. পুণ্য কাজ করলে, বেহেশ্‌তে হুরদের সঙ্গে বসতে পারবে, যে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।

৭৩৯. প্রাণের গলিতে ফকির দরবেশদেরকে স্থান দাও, প্রবৃত্তির নির্দেশ পালনকে সকলের চাইতে কঠিন বলে মনে কর।

৭৪০. ব্যাভিচার থেকে গুপ্তস্থানকে সংরক্ষণ কর, কুকথা কখনো মুখে এনো না, যেখানে নিষিদ্ধ বা সন্দেহজনক আহার্য দেখ, সে স্থান থেকে দূরে থাকো।

৭৪১. সুখে থাকুক বা দুঃখে থাকুক, প্রতিবেশীকে সর্বদা জিজ্ঞাসাবাদ করবে ; রোগীর সেবা করবে খুব বেশী, তাহলে বেহেশ্‌ত পাবে, হে পুত্র।

৭৪২. ক্রোধ দমন কর, মানুষকে ক্ষমা কর, আধ্যাত্মপন্থীদের সঙ্গে সর্বদা উঠা-বসা করবে, প্রতি ভোর ও সন্ধ্যায় নামজপ করবে।

৭৪৩. অত্যাচারীর নিকট থেকে অত্যাচারিতের ন্যায্য প্রতিশোধ গ্রহণ কর, অজুর কালে শাহাদত কলেমা পাঠ করবে, হে প্রিয়।

৭৪৪. আসরের নামাযে সর্বদা তুমি সুন্নত পড়বে, কারো নিকট কোন বস্তু চেয়ে নিয়ো না, প্রতি ভোরে খোদার প্রশংসা কর।

৭৪৫. প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ কর, হে প্রিয়, ঢোল বাজিয়ে বেহেশ্‌তে যাও, হাদীসে এসবের নির্দেশ রয়েছে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

।। দোজখ গমনের অবধারিত কারণ সমূহের বর্ণনায় ।।

১৪৬. দোজখ হল অবিশ্বাসী, দুষ্কৃতি পরায়ণ ও অপলাপকারীদের জন্য; তাতে পুরুষদের চাইতে স্ত্রীলোকরাই বেশী প্রবেশ করবে।

১৪৭. এক হাজারে নয়'শ নিরানব্বই জন পুরুষ থাকবে বেহেশ্‌তে আর ফি হাজারে নয়'শ নিরানব্বই জন স্ত্রীলোক যাবে দোজখে।

১৪৮. যে সকল লোক দোজখে যাবে, তারা সেখানে বহু দিন থাকবে; তার কারণ-গুলো আমার নিকট থেকে শুনে রাখো, সংক্ষিপ্ত ভাবে বলছি।

১৪৯. দোজখের কারণ মোটামুটি চব্বিশটি; প্রত্যেকটি সম্পর্কে চিন্তা করবে আর তা থেকে নিজকে দূরে রাখবে, হে প্রিয়।

১৫০. যদি কেউ খোদার অংশীদার স্থাপন করে, তবে সে সর্বদা সেখানে জ্বলবে; এক অক্ত নামায ত্যাগ করলে এক 'হুকবা' কাল জ্বলতে হবে, হে পুত্র।

১৫১. যারা কার্পণ্য করে; নিজ প্রবৃত্তির অনুগত হয়; গর্ব করে ও নিজকে সকলের চাইতে ভাল মনে করে।

১৫২. খোদার আদেশ ঠিক মত পালন করে না; দুষ্কৃতি পরায়ণদের সঙ্গে বাস করে; ধর্মভীরুদেরকে হেয় জ্ঞান করে; ভিক্ষুকের প্রতি দুর্ব্যবহার করে।

১৫৩. নামাযের জামাত, এমন কি জুম্মার নামায স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে; সালামের উত্তর দেয় না; সকল বিষয়ে উদাসীন থাকে।

১৫৪. যদি কারো নিকট থেকে কর্জ নেয়, তবে কখনো দিবার নাম করে না; মানুষের নাম বিকৃত করে ডাকে।

১৫৫. সকল নিষিদ্ধ কাজে নির্ভীক ভাবে লিপ্ত হয়; তার ঘরে অতিথি এলে শত্রু-তুল্য ভাবে।

১৫৬. মৃতদের জন্য উচ্চ-স্বরে ক্রন্দন করে; বুক-মুখ খাম্‌চায়, কাপড় ছিঁড়ে, মাথার চুল ছিঁড়ে।

১৫৭. সর্বদা সুদ খায়; পরোক্ষে নিন্দাচর্চা করে; সকলকে হিংসা করে; অহংকারে কাউকে আমল দিতে চায় না।

১৫৮. দোজখের কারণ অনেক, বলে কয়ে শেষ করা যায় না; যদি দু'হাজার পৃষ্ঠাও লিখি, তবু সংক্ষিপ্ত হবে।

১৫৯. যদি হঠাৎ কখনো দোজখ থেকে খানিকটা আগুন পড়ে যায়, তবে তা সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করে ফেলবে, তাপে সমস্ত মানুষ মরে যাবে।

৭৫০. মন:প্রাণ দিয়ে শুনো সে সব ব্যাপার, যা দোজখে বিদ্যমান; বিরাট অজগরের ন্যায় সাপ, উটের ন্যায় বিচ্ছু।

৭৫১. বিচ্ছুর লেজগুলে বল্লমের ন্যায়, হরেক রকমের বিষে পরিপূর্ণ ; বিরাট তিন হাজার কিল্লা, প্রতি মুহূর্তে সেখানে বিষের খেলা চলছে।

৭৫২. যদি কখনো একটি কিল্লার গম্বুজ ভেঙে পড়ে এ পৃথিবীতে, তবে তার বিকট গন্ধে সমস্ত প্রাণী মারা পড়বে।

৭৫৩. কুহেকাফের মত বিরাট পর্বতও যদি ওর অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তখনি তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বালুতে পরিণত হয়ে যাবে।

৭৫৪. এক কথায় তোমাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচার উপায় বলে দিতে পারি, তাতেই তুমি বেহেশ্তে যেতে পারবে—খোদার আদেশ যথাযথ পালন করবে; কুপ্রবৃত্তির পিছনে দৌড়াবে না।

৭৫৫. রাত্রি দিন নীরব থাকবে; অনর্থক কোন কথা বলবে না ; সকলের প্রতি বিনয় ব্যবহার করবে ; মা-বাপের সেবা করবে।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

॥ হযরত ইব্রাহীমের সুন্নত সমূহ এবং বিবিধ জ্ঞাতব্যের বর্ণনায় ॥

৭৫৬. হযরত ইব্রাহিমের সুন্নত হল দশটি, সমস্ত বিশ্বাসী মুসলমানের তা পালন করা কর্তব্য।

৭৫৭. মাথার সম্মুখ থেকে শেষ পর্যন্ত সিঁথি তোলা; অবশ্য এসম্পর্কে সিঁথি তোলা বা মাথা মুড়ানো, দুটির একটি মানুষ গ্রহণ করতে পারে।

৭৫৮. কাবায় গেলে মাথা মুড়াতে হবে; এর পর ইচ্ছা অনুসারে; কাবা ছাড়া অন্যত্রও মুড়ানো ভাল, নতুবা ভাল করে রাখতে হবে।

৭৫৯. লম্বা হলে মোছ কাটবে—চামড়া দেখা যায় এমন করে, হে প্রিয়; বিশিষ্ট আলেমদের মতে কামিয়ে ফেলাও বৈধ।

৭৭০. প্রত্যেক অজুর সময় দাঁতন করবে; বগলের লোম তুলে ফেলবে; যদি কামিয়ে ফেলো, তবে তাও বৈধ, অবশ্য তুলে ফেলাই ভাল।

৭৭১. সন্তানের বয়স সাত বৎসর হলেই খৎনা করাও; খোদার নিকট থেকে এজন্য এত পুণ্য পাবে যে, তা সংখ্যায় বলা যায় না।

৭৭২. গুপ্ত স্থানের লোম কামিয়ে ফেলো, চল্লিশ দিনের বেশী বাড়তে দিয়ো না; মলত্যাগ করে ঢিলা ব্যবহার কর।

৭৭৩. অজুতে ভাল করে কুলকুচা করবে, নাকের ভিতরে পানি দেবে; তোমার সম্মুখে যে দশটি বিষয় বললাম, তা স্মরণ রেখো, হে খ্যাতিমান।

৭৭৪. কেউ যদি দাসী বা স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করতে চায়, তবে তাকে হত্যা করে এ বিপদ দূরীভূত করা বৈধ।

৭৭৫. স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে হত্যা করা বৈধ হবে, সে যদি ঋতুর সময় সঙ্গম করতে উদ্যত হয়, কোন ভয় না করে।

৭৭৬. এমনি বৈধ হবে, কেউ যদি কাউকে হত্যা করতে চায়, তবে প্রথমেই সে তাকে হত্যা করবে; এতে কোন কিছু দিতে হবে না।

৭৭৭. পাঁচটি প্রাণীকে অনিষ্টকারী মনে কর, কাবার প্রাঙ্গণে হোক বা অন্যত্র হোক; বিচ্ছু, ইঁদুর—'মশারিক' গ্রন্থে দেখতে পার।

৭৭৮. কাক, চিল আর কুকুর যদি মানুষকে কামড়ায়; এ পাঁচটি হল অনিষ্টকারী এদেরকে হত্যা কর, হাদীসে নির্দেশ রয়েছে।

৭৭৯. যেখানেই অনিষ্টকারী কিছু দেখ, সে মানুষ হোক বা পশু হোক; সুযোগ-সুবিধা পেলে তখনি তাকে হত্যা করবে।

৭৮০. বিড়াল কবুতর মেরে ফেলে, একে এমনিতে মারলে দশ দেরেম সদকা দিতে হয়; কিন্তু ঘরে এসে যদি উৎপাত করে,—

৭৮১. তবে তাকে মেরে ফেলা বৈধ, তার গলায় ছুরি চালিয়ে দাও; অবশ্য ক্ষমা করতে পারলে অনেক পুণ্য লাভ করবে।

৭৮২. দাসীর গুপ্তস্থানের বাইরে বীর্যপাত করতে পার; কিন্তু স্বাধীনা হলে তার অনুমতি নিতে হবে, তাই সর্বসম্মত।

৭৮৩. ভ্রূণের প্রাণহীন অবস্থায় গর্ভপাত করানোর অনুমতি অনেকেই দিয়েছেন; অবশ্য রাখতে পারলে খুবই ভাল।

৭৮৪. জ্যোতিষশাস্ত্র এতটুকু পাঠ কর, যাতে তুমি দিন তারিখ ঠিক রাখতে পার, বিয়ের লগ্ন, কেবলা ঠিক করা বা প্রবাস-যাত্রা।

৭৮৫. নিঃস্বার্থভাবে কেউ যদি কোন বস্তু তোমাকে উপহার দেয়, তবে তা নিতে পার; অবশ্য তুমি বাদশা বা বিচারক হলে, তা নিয়ো না।

৭৮৬. বাদশা যদি তোমাকে কোন স্থান দান করে, তবে তা তখনি নিয়ে নাও, কোন অন্যায় দেখলে মুখ ফিরাও; এ ব্যবহারই খুব ভাল।

৭৮৭. লাখেরাজ দান যদি ফিরিয়ে দাও, তবে তুমি হয়তো অভাবে পড়তে পার; যদিও অনেক বিশিষ্ট জ্ঞানীরা এরূপ দান ফিরিয়ে দিয়েছেন।

৭৮৮. বিদেশ থেকে এসে সটান বাড়ীর ভিতরে যেয়ো না ; বাড়ীর প্রাঙ্গণে পেঁৗছেই সংবাদ জানাও।

৭৮৯. কুরআন শরীফ যদি পুরানো হয়ে যায়, ফেটে যায়, ছিঁড়ে যায়, তবে কাপড় জড়িয়ে শবের ন্যায় তাকে কবর দিয়ে রাখ।

৭৯০. সৈন্যদলের সঙ্গে কুরআন ও স্ত্রীলোক নিয়ো না—স্বাধীনা হলেও ; সৈন্যদল শক্তিশালী হলেও, এসব সঙ্গে নিতে নেই।

৭৯১. দুপুর রাতে তৃষ্ণার্ত সন্তান বা স্ত্রীকে পানি পান করালে, তোমার সমস্ত জীবনের পাপ মার্জিত হবে, নষ্ট হবে।

৭৯২. নিজের জন্য বা পরিবারবর্গের জন্য এক ঘণ্টার কষ্ট সহ্যও খোদার নিকট দান সরূপ, এরও পুণ্য হবে।

৭৯৩. কোন অত্যাচারী যদি তোমার নিকট থেকে জোর জুলুম করে একটি দেরেমও নিয়ে যায়, তবে খোদার নিকট বহু গুণ স্বর্ণ পাবে—এর প্রতিদানে।

৭৯৪. দুনিয়াতে যদি মদ খাও, রেশমী জামা পরো, তবে বেহেশ্‌তে জামা পাবে না, মদও পান করতে পারবে না।

৭৯৫. টুকরা টুকরা কাপড় যদি কোথাও অলিগলিতে পড়ে থাকতে দেখ, তবে তুলে নিয়ে একত্র কর, কিংবা খোরমার টুকরা।

৭৯৬. মালিক ফেলে দেওয়ার পর শস্যের তোষ সংগ্রহ করবে, তরমুজ ও বেদানার খোসা, দ্বারে দ্বারে ঘুরে একত্র করবে।

৭৯৭. তোমার এ সংগ্রহ করায় লাভ হবে, এ কাজ বৈধও ; যদি এ সবের মালিক কোন কিছু না বলে।

৭৯৮. কারো জমিতে যদি বকরি বা গরুতে ন্যাদা দেয়, তবে গোবর জমা করে ঘুঁটি তৈরী কর, এতে অনেক ফল পাবে।

৭৯৯. যদি জমির মালিক জমা করতে চায়, অন্যকে দিতে কার্পণ্য করে, তা হলে অন্যের পক্ষে কম-বেশী কোন কিছু নেওয়া বৈধ হবে না।

৮০০. বাদাম বা মিষ্টি যদি কেউ কাউকে এ উদ্দেশ্যে দেয় যে, সে তা বাদশার আগমনে বা নবদম্পতির উপলক্ষে ছড়িয়ে দেবে ;

৮০১. তাহলে তার পক্ষে, তা থেকে খাওয়া, দেওয়া বা তুলে নেওয়া কোনটাই বৈধ হবে না, বাদাম বা মিষ্টি যাই হোক না কেন।

৮০২. অন্য লোকে তা তুলে নেবে, খাবে—মুরগীর বাচ্চা বা বাদাম ; তাদের জন্য তা বৈধ, আমার নিকট থেকে একথা শুনে রাখ, হে পুত্র।

৮০৩. এমনি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য যদি কেউ অন্য কারো হাতে ধন-সম্পদ সমর্পণ করে।

৮০৪. তা হলে, তার পক্ষে সে সম্পদ থেকে এক দেরেম আত্মসাৎ করাও নিষিদ্ধ, যদিও সে নিজে গরীব হয় ; এ দু'টিই শাস্ত্র গ্রন্থে দেখতে পাবে।

৮০৫. শিক্ষক যদি শিক্ষাদানের বদলে আর 'মুয়াজ্জিন' যদি আযানের পরিবর্তে পারিশ্রমিক চায়, তবে তা শাস্ত্র বিধানে বৈধ হয় না ; তাদের শিক্ষাদান আর আযানও এই শর্তে ঠিক নয়।

৮০৬. দস্তরখান থেকে আহার্য তুলে নেওয়া নিষিদ্ধ, যদি গৃহস্বামী বলে, 'তুলে নাও', তবে নিতে পার, আনন্দে আহার করতে পার।

৮০৭. তুমি কারো গৃহে অতিথি হলে, তার আহার্য দ্রব্য থেকে দান কোর না, হাড় ছাড়া কুকুরকে পর্যন্ত অন্য কিছু দিয়ো না।

৮০৮. মৃত পশুর চামড়া শুকিয়ে নেওয়ার পূর্বে বিক্রি করা শাস্ত্রানুমোদিত নয় ; মানুষের চুল বিক্রি করাও নিষিদ্ধ।

৮০৯. কাউকে যদি মাটি খেতে দেখ, নিষেধ করবে, ফিরআ'উন আর হামানরা অনেক মাটি খেয়েছে।

৮১০. দাসদাসী কিনে যদি দেখ মাটি খায় ; চুল খুবই পাতলা ; পরনের কাপড়-চোপড় এমনি বিশৃঙ্খল যে গুপ্তস্থান দেখা যায়।

৮১১. অন্যদের চাইতে বেশী আহার করে; তা হলে এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ; 'খুলাসা' গ্রন্থে দেখতে পার।

৮১২. কোন মসজিদে যদি স্থানের অকুলান দেখ আর তার আশেপাশে জমি থাকে, তবে মালিকের নিকট থেকে তা জোর করে হলেও মূল্য দিয়ে কিনে নাও।

৮১৩. হযরতের সাথীরা কাবার জন্যও এমনি মূল্য দিয়েছেন এবং কিছুটা জবরদস্তিও করেছেন।

৮১৪. কোন বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য যদি অসম্পূর্ণ পোশাক তৈরী করাও, তাহলে তুমি শুধু একা মার্জনা পাবে, হাদীসে এমনি দেখেছি।

৮১৫. সম্পূর্ণ পোশাক যদি দাও—মনেপ্রাণে, হে প্রিয়, তাহলে নিজেকে আর মাতাপিতাকেও তুমি মার্জনার পোশাক পরাতে পারবে।

৮১৬. যথাসাধ্য, হে প্রিয়, বিশ্বাসীদেরকে সম্মান কর ; কোন দুষ্কৃতিকারী অধর্মীকে দেখলে তেমনি অধিকতর অপমান করবে।

৮১৭. কেউ যদি অন্যায়কারীর প্রশংসা করে, তাহলে খোদার আসন এমনি কাঁপতে থাকে, যেন তা উলটে পড়ে সমস্ত দুনিয়াকে গুড়া করে ফেলবে।

৮১৮. অন্যায়কারীকে দেখলে খুব করে অপমান কর, তোমার বিশ্বাস থাকবে অন্তরে, ভবিষ্যতের জন্য কোন ভয় নাই।

৮১৯. যদি সাধ্যে কুলায়, তবে সব কাজই শীঘ্র সম্পাদন কর; এ সময়কে অমূল্য সম্পদ ভেবো; এর প্রতিটি মুহূর্ত সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

৮২০. আজ যদি কর্তব্য পালন কর, ভবিষ্যতে তার প্রতিদান মিলবে, আর অন্যায় পাপ করলে, দোজখে তার শাস্তি ভুগবে।

৮২১. অন্বেষণকারী যদি অন্তর দিয়ে সত্য পথ পেতে চায় আর তজ্জন্য সে কষ্ট সহ্য করে, তবে তার পথের ধূলিকণাও সোনা হয়ে উঠবে।

৮২২. যদি খোদার রাস্তায় সত্যকে চাও, তবে তাতে নিয়মিত চলতে থাক; তোমার অন্তরে যেন অন্য কারো আসন না থাকে।

॥ প্রার্থনা ও উপসংহার বর্ণনায় ॥

১. হে প্রভু তোমার কৃপা ও অনুগ্রহে আমাকে এমনি কর, যেন আমার দৃষ্টিতে ধনীরা হয় ভিখারী আর বাদশারা কিছুই নয়।

২. আমাকে অন্তরের ঐশ্বর্য দাও, যাতে কারো মুখাপেক্ষী না হই; আনন্দিত চিত্তে একাকী থাকব, কারো দ্বারে ঘুরব না।

৩. আমার হৃদয়নিকুঞ্জে অনাহারে-দারিদ্র্য সন্তুষ্ট থাকব; আজীবন পূর্ণ সূরীদের অনুগ্রহ পাশে আমাকে আবদ্ধ থাকতে দাও।

৪. কখনো আহার্যের ভাবনায় আমার অন্তরকে বিক্ষিপ্ত কোর না; হে প্রভু, আমাকে এমনি ধৈর্য দাও, যাতে তোমাকে ছাড়া আর কারো দ্বারস্থ না হই।

৫. হে প্রভু, মুহম্মদ মুস্তফা, অন্যান্য নবী ও ওলী আল্লাহ্‌দেরকে উপলক্ষ করে প্রার্থনা করছি, 'আমার এ তোহফাকে জলে-স্থলে সর্বত্র গৃহীত কর।'

৬. সমস্ত জগৎ এর প্রেমে পড়ুক, নিজেদের অন্তরে স্থান দিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মাথায় তুলে রাখুক।

৭. এর প্রতি মানুষের আসক্তি এমনি হোক, যেন এছাড়া অন্য কিছু না চায়; প্রত্যেক লোক যেন একে গলায় তাবিজ করে রাখে।

৮. দুঃখকষ্ট সহ্য করেছি অনেক দিন ধরে, প্রসব ব্যথার ন্যায় অসহ্য যাতনা, এর পর এটুকুর জন্ম দিয়েছি, চিন্তায়—অর্থে বিখ্যাত।

৯. এর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাবে—পথনির্দেশে, উপদেশ, নানা জ্ঞান, ধর্ম-শাস্ত্র, দর্শন ও হাদীস।

১০. যদি কেউ গ্রন্থরচনা করতে বা কাহিনী লিখতে চায়, তাহলে 'মসনবী' ছাড়া অন্য কিছুতে ভাল হবে না; সম্পূর্ণ 'তোহফা' একটি 'কসিদা' মাত্র।

১১. জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শীরা যদি কখনো এর প্রতি দৃষ্টি দেন, তবে খোদার দোহাই আমার দোষ ত্রুটি ধরবেন না, শুদ্ধ করে দেবেন।

১২. আমার সব টুকুই ত্রুটি, ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়া আমার মধ্যে কিছু নেই; প্রত্যেক কথায় শত দোষ ধরা পড়বে, কোথাও জ্ঞানের চিহ্ন মাত্র নেই।

১৩. আমি কাকের ন্যায় হাঁসের চাল শিখতে চেয়েছি; তাতে আমার নিজের চালও নষ্ট হয়ে গেছে, আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছি।

১৪. খোদার নিকট যদি এর একটি মাত্র বাক্যও গৃহীত হয়, তবে বাদশাদের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করব; বাক্-কুশলীদের উপর গর্বোন্নত শির তুলে ধরব।

১৫. খোদাব নিকট এ প্রত্যাশা করে আছি, যদি এটি কোন উন্নতমনা লোক পাঠ করে, তবে অন্তর থেকে আমার জন্য প্রার্থনা করবে, আমি কবরে মুক্তি পাব।

১৬. বয়েত বলেছি সর্ব মোট সাত শ' আরো ছিয়াত্তর; অধ্যায় হল পঁয়তাল্লিশটি, সংখ্যায় এবং গণনায়।

১৭. সাত শ' পঁচানব্বই হিজরীতে, রবিউল-আখের মাসের দশ তারিখে, সোমবারে, দ্বিপ্রহরে।

টীকাটিপ্পনী

১. 'লওলাক-ছত্র'—'লওলাক লমা খলক্‌তুল আফলাক'—তুমি না হলে গ্রহমণ্ডলী সৃষ্টি করতাম না; হাদীসোক্ত আল্লাহ্‌র এই বাণীতে প্রদত্ত সম্মান।

২. সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ—ইমাম আবু হানিফা।

৩. 'রাফেযী'—সম্প্রদায় বিশেষ, যারা 'সিফফাইন' যুদ্ধের পর হযরত আলীর বিরোধিতা করে।

৪. 'মীসাক'—অর্থ প্রতিজ্ঞা; খোদা কোন অনাদিকালে জীবাত্মা সমূহকে সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আলস্‌তু বিরব্বিকুম্—আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা উত্তরে বলেছিল, 'বলা'—হাঁ; তাদের সেই স্বীকারোক্তিজাত প্রতিজ্ঞা।

৫. 'দজ্জাল ও দাব্বা'—'দজ্জাল' এক ঘোর মিথ্যাবাদীর উপাধি, শেষ জামানায় তার আবির্ভাব হবে; হযরত ঈসা এসে তাকে হত্যা করবেন। 'দাব্বা'—অর্থ পশু; কিয়ামতের পূর্বে এর আবির্ভাব ঘটবে, সে মানুষের ন্যায় কথা বলতে পারবে।

৬. 'হুকবা'—আশি বৎসরে এক 'হুকবা'; আবার এ বৎসর আশি মাসে; মাস আশি দিনে আর দিন আশি ঘন্টায়।

৭. 'মিসকাল'—সাড়ে চার মাষা।

৮. 'অর্ধসা'—দু'শ' চৌত্রিশ তোলায় এক'সা' অর্থাৎ এক প' সতেরো তোলা।

৯. 'মুখোজ্জ্বল'—দাড়ি কামিয়ে।

১০. 'চন্দ্র ও গ্রহ সমূহের ছায়ায়'—উন্মুক্ত স্থানে।

১১. 'অহুনহ্ ও শববতী'—এক প্রকার পাতলা রেশমী কাপড়।

১২. 'কিমখাব, খম্ দীবাজ'—রেশমী কাপড়ের নাম।

১৩. 'য়রহমুকুমুল্লহ'—আল্লাহ তোমাকে শান্তি দিন।'

১৪. 'বলআম ও ববসীসা'—'বলআম' সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কোন কারণে মুসা নবীর উপর বদদোয়া করে এবং সেজন্যই তাঁর সৈন্যদল চল্লিশ বৎসর মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়ায়। পরে 'ইউশা' নবীর দোয়ায় বলআমের ধর্মনাশ হয়। ববসীসাও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শয়তানের কুমন্ত্রণায় পথভ্রষ্ট হন।

১৫. 'ববরত, চঙ্গ'—বাদ্যযন্ত্রের নাম।